তফসিল-১

(ধারা ২, ১৭, ১৮, ৮৬, ৩৬৭ দ্রষ্টব্য**)**

শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রবিধানসমূহ

প্রারম্ভিক

১। প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই প্রবিধানসমূহে-

(ক) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এ কোন অভিব্যক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উক্ত অভিব্যক্তি সেই অর্থ বহন করিবে;

(খ) একবচনে অর্থ প্রকাশকারী শব্দসমূহ উহাদের বহুবচনকে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং অনুরূপভাবে বহুবচনে অর্থ প্রকাশকারী শব্দসমূহ উহাদের একবচনকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(গ) পুরুষবাচক শব্দসমূহ উহাদের স্ত্রীবাচক শব্দসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(ঘ) ব্যক্তি বলিতে নিগমিত সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

কার্যাদি

২। পরিচালকগণ, কোম্পানীর কার্যারম্ভের ক্ষেত্রে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১৫০ ধারা কর্তৃক আরোপিত বাধা-নিষেধ ততদুর মানিয়া চলিবেন যতদুর তাহা কোম্পানীর উপর বাধ্যতামূলক হয়।

শেয়ার

৩। কোম্পানীর সংঘস্মারকে কোন বিধান থাকিলে তাহা সাপেক্ষে, এবং কোম্পানীর বিদ্যমান শেয়ার হোল্ডারগণকে ইতিপূর্বে বিশেষ প্রতিকার প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোন কোম্পানী বিশেষ সিদ্ধান্ত দ্বারা সময় সময় যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেরূপে-

(ক) অগ্রাধিকার (preference) শেয়ার, বিলম্বিত (deferred) শেয়ার বা অন্যান্য বিশেষ অধিকার সম্পন্ন শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে;

(খ) লভ্যাংশ, ভোটদান, শেয়ার-মুলধন ফেরত বা অন্য কোন বিষয়ে বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে;

(গ) অগ্রাধিকার শেয়ার এই শর্তে ইস্যু করিতে পারিবে যে, ইহা পুনরুদ্ধার করা হইবে অথবা কোম্পানীর ইচ্ছানুযায়ী (at the option) তাহা পুনরুদ্ধারযোগ্য হইবে।

৪। (১) কোন কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনকে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারে বিভক্ত করা হয় তখন অনুরূপভাবে বিভক্ত কোন শ্রেণীর শেয়ারের সহিত সম্পৃক্ত অধিকারসমূহ, উক্ত শ্রেণীর শেয়ার ইস্যুর শর্তে অন্যরূপ কিছু না থাকিলে, এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ৭১-এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত শ্রেণীর ইস্যুকৃত শেয়ারের তিন-চতুর্থাংশ শেয়ার হোল্ডারগণের লিখিত সম্মতিক্রমে অথবা তাহাদের একটি পৃথক সাধারণ সভার বিশেষ সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুমোদনক্রমে পরিবর্তন করা যাইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পৃথক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানসমূহের সাধারণ সভা সম্পর্কিত বিধানাবলী, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, প্রযোজ্য হইবে; এবং সভার প্রয়োজনীয় কোরামের জন্য এইরূপ দুই ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে যাহারা উক্ত শ্রেণীর ইস্যুকৃত শেয়ারের অন্ততঃ একতৃতীয়াংশের ধারক বা প্রক্সির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি।

৫। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১৪৮ এবং ১৫১ এর বিধানাবলী যতদূর শেয়ার বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, কোম্পানীর কোন শেয়ার বরাদ্দের ক্ষেত্রে, পরিচালকগণ উক্ত বিধানাবলী ততদুর মানিয়া চলিবেন, এবং কোন শেয়ারে চাঁদা দানের জন্য জনসাধারণের নিকট প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে, উক্ত শেয়ারের নামিক মূল্যের (Nominal value) কমপক্ষে শতকরা পাঁচ ভাগ অর্থ শেয়ারের আবেদনের সহিত জমা করিতে হইবে মর্মে একটি শর্ত যোগ করা না হইলে উক্ত প্রস্তাব করা যাইবে না।

৬। কোম্পানীর সদস্য বহিতে যাহাদের নাম সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বিনামূল্যে কোম্পানীর সাধারণ সীল-মোহরাংকিত এমন একটি সার্টিফিকেট পাইবার অধিকারী হইবেন যাহাতে উক্ত ব্যক্তির শেয়ারের সংখ্যা এবং তজ্জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণের ক্ষেত্রে একাধিক সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে কোম্পানী বাধ্য থাকিবে না এবং উক্তরূপ শেয়ারহোল্ডারগণের এক বা একাধিক শেয়ারের জন্য তাহাদের যে কোন একজনের বরাবরে ইস্যুকৃত একটি মাত্র সার্টিফিকেট সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে।

৭। যে ক্ষেত্রে কোন শেয়ার সার্টিফিকেট বিকৃত (Defaced), হারাইয়া বা বিনষ্ট হইয়া যায় সেক্ষেত্রে-অনধিক পাঁচ টাকা ফিস, যদি ধার্য থাকে, প্রদান করা হইলে, এবং পরিচালকগণ উহার প্রমাণ ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে যেরূপ শর্ত আরোপ করেন তাহা পূরণ করা হইলে উক্ত সার্টিফিকেট নতুনরূপে ইস্যু করা যাইবে।

৮। কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ধারা ৫৮ এর বিধানে যতটুকু অনুরোদিত হইয়াছে ততটুকু ব্যতীত, কোন কোম্পানী উহার শেয়ার ক্রয় বাবদ অথবা উহার শেয়ার জামানত রাখিয়া ঋণ প্রদানে উক্ত কোম্পানীর তহবিল বা উহার কোন অংশ ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৯। (১) নিম্নবর্ণিত শেয়ারগুলির মূল্য বাবদ প্রদেয় সকল অর্থ এবং উহাদের উপর প্রদেয় লভ্যাংশের উপর কোম্পানীর পূর্বস্বত্ব থাকিবে, যথা:-

(ক) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হইয়াছে এইরূপ শেয়ার ব্যতীত অন্যান্য সকল শেয়ার মূল্য তাহা তাৎক্ষণিকভাবে (presently) প্রদেয় হউক বা না হউক, নির্দিষ্ট সময়ান্তে তলব করা হয় বা পরিশোধযোগ্য হয়; এবং

(খ) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হইয়াছে এইরূপ শেয়ার ব্যতীত অন্যান্য যে সকল শেয়ার কোন ব্যক্তির একক নামে নিবন্ধিত থাকে এবং যাহার মূল্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার সম্পত্তি হইতে কোম্পানীকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রদেয়।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত যে কোন শেয়ারকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোম্পানীর পরিচালকগণ এই প্রবিধানের আওতা বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

১০। কোম্পানীর পূর্বস্বত্ব রহিয়াছে এইরূপ যে কোন শেয়ার উক্ত কোম্পানী, উহার পরিচালকগণের মতে যে পদ্ধতি উপযুক্ত হয় সেই পদ্ধতিতে, বিক্রয় করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে উক্ত শেয়ারের মূল্য বাবদ কিছু নগদ অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে কোম্পানীকে প্রদেয় না হইলে এবং;

উক্ত নগদ অর্থ দাবী করিয়া, আপাততঃ নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারকে কিংবা তাহার মৃত্যু বা দেওলিয়াত্বের কারণে যিনি উক্ত শেয়ারের অধিকারী হন তাহাকে উক্ত আইনের দাবী সম্বলিত লিখিত নোটিশ প্রদানের পর চৌদ্দ দিন অতিবাহিত না হইলে, উক্ত শেয়ার উক্তরূপে বিক্রয় করা চলিবে না।

১১। (১) কোম্পানীর পূর্বস্বত্ব থাকার কারণে প্রবিধান ১০ এর অধীনে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে যে নগদ অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে প্রদেয় হয় তাহা প্রথমে মিটাইতে হইবে এবং বাকী অর্থ বিক্রয়ের তারিখের পূর্বে উক্ত শেয়ারের উপর কোম্পানীর পূর্বস্বত্ব থাকিলে তাহা মিটানো সাপেক্ষে, যে ব্যক্তি বিক্রয়ের তারিখে উক্ত শেয়ারের অধিকারী ছিলেন তাহাকে প্রদান করিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ বিক্রয়কালে যিনি শেয়ার ক্রয় করেন তাহার নাম শেয়ার হোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবে; এবং শেয়ার বিক্রয় বাবদ পর্যাপ্ত অর্থ কিরূপে ব্যয় করা হয় তদবিষয়ে তাহার কোন কিছু বলার বা করার অধিকার থাকিবে না বা শেয়ার বিক্রয় কার্যক্রমে কোন অনিয়ম বা অবৈধতার কারণে উক্ত শেয়ারহোল্ডারের স্বত্ব কোনরূপে ক্ষুণ্ন হইবে না।

শেয়ার বাবদ অর্থ তলব

১২। পরিচালকগণ সময়ে সময়ে সদস্যগণের শেয়ারের অপরিশোধিত মূল্য তলব করিতে পারিবেন, তবে উক্ত শেয়ারের নামিক মূল্যের এক চতুর্থাংশের অধিক মূল্য তলব করা যাইবে না অথবা সর্বশেষ তলবের অন্যূন এক মাসের মধ্যে তাহা পরিশোধযোগ্য হইবে না; এবং প্রত্যেক সদস্য তাহার শেয়ারের উপর তলবকৃত মূল্য ১৪ দিনের একটি নোটিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে, নির্ধারিত সময়ে কোম্পানীকে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৩। যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণ যৌথভাবে এবং এককভাবে (Jointly and severally) উক্ত শেয়ারের তলবী মূল্য পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৪। কোন শেয়ারের মূল্য তজ্জন্য নির্ধারিত তারিখে কিংবা তৎপূর্বে পরিশোধ করা না হইলে, উক্ত তারিখের পরবর্তী যে সময় উহা পরিশোধ করা হইবে উক্ত সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত অর্থ বাবদ শতকরা পাঁচভাগ হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে; তবে পরিচালকগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত সুদ সম্পূর্ণ বা আংশিক মকুফ করিতে পারিবেন।

১৫। কোন শেয়ারের মূল্য পরিশোধ বা উহার কিস্তি প্রদান বাবদ তলবকৃত অর্থ শেয়ার ইস্যুর শর্তাবলীতে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করা না হইলে, উহা আদায়ের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানমালার সুদ আদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৬। বিভিন্ন শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট শেয়ার ইস্যুর সময়, পরিচালকগণ তলবী মূল্যের পরিমাণ এবং উহা পরিশোধের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা রাখিতে পারিবেন।

১৭। কোন শেয়ার হোল্ডার তাহার শেয়ারের অতলবকৃত ও অপরিশোধিত মূল্যের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ অগ্রিম পরিশোধ করিতে চাহিলে, পরিচালকগণের ইচ্ছানুযায়ী (at their option) গ্রহণ করা যাইবে, এবং কোম্পানীর সাধারণ সভায় অনুমোদন ব্যতিরেকে, উক্ত অগ্রিম কোম্পানীকে নগদ প্রদেয় না হওয়া পর্যন্ত শেয়ারহোল্ডার এবং পরিচালকগণের মধ্যে সমঝোতা (arrangement) মোতাবেক উহার উপর অনূর্ধ শতকরা ছয়ভাগ হারে সুদ প্রদান করা যাইবে।

শেয়ার হস্তান্তর এবং স্বত্বান্তর, ইত্যাদি

১৮। শেয়ার হস্তান্তর-দলিল উহার হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তরগ্রহীতা উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত হইবে এবং সদস্য-বহিতে হস্তান্তর গ্রহীতার নাম লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শেয়ার বিক্রেতাই শেয়ারহোল্ডার বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৯। নিম্নে বিধৃত ছকে কিংবা প্রচলিত সদৃশ ছকে কিংবা পরিচালকগণ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন সদৃশ ছকে (ফরম) কোম্পানীর শেয়ারসমূহ হস্তান্তর করা যাইবে, যথা-

শেয়ার হস্তান্তরের ছক

(ক) হস্তান্তরকারীর পূর্ণ নাম, ঠিকানা . . . . . .

(খ) হস্তান্তর গ্রহীতার পূর্ণ নাম, ঠিকানা . . . . . .

(গ) হস্তান্তরের পদ্ধতি (বিক্রয়/দান ইত্যাদি) . . . . . .

(ঘ) যে শেয়ারগুলি হস্তান্তরিত হইতেছে উহাদের সংখ্যা . . . .

(ঙ) উহাদের নম্বর . . . . . .

(চ) পণ এর পরিমাণ . . . . . .

আমি/আমরা (হস্তান্তরকারী) . . . . . (নাম ও ঠিকানা) . . . . কোম্পানী লিমিটেডের . . . . . .টি শেয়ার, ... যাহার/যাহাদের নম্বর . . . . . হইতে . . . . . আপনি/আপনাদের (হস্তান্তর গ্রহীতা) . . . . . (নাম/ঠিকানা) এর নিকট হইতে . . . . . টাকা (বা অন্য কিছু) পণস্বরূপ বুঝিয়া পাইয়া উক্ত শেয়ার/শেয়ারগুলি এতদ্বারা আপনার/আপনাদের নিকট বিক্রয় বা অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমে হস্তান্তর করিলাম এবং তজ্জন্য উক্ত পণ বুঝিয়া পাইলাম।

হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত হস্তান্তরকারীর উপর প্রযোজ্য ছিল সেগুলি হস্তান্তরগ্রহীর উপর প্রযোজ্য হইবে এবং হস্তান্তরগ্রহীতা বা তাহার প্রতিনিধি/নির্বাহক/প্রশাসক/স্বত্ব নিয়োগী সেই শর্তে ঐগুলির ধারক হইবেন।

উপরোক্ত শর্তে আমরা উভয় পক্ষ এতদ্বারা এই হস্তান্তর দলিলে অদ্য . . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখে স্বাক্ষরদান করিলাম।

. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .
(হস্তান্তরকারী)	(হস্তান্তর গ্রহীতা)
হস্তান্তরের সাক্ষী	হস্তান্তরের সাক্ষী
. . . . . (নাম, ঠিকানাসহ)	. . . . . (নাম, ঠিকানাসহ)

ঠিকানাসহ . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

২০। (১) সম্পূর্ণ পরিশোধিত শেয়ার ব্যতীত অন্য কোন শেয়ার কোন ব্যক্তির নামে নিবন্ধন করিতে বা কোম্পানীর পূর্বস্বত্ব রহিয়াছে এইরূপ শেয়ারের হস্তান্তর নিবন্ধন করিতে পরিচালকগণ অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(২) পরিচালকগণ প্রতি বৎসর কোম্পানীর গতানুগতিক (Ordinary) সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অব্যাবহিত একুশ দিন পূর্বকালীন সময়ের জন্য হস্তান্তর নিবন্ধন স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(৩) শেয়ার হস্তান্তরের আবেদনের সহিত-

(ক) কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত অনধিক দশ টাকা হস্তান্তর ফিস কোম্পানীর নিকট পরিশোধ করা না হইলে,

(খ) সংশ্লিষ্ট শেয়ার সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিয়া দেওয়া না হইলে, এবং

(গ) পরিচালকগণ শেয়ার বিক্রেতার শেয়ারে তাহার অধিকারের সমর্থনে যেরূপ প্রমাণাদি প্রয়োজনীয় বলিয়া যুক্তিসংগতভাবে মনে করেন সেইরূপ প্রমানাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, কোম্পানীর পরিচালকগণ উক্ত শেয়ার হস্তান্তরকে স্বীকৃতিদান করিতে নাও পারেন বা উক্ত হস্তান্তরের নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

(৪) পরিচালকগণ এই প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী কোন শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলে বা উহাকে স্বীকৃতিদান না করিলে তৎসম্পর্কে আবেদনপত্র দাখিলের দিন হইতে পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে শেয়ার হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তরগ্রহীতাকে নোটিশ দ্বারা অবহিত করিবেন।

২১। কোন শেয়ারের একক ধারকের মৃত্যু ঘটিলে উক্ত শেয়ারহোল্ডারের নির্বাহক বা প্রশাসক, এবং দুই বা ততোধিক ধারক থাকিলে এবং তাহাদের কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, অন্যান্য ধারক বা মৃত ব্যক্তির নির্বাহক বা প্রশাসক উক্ত শেয়ারের একমাত্র স্বত্ববান ব্যক্তি বলিয়া কোম্পানী কর্তৃক স্বীকৃত হইবেন।

২২। (১) কোন শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যু, বা দেউলিয়াত্ব না ঘটিলে, তিনি তাহার শেয়ার যেরূপ হস্তান্তর করিতে পারিতেন, তাহার মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের ফলে, কোন ব্যক্তি উক্ত শেয়ারের স্বত্ববান হইলে এবং পরিচালকগণের মতে সময়ে সময়ে, প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করা হইলে, সেই ব্যক্তি মূল শেয়ারহোল্ডারদের ন্যায় সেই একইরূপে উক্ত শেয়ারের জন্য একজন সদস্য হিসাবে নিবন্ধিকৃত হওয়ার কিংবা উক্ত শেয়ার হস্তান্তর করার অধিকারী হইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত হস্তান্তরকে স্বীকৃতিদান না করা বা উহার নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান বা স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে পরিচালকগণ প্রবিধান ২০ অনুসারে সেই একই অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন যে অধিকার উক্ত মূল শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের পূর্বে উক্ত শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইত।

২৩। কোন শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের কারণে কোন ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হইলে তাহার নাম সদস্য হিসাবে নিবন্ধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত, কোম্পানীর সভা সংক্রান্ত ব্যাপারে, উক্ত শেয়ারের ধারক সদস্য হিসাবে কোন অধিকার প্রয়োগ ব্যতিত, তিনি উক্ত শেয়ারের লভ্যাংশ এবং অন্যান্য সুবিধা লাভের অধিকারী হইবেন।

শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ

২৪। কোন সদস্য তলবী শেয়ারের মূল্য বা উহার কিস্তি এতদুদ্দেশ্যে ধার্যকৃত দিনে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, উক্ত দিনের পর যে কোন সময়ে, পরিচালকগণ উক্ত অপরিশোধিত মূল্য বা উহার কিস্তির অংশবিশেষ সুদসহ পরিশোধ করিবার জন্য তাহাকে নোটিশের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

২৫। নোটিশের দ্বারা ধার্যকৃত তারিখে অথবা তদপূর্বে তলবকৃত মূল্য পরিশোধ করা না হইলে শেয়ারটি যে বাজেয়াপ্তিযোগ্য হইবে তাহাও উক্ত নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে এবং বাজেয়াপ্তির উদ্দেশ্যে অপর একটি তারিখ ধার্য করিয়া দিতে হইবে, তবে মূল্য বা কিস্তি পরিশোধের জন্য ধার্যকৃত তারিখের পর হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে বাজেয়াপ্তির জন্য কোন তারিখ ধার্য করা যাইবে না।

২৬। নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশ পালিত না হইলে যে শেয়ার সম্পর্কে উক্ত নোটিশ প্রদত্ত হইয়াছিল সংক্রান্ত অপরিশোধিত অর্থ ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে নোটিশে উল্লেখিত অর্থ পরিশোধের পূর্বে পরিচালকগণ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উক্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

২৭। পরিচালকগণের মতে উপযুক্ত শর্তে এবং পদ্ধতিতে যে কোন বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার বিক্রয় বা অন্য সব বিলিবন্দেজ (dispose of) করা যাইবে, তবে এইরূপে বিক্রয় বা বিলিবন্দেজের পূর্বে পরিচালকগণ যে শর্ত বা পদ্ধতিতে উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ শর্ত ও পদ্ধতিতে উক্ত বাজেয়াপ্তকরণ বাতিল করিতে পারিবেন।

২৮। যে কোন ব্যক্তির কোন শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হইলে উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে, তাহার সদস্যপদের অবসান হইবে, তবে শেয়ার বাজেয়াপ্তির তারিখে যে পরিমাণ অর্থ কোম্পানীকে উক্ত শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক নগদে প্রদেয় ছিল তিনি তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং বিক্রয় বা বিলিবন্দেজকালে শেয়ারের নামিক মূল্যের (nominal value) পূর্ণ অর্থ কোম্পানীকে প্রদান করা হইলে উক্ত ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের অবসান ঘটিবে।

২৯। (১) যদি কোন শেয়ারের বাজেয়াপ্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে সত্যাখ্যানকৃত (verified) এইরূপ একটি লিখিত ঘোষণাপত্র থাকে যাহাতে এই মর্মে উল্লেখ থাকে যে, ঘোষণাকারী ব্যক্তি কোম্পানীর একজন পরিচালক এবং ঘোষণায় বর্ণিত তারিখে কোম্পানীর শেয়ারটি বিধিসম্মতভাবে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, তবে এইরূপ ঘোষণাপত্র উক্ত শেয়ারের দাবীদার সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে শেয়ারটির বাজেয়াপ্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোন বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ারের বিক্রয় বা বিলিবন্দেজকালে উক্ত ঘোষণাপত্র থাকিলে এবং শেয়ারের বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির রশিদ কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইলে তিনি উক্ত শেয়ারের স্বত্বাধিকারী হইবেন এবং তাহার নাম শেয়ারহোল্ডার হিসাবে শেয়ার নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে যে ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হইবেন, শেয়ার বিক্রয়ের অর্থ ব্যবহার সম্পর্কে তাহার কোন দায়-দায়িত্ব থাকিবে না, তবে বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার বিক্রয় বা বিলিবন্দেজ কার্যক্রমে কোন অনিয়ম বা ত্রুটি থাকার কারণে উক্ত ব্যক্তির অধিকার কোনভাবে ক্ষুণ্ন হইবে না।

৩০। কোন শেয়ার ইস্যুর শর্তানুযায়ী নির্ধারিত তারিখে উক্ত শেয়ারের মূল্য বা উহার Premium বাবদ পরিশোধযোগ্য অর্থ পরিশোধ করা না হইলে, উহার ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী সেই একইভাবে প্রযোজ্য হইবে যেরূপে উক্ত বিধানাবলী যথাযথভাবে তলবকৃত ও নোটিশ-প্রদত্ত শেয়ার বাজেয়াপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

শেয়ারকে ষ্টক-এ রূপান্তর

৩১। পরিচালকগণ সাধারণ সভার পূর্বানুমতি লইয়া কোন পরিশোধিত শেয়ারকে ষ্টক-এ এবং যে কোন ষ্টককে যে কোন অংকের পরিশোধিত শেয়ারে রূপান্তর করিতে পারিবেন।

৩২। কোন শেয়ার ষ্টকে রূপান্তর হওয়ার পূর্বে যে পদ্ধতিতে ও শর্তাধীনে এবং যে সকল প্রবিধান সাপেক্ষে উক্ত রূপান্তর করা হইয়াছিল সেই পদ্ধতিতে, শর্তাধীনে এবং প্রবিধান অনুসারে বা যথাসম্ভব ঐ পদ্ধতি, শর্ত ও প্রবিধান অনুসারে ষ্টক হোল্ডারগণ তাহাদের ষ্টক বা উহার কোন অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন; তবে কোম্পানীর পরিচালকগণ হস্তান্তরযোগ্য ষ্টকের ন্যূনতম পরিমাণ, উক্ত ষ্টক যে শেয়ার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে উহার নামিক মূল্যের পরিমাণ পর্যন্ত, নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত নির্ধারিত ষ্টকের হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধও করিতে পারিবেন।

৩৩। ষ্টকহোল্ডারগণ তাহাদের ষ্টকের পরিমাণ অনুসারে লভ্যাংশ, কোম্পানীর সভায় ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং অন্যান্য বিষয়ে এইরূপ সুযোগ পাইবেন যেন, যে শেয়ার হইতে উক্ত ষ্টক-অংশ (aliquote part of stock) উদ্ভূত হইয়াছে, তিনি সেই শেয়ারের মালিক, কিন্তু কোম্পানীর লভ্যাংশ ও মুনাফার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যতীত এইরূপ কোন বিশেষ সুবিধা তাহাকে দেওয়া যাইবে না যাহা উক্ত রূপান্তরের পূর্বে উক্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রদেয় ছিল না।

৩৪। কোম্পানীর যে সকল প্রবিধান, শেয়ার ওয়ারেন্ট সংক্রান্ত প্রবিধান ব্যতীত, পরিশোধিত শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেইগুলি ষ্টক-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং সকল প্রবিধানে ''শেয়ার'' ও ''শেয়ারহোল্ডার'' শব্দগুলিতে যথাক্রমে 'ষ্টক' ও 'ষ্টকহোল্ডার' শব্দগুলি অন্তর্ভূক্ত গণ্য করিতে হইবে।

শেয়ার ওয়ারেন্ট

৩৫। (১) কোম্পানী শেয়ার ওয়ারেন্ট ইস্যু করিতে পারিবে এবং তদনুযায়ী পরিচালকগণ তাহাদের ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে (discretion) সম্পূর্ণ পরিশোধিত শেয়ারের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিকৃত কোন ব্যক্তির লিখিত আবেদনক্রমে এবং স্বাক্ষরদাতার পরিচিতি সম্পর্কে পরিচালকগণের মতে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় স্বাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রত্যায়িত হইলে এবং শেয়ারের ব্যাপারে সার্টিফিকেট থাকিলে তাহা এবং ওয়ারেন্টের উপর ধার্যকৃত ষ্ট্যাম্প ডিউটিযুক্ত থাকিলে তাহা এবং পরিচালকগণ তাহাদের মতে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত ফিস গ্রহণ করিয়া এবং কোম্পানীর সীলমোহরযুক্ত করিয়া ও যথাযথ ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া উক্ত ওয়ারেন্ট ইস্যু করিতে পারেন।

(২) উক্ত ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হইলে উহাতে উল্লেখ করিতে হইবে যে, অত্র ওয়ারেন্টধারীকে উহাতে উল্লেখিত শেয়ার বাবদ কোন লভ্যাংশ বা অন্যবিধ অর্থ কুপনের মাধ্যমে বা অন্যভাবে পরিশোধের ব্যবস্থা করা যাইবে।

৩৬। শেয়ার ওয়ারেন্টধারী ওয়ারেন্টে উল্লিখিত শেয়ারের অধিকারী হইবেন এবং শেয়ার অর্পণের (delivery) দ্বারা সংশ্লিষ্ট শেয়ার হস্তান্তর করা যাইবে এবং তৎক্ষেত্রে কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর বা স্বতান্তর (transmission) সংক্রান্ত প্রবিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

৩৭। শেয়ার ওয়ারেন্টধারী তাহার ওয়ারেন্ট বাতিলের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর নিকট সমর্পণক্রমে (surrender) এবং পরিচালকগণ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ পরিশোধক্রমে উক্ত ওয়ারেন্টে অন্তর্ভুক্ত শেয়ারের ব্যাপারে তাহার নাম সদস্য বহিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করাইবার অধিকারী হইবেন।

৩৮। শেয়ার ওয়ারেন্টধারী যে কোন সময়ে তাহার ওয়ারেন্ট কোম্পানীর অফিসে জমা দিতে পারিবেন, এবং যতদিন উহা এইরূপে জমা থাকিবে ততদিন, উক্ত জমাদানকারী জমাদানের পূর্বদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, কোম্পানীর কোন সভা আহবানের রিকুইজিশনে স্বাক্ষর করা এবং সভায় যোগদান, ভোটদান ও সদস্য হিসাবে অন্যান্য সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে এইরূপ অধিকারী হইবেন যেন জমা দেওয়া ওয়ারেন্টে অন্তর্ভুক্ত শেয়ারের শেয়ারহোল্ডার হিসাবে তাহার নাম সদস্য বহিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তবে কোম্পানী একাধিক ব্যক্তিকে শেয়ার ওয়ারেন্ট জমাদানকারী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিবে না এবং দুই দিনের লিখিত নোটিশ পাইলে জমাদানকারীকে তাহার শেয়ার ওয়ারেন্ট ফেরৎ দিবে।

৩৯। এই তফসিলের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কোন শেয়ার ওয়ারেন্টধারী কোম্পানীর কোন সভা আহবানের রিকুইজিশনে স্বাক্ষর করিবেন না অথবা কোম্পানীর কোন সভায় যোগদান বা ভোটদান বা সদস্য হিসাবে কোন সুবিধা গ্রহণ করিবেন না অথবা কোম্পানীর কোন নোটিশ পাইবার অধিকারী হইবেন না, তবে কোন শেয়ার ওয়ারেন্টধারী অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই একই বিশেষ সুবিধাদি ও সুযোগ লাভের অধিকারী হইবেন যেন ওয়ারেন্টে অন্তর্ভুক্ত শেয়ারের শেয়ারহোল্ডার হিসাবে সদস্য বহিতে সদস্য হিসাবে তাহার নাম লিপিবদ্ধ আছে এবং তিনি কোম্পানীর একজন সদস্য।

৪০। পরিচালকগণ সময়ে সময়ে উপযুক্ত মনে করিলে বিকৃত, হারানো বা নষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত শেয়ার ওয়ারেন্ট বা কুপন নবায়নকল্পে নতুন শেয়ার ওয়ারেন্ট বা কুপন ইস্যু করার ব্যাপারে প্রযোজ্য শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

মূলধনের পরিবর্তন

৪১। কোম্পানীর সাধারণ সভার অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিচালকগণ শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি এবং বর্ধিত শেয়ার মূলধনকে নির্দিষ্ট মূল্যমানের শেয়ারে বিভাজন করিতে পারিবেন।

৪২। কোম্পানীর শেয়ার মূলধন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের নির্দেশ সাপেক্ষে, নতুন শেয়ার ইস্যুর পূর্বে যে সকল ব্যক্তি শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাবদানের তারিখে নোটিশ পাইবার অধিকারী ছিলেন তাহাদিগকে তাহাদের বিদ্যমান শেয়ারের মূল্যের আনুপাতিক হারে শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাব দিতে হইবে। এইরূপ প্রস্তাব নোটিশের দ্বারা দিতে হইবে, এবং উক্ত নোটিশে শেয়ারের সংখ্যা এবং উহা গ্রহণের সময়সীমাসহ উল্লেখ করিতে হইবে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে শেয়ার গৃহীত না হইলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া অবহিত হওয়ার পর কিংবা গ্রাহক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া অবহিত করার পর পরিচালকগণ তাহাদের বিবেচনামত কোম্পানীর জন্য সর্বাধিক লাভজনক পন্থায়, উক্ত শেয়ারের বিলি ব্যবস্থা করিবেন। পরিচালকগণের মতে যদি কোন নূতন শেয়ার উক্ত অনুপাতের কারণে এই প্রবিধানের অধীনে সুবিধাজনকভাবে বিক্রয়ের প্রস্তাব করা না যায়, তাহা হইলে পরিচালকগণ এইরূপ শেয়ারও কোম্পানীর জন্য সর্বাধিক লাভজনক পন্থায় বিলি ব্যবস্থা করিবেন।

৪৩। তলবী অর্থের পরিশোধ, পূর্বস্বত্ব, হস্তান্তর, স্বতান্তর, বাজেয়াপ্তকরণ এবং অন্যবিধ ক্ষেত্রে, আদি শেয়ার মূলধনের শেয়ার সম্পর্কে যে বিধানসমূহ প্রযোজ্য হয়, নতুন শেয়ারগুলির ক্ষেত্রেও সেই একই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪৪। কোম্পানী উহার সাধারণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে-

(ক) কোম্পানীর মূলধন একীভূতকরণ করিতে এবং উহাকে বর্তমান শেয়ারমূল্য অপেক্ষা উচ্চতর মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত করিতে পারিবে।

(খ) বিদ্যমান শেয়ারসমূহ বা উহার যে কোন সংখ্যক শেয়ারকে পুনঃবিভাজিত করিয়া, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৫৩ ধারার (১) উপ-ধারার (ঘ) দফার বিধান সাপেক্ষে, সংঘস্মারক দ্বারা নির্ধারিত মূলধনের সম্পূর্ণকে বা উহার অংশ বিশেষকে ক্ষুদ্রতর মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত করিতে পারিবে;

(গ) কোন শেয়ার, যাহা সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখে কোন ব্যক্তি গ্রহণ করেন নাই বা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই তাহা, বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

৪৫। কোম্পানী বিশেষ সিদ্ধান্ত দ্বারা আইনানুগ যে কোন পদ্ধতিতে এবং কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া সাপেক্ষে এবং আইনতঃ প্রয়োজনীয় সম্মতি সাপেক্ষে উহার শেয়ার মূলধন হ্রাস করিতে পারিবে।

সাধারণ সভা

৪৬। কোম্পানীর সংবিধিবদ্ধ সাধারণ সভা (statutory general meeting) কোম্পানী আইন, ১৯১৪ এর ৮৩ ধারায় নির্দেশিত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

৪৭। কোম্পানী নিগমিত হওয়ার তারিখ হইতে ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে এবং অতঃপর প্রতি বৎসর কমপক্ষে একটি সাধারণ সভা হইবে, যাহা কোনক্রমেই পূর্ববর্তী সর্বশেষ সাধারণ সভা হইতে পনর মাসের অধিক সময়ের পরে হইবে না; এবং উক্ত সভা কোম্পানী কর্তৃক সাধারণ সভায় নির্ধারিত স্থানে হইবে।

৪৮। উপরোল্লিখিত সাধারণ সভাগুলি নিয়মিত (Ordinary) সাধারণ সভা হিসাবে অভিহিত হইবে; অন্যান্য সকল সাধারণ সভা অসাধারণ (extraordinary) সভা হিসাবে অভিহিত হইবে।

৪৯। পরিচালকগণ উপযুক্ত মনে করিলে, কোন বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন এবং রিকুইজিশন পাইলেও তাহাদিগকে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে হইবে অথবা তাহা করা হইলে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৮৪ ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী উক্ত রিকুইজিশনকারীগণ কর্তৃক উক্ত সভা আহবান করা যাইবে। যদি কোন সময়ে কোরাম গঠনের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিচালক বাংলাদেশে উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে যে কোন পরিচালক অথবা কোম্পানীর যে কোন দুইজন সদস্য, পরিচালকগণের সভা যেভাবে আহবান করা যায় যতদূর সম্ভব সেই একইভাবে, বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

৫০। কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ৮৭ ধারার (২) উপ-ধারার বিশেষ সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত বিধান সাপেক্ষে, সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য অন্ততঃ চৌদ্দ দিনের একটি নোটিশ জারী করিতে হইবে; এই চৌদ্দ দিন গণনার ক্ষেত্রে, যেদিন নোটিশ জারীকৃত বা জারীকৃত বলিয়া গণ্য হয় সেই দিন বাদ যাইবে, তবে সভা অনুষ্ঠানের দিনটি উক্ত চৌদ্দ দিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে; উক্ত নোটিশে সভার তারিখ ও সময় নির্ধারিত করিয়া এবং কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে উক্ত কার্যের সাধারণ প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া অতঃপর বর্ণিত পদ্ধতিতে অথবা অন্য যে পদ্ধতি (যদি থাকে) কোম্পানীর সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে সেই পদ্ধতিতে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন অথবা কোম্পানীর সংঘবিধি অনুযায়ী, যে সকল ব্যক্তি কোম্পানীর নিকট হইতে নোটিশ পাওয়ার অধিকারী সেই সকল ব্যক্তির নিকট উক্ত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে; তবে দৈবক্রমে কোন সদস্যের নিকট নোটিশ প্রদান করিতে ভুল হইলে কিংবা কোন সদস্য উক্ত নোটিশ না পাইলে, কোন সাধারণ সভায় কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

৫১। বিশেষ সাধারণ সভায় যে সকল কার্য সম্পাদিত হয় তাহা বিশেষ কার্য বলিয়া অভিহিত হইবে, তবে লভ্যাংশের অনুমোদন, হিসাবপত্র, ব্যালান্স শীট এবং পরিচালকগণ ও নিরীক্ষকগণের সাধারণ প্রতিবেদন বিবেচনা, পালাক্রমে অবসরগ্রহণকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের স্থানে পরিচালক ও কর্মকর্তা নির্বাচন এবং হিসাব নিরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক নির্ধারণ বিশেষ কার্য হিসাবে অভিহিত হইবে না।

৫২। কোন সাধারণ সভায় কোন কার্য সম্পাদন করা যাইবে না, যদি উক্ত সভায় কার্য আরম্ভ হওয়ার সময় কোরাম না থাকে, তবে এই তফসিলে যে বিধান করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে ব্যতিরেকে প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে দুইজন সদস্য এবং অন্য যে কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে পাঁচজন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিলে কোরাম হইয়া যাইবে।

৫৩। যদি সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের অর্ধ ঘন্টার মধ্যে কোরাম না হয়, তাহা হইলে সদস্যগণের রিকুইজিশনের ভিত্তিতে আহুত সভার ক্ষেত্রে সভাটি ভংগ হইয়া যাইবে। অন্য যে কোন ক্ষেত্রে এই সভা পরবর্তী সপ্তাহের এই দিনে একই সময়ে এবং একই স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মূলতবী হইয়া যাইবে এবং মূলতবীকৃত সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের অর্ধ ঘন্টার মধ্যে কোরাম না হয়, তাহা হইলে উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা কোরাম গঠিত হইবে।

৫৪। পরিচালনা পরিষদ তাহাদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন, যিনি কোম্পানীর প্রত্যেক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, একই ব্যক্তি চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা-পরিচালক হইবেন না।

৫৫। যদি সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের পর ত্রিশ মিনিটের মধ্যে চেয়ারম্যান উক্ত সভায় উপস্থিত না হন, তাহা হইলে উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে কোন একজনকে উক্ত সভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিয়া লইবেন।

৫৬। কোন সভায় কোরাম হইলে উক্ত সভার সম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান সময়ে সময়ে এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন এবং তিনি যদি সভা কর্তৃক অনুরূপ নির্দেশিত না হন, তাহা হইলে অবশ্যই সভা মূলতবী করিবেন; কিন্তু যে পর্যায় হইতে সভার মূলতবী সূচনা হইয়াছিল সেই পর্যায়ের পরবর্তী কার্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য কোন মূলতবী সভায় সম্পাদন করা যাইবে না। যখন কোন সভা দশ বা ততোধিক দিনের জন্য মূলতবী করা হয়, তখন মূল সভার যেরূপ নোটিশ প্রদান করা হইয়াছিল মূলতবীকৃত সভার জন্যও সেইরূপ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে ব্যতীত, সভা মূলতবীকৃত অথবা মূলতবীকৃত সভায় সম্পাদিতব্য কার্য সম্পর্কে কোন নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

৫৭। যে কোন সাধারণ সভায় ভোটে প্রদত্ত কোন প্রস্তাবের উপর সদস্যগণের হস্ত উত্তোলন দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; যদি হস্ত উত্তোলনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পূর্বে বা ঘোষিত হওয়ার সংগে সংগে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৮৫ ধারার (১) উপ-ধারার (গ) দফার বিধান অনুযায়ী উক্ত প্রস্তাবের উপর আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণ (Poll) দাবী করা না হয়, তবে হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে অথবা প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে বা একটি বিশেষ সংখ্যাধিক্য দ্বারা গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে মর্মে চেয়ারম্যান ঘোষণা করিলে এবং কোম্পানীর কার্যবিবরণী বহিতে তাহা লিপিবদ্ধ থাকিলে, প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কত ভোট লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ইহার সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরেকেই, উহা এতদ্বিষয়ক প্রকৃত অবস্থার চূড়ান্ত সাক্ষ্য হইবে।

৫৮। যদি আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণ দাবী করা হয়, তাহা হইলে চেয়ারম্যান যেভাবে নির্দেশ দিবেন সেইভাবে ভোট গ্রহণ করা হইবে এবং ভোটের ফলাফল যে সভায় ভোট গ্রহণ দাবী করা হইয়াছিল সেই সভার সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৯। হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমেই হউক, বা আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের মাধ্যমেই হউক, কোন বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা সমান হইলে, যে সভায় উক্তরূপ ভোট প্রদত্ত হয় সেই সভায় সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

৬০। সভাপতির নির্বাচন বা সভা মূলতবীর ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণ দাবী করা হইলে তাহা অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হইবে। অন্য যে কোন প্রশ্নে ঐরূপ ভোট গ্রহণ দাবী করা হইলে তাহা সভার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে গ্রহণ করিতে হইবে।

সদস্যগণের ভোট

৬১। ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত প্রত্যেক সদস্য হস্ত উত্তোলন করিয়া একটি ভোট দিতে পারিবেন। আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক সদস্য তাহার প্রতি শেয়ারের জন্য অথবা প্রতি একশত টাকার ষ্টকের জন্য একটি ভোট দিতে পারিবেন।

৬২। যৌথ হোল্ডারগণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে হউক বা প্রক্সির মাধ্যমে হউক, অন্যান্য যৌথ হোল্ডারগণের ভোট বাদ দিয়া জ্যেষ্ঠ (সিনিয়র) হোল্ডারের ভোট গ্রহণ করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সদস্যগণের নাম সদস্য-বহিতে যে ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ আছে সেই ক্রমানুসারে তাহাদের জ্যেষ্ঠতা নিরূপিত হইবে।

৬৩। মানসিকভাবে অসুস্থ (unsoundmind) কোন সদস্য অথবা উন্মাদ (Junatic) বলিয়া ঘোষণা করার এখিতয়ারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক উন্মাদ মর্মে ঘোষিত কোন সদস্য তাহার জন্য নিযুক্ত কমিটি বা আইনানুগ অভিভাবকের মাধ্যমে হস্ত উত্তোলন করিয়া বা অন্যবিধভাবে ভোট প্রদান করিতে পারেন; এবং এইরূপ যে কোন কমিটি বা অভিভাবক ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রক্সির মাধ্যমেও ভোট দিতে পারিবেন।

৬৪। যদি কোন শেয়ার বাবদ সকল তলবী বা অন্য অর্থ, যাহা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদেয় তাহা, পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে কোন সদস্য উক্ত শেয়ারের ভিত্তিতে সাধারণ সভায় ভোটদানের অধিকারী হইবেন না।

৬৫। আনুষ্ঠানিক ভোটের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাইতে পারে, তবে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৮৬ ধারার বিধান অনুযায়ী পরিচালকগণ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকিলে, কোন সদস্য-কোম্পানী (member-company) প্রক্সির মাধ্যমে ভোট প্রদান করিবেন না।

৬৬। যে দলিল দ্বারা প্রক্সি নিয়োগ করা হয় তাহা নিয়োগকারীর নিজ স্বাক্ষরে অথবা যথাযথভাবে লিখিত ক্ষমতা প্রদত্ত তাহার এটর্নীর স্বাক্ষরে নিয়োগ করিতে হইবে অথবা নিয়োগকার যদি একটি নিগমিত সংস্থা হয় তাহা হইলে উহার সাধারণ সীলমোহরের মাধ্যমে অথবা সেই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন কর্মকর্তা বা এটর্নীর স্বাক্ষরে নিয়োগ করিতে হইবে।

৬৭। যে দলিল দ্বারা প্রক্সি নিয়োগ করা হয় তাহা এবং আম-মোক্তারনামা (পাওয়ার অব এটর্নী) অথবা কর্তৃত্ব প্রদানকারী অন্যকোন দলিল যদি থাকে, যাহার বলে ইহা স্বাক্ষরিত হয় অথবা নোটারী পাবলিক কর্তৃক উক্ত আম-মোক্তারনামা বা কর্তৃত্ব প্রদানকারী দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি কোম্পানীর নিবন্ধনকৃত কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে, তবে উক্ত নিয়োগ, দলিলে প্রক্সি হিসাবে উল্লেখিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সভার অন্যূন আটচল্লিশ ঘন্টা পূর্বে উহা জমা না দিলে উক্ত দলিল বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৬৮। প্রক্সি-নিয়োগ দলিলটি নিম্নলিখিত ছকে অথবা পরিচালকগণ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যে কোন সদৃশ ছকে প্রণীত হইবে:-

আমি কোম্পানী লিমিটেড, ঠিকানা
(জেলা ইত্যাদি) জনাব ঠিকানা
কে তারিখে অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানী লিমিটেড এর নিয়মিত/বিশেষ সাধারণ সভায় অথবা প্রয়োজনে মূলতবী সভায় আমার জন্য এবং আমার পক্ষ হইতে ভোট প্রদান করার জন্য এতদ্বারা প্রক্সি নিযুক্ত করিলাম।

(সদস্য নং বা (উল্লেখ করুন)
অন্যান্য পরিচিতি নং
শেয়ার নং তারিখ স্বাক্ষর

৬৯। পরিচালকগণের সংখ্যা এবং কোম্পানীর প্রথম পরিচালকগণের নাম নিরূপিত হইবে সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারীগণের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা এবং এইরূপ নিরূপণ লিখিত থাকিবে।

৭০। আপততঃ বলবৎ আইনের কোন বিধান (যদি থাকে) সাপেক্ষে, পরিচালকগণের পারিশ্রমিক সময় সময় কোম্পানীর সাধারণ সভায় নিরূপিত হইবে।

৭১। কোন কোম্পানীর পরিচালকের যোগ্যতা হিসাবে উক্ত কোম্পানীতে তাহার একটি শেয়ার থাকিতে হইবে এবং কোম্পানী আইন, ১৯১৪ এর ৯৭ ধারার বিধান মান্য করা তাহার কর্তব্য হইবে।

পরিচালকের ক্ষমতা ও কর্তব্য

৭২। কোম্পানীর ব্যবসা বা কার্যাবলী কোম্পানীর পরিচালকগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং তাহারা কোম্পানীর গঠন ও নিবন্ধনের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন; এবং কোম্পানী আইন ১৯৯৪ অথবা এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী কোম্পানী কর্তৃক উহার সাধারণ সভার মাধ্যমে যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগের বিধান করা হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পরিচালকগণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে; তবে এই ক্ষমতা এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধান এবং কোম্পানীর সাধারণ সভায় নির্ধারিত বিধান অনুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু সাধারণ সভা এমন বিধান করিতে পারিবে না যাহা উক্ত আইন বা এই প্রবিধানমালার সহিত সংগতিপূর্ণ নয়।

৭৩। পরিচালকগণ সময় সময় তাহাদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা ম্যানেজার পদে নিয়োগ করিতে পারিবেন, এবং নিয়োগের শর্ত ও পারিশ্রমিক, যাহা বেতন অথবা লভ্যাংশে অংশগ্রহণ অথবা ঐসবের সম্মিলিত পদ্ধতিতে হইতে পারে, তাহা সম্পর্কে তাহারা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে, নির্ধারিত হইবে। এইরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন পরিচালক তাহার পদে বহাল থাকাকালে পর্যায়ক্রমিক অবসর গ্রহণ সাপেক্ষ হইবেন না বা পর্যায়ক্রমিক অবসর গ্রহণের সময় গণনার উদ্দেশ্যে উক্ত পদে বহাল থাকার মেয়াদ গণনা করা হইবে না; তবে যদি তিনি কোন কারণে পরিচালক পদে বহাল না থাকেন অথবা কোম্পানীর সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা ম্যানেজারের পদের পরিসমাপ্ত হোক তাহা হইলে তাহার নিয়োগ ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিসমাপ্তি সাপেক্ষ হইবে।

৭৪। শেয়ার মূলধন ইস্যুর মাধ্যমে ব্যতীত অন্যভাবে কোম্পানীর জন্য আপাততঃ ঋণকৃত বা আহরিত অর্থের অপরিশোধিত অংশের পরিমাণ কোন সময়ই, কোম্পানীর সাধারণ সভার অনুমোদন ব্যতীত, ইস্যুকৃত শেয়ার মূলধনের অধিক হইবে না।

৭৫। পরিচালকগণ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর বিধানাবলী যথাযথভাবে মানিয়া চলিবেন, এবং বিশেষতঃ কোম্পানীর সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এইরূপ বন্ধক বা চার্জ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিবন্ধন, পরিচালকগণের তালিকা বহি রক্ষণাবেক্ষণ, রেজিষ্ট্রারের নিকট সদস্যদের বার্ষিক তালিকা প্রেরণ এবং তৎসংক্রান্ত বিবরণাদির সারাংশ, শেয়ার মূলধন একীভূতকরণ অথবা উহা বৃদ্ধি সংক্রান্ত নোটিশ, শেয়ারকে ষ্টকে রূপান্তর এবং বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুলিপি এবং পরিচালক বহির অনুলিপি এবং ঐগুলিতে যে কোন পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন নোটিশ এই সবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলী মানিয়া চলিবেন।

৭৬। (১) পরিচালকগণ নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর প্রণীত কার্যবিবরণী এতদুদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন-

(ক) পরিচালকগণ কর্তৃক সকল কর্মকর্তা নিয়োগ;

(খ) পরিচালকগণের প্রত্যেক সভায় উপস্থিত পরিচালকগণের নাম এবং যে কোন কমিটির সদস্যগণের নাম; এবং

(গ) কোম্পানীর কমিটিসমূহ, এবং পরিচালকগণের কমিটিসমূহের সকল সভার সিদ্ধান্ত ও কার্যবিবরণী।

(২) পরিচালক সভায় অথবা তাহাদের কোন কমিটির সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্য সংশ্লিষ্ট বহিতে নাম স্বাক্ষর করিবেন।

সীলমোহর

৭৭। পরিচালক পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে ক্ষমতা প্রদত্ত না হইলে, কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর কোন দলিলে অংকিত করা যাইবে না; এবং কমপক্ষে দুইজন পরিচালক, যাহাদের একজন হইবেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী (যে নামেই অভিহিত হউন), এবং সচিব বা অনুরূপ অন্য ব্যক্তি, যাহাকে পরিচালকগণ তদুদ্দেশ্যে নিয়োগ করিয়াছেন, এর সম্মুখে ব্যতীত, কোম্পানীর উক্ত সীল কোন আইনগত দলিলে অংকিত করা যাইবে না, এবং উল্লিখিত দুইজন পরিচালক এবং সেক্রেটারী অথবা পূর্বোক্ত অন্য কোন ব্যক্তি যে আইনগত দলিলে কোম্পানীর এইরূপ সীল অংকিত করা হয় উহার প্রত্যেকটিতে তাহাদের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করিবেন।

পরিচালকের অযোগ্যতা

৭৮। কোন পরিচালকের পদ শূন্য হইবে, যদি উক্ত পরিচালক-

(ক) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৯৭ ধারায় (১) উপ-ধারার বিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতামূলক শেয়ার অর্জন করিতে ব্যর্থ হন বা পরবর্তীতে তিনি উক্ত শেয়ারগুলির ধারক না থাকেন; অথবা

(খ) উপযুক্ত এখ্তিয়ারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ বলিয়া ঘোষিত হন; অথবা

(গ) দেউলিয়া ঘোষিত (adjudged) হন; অথবা

(ঘ) তাহার শেয়ারের মূল্য তলব করার পর ছয় মাসের মধ্যে তলবের অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা ম্যানেজার, অথবা আইন বা কারিগরী উপদেষ্টা অথবা ব্যাংকার হিসাবে ব্যতীত, কোম্পানীর সাধারণ সভার অনুমোদন না লইয়া কোম্পানীর অধীনে কোন লাভজনক পদ (office of profit) গ্রহণ করেন বা উক্ত পদে বহাল থাকেন; অথবা

(চ) পর পর তিনটি পরিচালক সভায় পরিচালক পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(ছ) কোম্পানীর নিটক হইতে ঋণ গ্রহণ করেন; অথবা

(জ) কোম্পানীর সহিত এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হন যাহা কোন মুনাফার সহিত সংশ্লিষ্ট হয় বা উক্ত মুনাফায় তিনি অংশগ্রহণ করেন; অথবা

(ঝ) ছয় মাসের অধিক কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানীর কোন পরিচালক এর পদ শুধু এই কারণে শূন্য হইবে না যে, তিনি অন্য কোন কোম্পানীর সদস্য থাকা অবস্থায় উহা প্রথমোক্ত কোম্পানীর সহিত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে, অথবা উক্ত কোম্পানীর জন্য উহার পরিচালক হিসাবে তিনি কোন কাজ করিয়াছেন, তবে কোন পরিচালক অনুরূপ কোন চুক্তি বা কাজের ক্ষেত্রে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না এবং যদি তিনি এইরূপ ভোট প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহার এই ভোট গণনা করা হইবে না হিসাবে ধরা যাইবে না।

পরিচালকগণের আবর্তন

৭৯। কোম্পানীর প্রথম সাধারণ সভায় সকল পরিচালক তাহাদের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং পরবর্তীতে প্রতি বৎসর সাধারণ সভায় এক-তৃতীয়াংশ পরিচালক অথবা যদি বিদ্যমান পরিচালকগণের সংখ্যা তিন কিংবা তিনের গুণিতক না হয়, তাহা হইলে এক-তৃতীয়াংশের সর্বনিকটবর্তী সংখ্যক পরিচালক তাহাদের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

৮০। পরিচালকগণের মধ্যে যাহারা তাহাদের পদে সর্বশেষ নির্বাচনের সময় হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী সময় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহারা প্রতি বৎসর অবসর গ্রহণ করিবেন; তবে যে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিগণ একই দিনে পরিচালক হইয়াছিলেন সেক্ষেত্রে, তাহাদের মধ্যে কাহারা অবসর গ্রহণ করিবেন তৎসম্পর্কে তাহারা যদি নিজেদের মধ্যে মতৈক্যে না পৌঁছেন তাহা হইলে বিষয়টি লটারীর মাধ্যমে নিরূপিত হইবে।

৮১। অবসরগ্রহণকারী পরিচালক পুনরায় নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

৮২। যে সাধারণ সভায় কোন পরিচালক উপরি উক্তরূপে অবসরগ্রহণ করেন সেই সাধারণ সভায় কোম্পানী উক্ত শূন্য পদে কোন ব্যক্তিকে পরিচালক নির্বাচিত করিয়া উহা পূরণ করিতে পারিবেন।

৮৩। যে সভায় পরিচালকের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল সেই সভায় যদি অবসরগ্রহণকারী পরিচালকগণের পদ পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত সভা পরবর্তী সপ্তাহের একই দিন একই সময় এবং একই স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য মূলতবী হইয়া যাইবে এবং যদি মূলতবী সভায় উক্ত পরিচালকগণের শূন্য পদ পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে অবসরগ্রহণকারী পরিচালকগণ অথবা তাহাদের মধ্যে যাহাদের পদ পূরণ করা হয় নাই তাহারা তাহাদের পদে উক্ত মূলতবী সভায় পুনঃনির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৮৪। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৯০ এবং ৯১ ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, কোম্পানী সময়ে সময়ে ইহার সাধারণ সভায় পরিচালকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবে এবং কিরূপ সময়ের আবর্তনে বর্ধিত বা হ্রাসকৃত সংখ্যক পরিচালক পদ শূন্য হইবে তাহাও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৮৫। পরিচালক পরিষদের কোন পদে সাময়িক শূন্যতা দেখা দিলে তাহা পরিচালকগণ কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে; কিন্তু অনুরূপভাবে মনোনীত কোন ব্যক্তি যে এইরূপে অবসরগ্রহণ করিবেন, যেন তিনি যে পরিচালকের স্থলে মনোনীত হইয়াছেন সেই পরিচালক যে তারিখে সর্বশেষ পরিচালক নির্বাচিত হইয়াছিলেন সেই একই তারিখে তিনিও পরিচালক হইয়াছিলেন। এইরূপ পরিচালক বিকল্প-পরিচালক নামে অভিহিত হইবেন।

৮৬। পরিচালকগণ যে কোন সময়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোন ব্যক্তিকে অতিরিক্ত পরিচালক হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্তী নিয়মিত সাধারণ সভায় তাহার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন; তবে উক্ত সভায় তিনি একজন অতিরিক্ত পরিচালক হিসাবে কোম্পানী কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হইবেন।

৮৭। কোম্পানী অসাধারণ সিদ্ধান্ত দ্বারা যে কোন পরিচালককে তাহার পদের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে অপসারণ করিতে পারিবে এবং সাধারণ সিদ্ধান্তের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার স্থলে নিয়োগ করিতে পারিবে; অনুরূপভাবে পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এইরূপে অবসরগ্রহণ করিবেন যেন তিনি যে পরিচালকের স্থলে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই পরিচালক যে তারিখে সর্বশেষ পরিচালক নির্বাচিত হইয়াছিলেন সেই একই তারিখে তিনিও পরিচালক হইয়াছিলেন।

পরিচালকগণের কার্যবিবরণী

৮৮। পরিচালকগণ যেরূপে উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপে একত্রে কার্যনির্বাহ করার জন্য সভায় মিলিত হইতে, সভা মূলতবী করিতে এবং অন্যভাবে তাহাদের সভা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। কোন সভায় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বিষয়টি সংখ্যাধিক্যের ভোটে নিরূপিত হইবে; এবং বিষয়টির পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হইলে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে। কোন পরিচালক যে কোন সময় পরিচালকগণের সভা আহবান করিতে পারিবেন এবং কোন পরিচালক এতদুদ্দেশ্যে কোন ফরমায়েস দিলে সচিব অবশ্যই সভা আহবান করিবেন।

৮৯। পরিচালকগণের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কোরাম সংখ্যা পরিচালকগণ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং যদি এইরূপ নির্ধারিত না থাকে তাহা হইলে যে ক্ষেত্রে পরিচালকের সংখ্যা তিনের অধিক হয় সেক্ষেত্রে কোরাম সংখ্যা হইবে তিন।

৯০। পরিচালক পরিষদে কোন পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও, পদে বহাল আছেন এমন অন্যান্য পরিচালকগণ কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন; কিন্তু যদি এবং যে পর্যন্ত তাহাদের সংখ্যা কোম্পানীর দ্বারা প্রণীত বিধান দ্বারা বা উক্ত বিধান অনুসারে পরিচালকগণের কোরাম হিসাবে নির্ধারিত সংখ্যা অপেক্ষা কম থাকে সে ক্ষেত্রে এবং সে পর্যন্ত পদে বহাল পরিচালকগণ উক্ত সংখা পর্যন্ত পরিচালকগণের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা কোম্পানীর সাধারণ সভা আহবান করিবার উদ্দেশ্যে কাজ চালাইতে পারিবেন, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যের জন্য নয়।

৯১। চেয়ারম্যানের কার্যকাল কতদিন হইবে তাহা পরিচালকগণ স্থির করিবেন।

৯২। পরিচালকগণ তাহাদের যে কোন ক্ষমতা তাহাদের বিবেচনা মতে তাহাদের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কোন কমিটির উপর অর্পণ করিতে পারিবেন; এইরূপে গঠিত যে কোন কমিটি উক্ত অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকগণ কর্তৃক তাহাদের উপর আরোপিত যে কোন শর্ত ও বিধান মানিয়া চলিবে।

৯৩। কমিটি উহার সভার জন্য একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিতে পারিবে; যদি এইরূপ কোন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হন অথবা যদি কোন সভায় সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পর ত্রিশ মিনিটের মধ্যে চেয়ারম্যান উপস্থিত না হন, তাহা হইলে উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিতে পারিবেন।

৯৪। কমিটি যেরূপ উপযুক্ত মনে করে সেইরূপে সভায় মিলিত হইতে এবং সভা মূলতবী করিতে পারিবে এবং কোন সভায় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যের ভোটে নিরূপিত হইবে এবং বিষয়টির পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হইলে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

৯৫। পরিচালকগণের সভা বা পরিচালক কমিটির সভা কর্তৃক অথবা পরিচালক হিসাবে যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্য, পরবর্তী সময়ে অনুরূপ কোন পরিচালক অথবা অনুরূপভাবে কার্য সম্পাদনকারী কোন ব্যক্তির নিয়োগে ত্রুটি রহিয়াছে অথবা তাহারা বা তাহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি অযোগ্য ছিলেন ইহা উদ্ঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ বৈধ হইবে যেন অনুরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যথাযথভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরিচালক হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

লভ্যাংশ এবং রিজার্ভ

৯৬। কোম্পানী উহার সাধারণ সভায় লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু কোন লভ্যাংশের পরিমাণ পরিচালকগণ কর্তৃক সুপারিশকৃত অর্থের অতিরিক্ত হইবে না। কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইলে উহা ঘোষণার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত দুই মাসের মেয়াদ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যদি-

(ক) লভ্যাংশের অর্থ গ্রহণ করার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ থাকে; অথবা

(খ) শেয়ারহোল্ডারের নিকট হইতে কোম্পানীর কোন পাওনা অর্থের বিপরীতে উক্ত লভ্যাংশ আইনানুগভাবে কোম্পানী কর্তৃক সমন্বয় সাধন করা হয়।

৯৭। পরিচালকগণ সময় সময় সদস্যদিগকে এইরূপ অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবেন, যাহা তাহাদের নিকট কোম্পানীর মুনাফার ভিত্তিতে ন্যায়সংগত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৯৮। সংশ্লিষ্ট বৎসরের মুনাফা অথবা অন্য কোন অবণ্টনকৃত মুনাফা ব্যতিরেকে অন্য কোন অর্থ হইতে লভ্যাংশ প্রদান করা যাইবে না।

৯৯। লভ্যাংশের ব্যাপারে বিশেষ অধিকারসম্পন্ন শেয়ারের অধিকারী ব্যক্তিগণের অধিকার, (যদি থাকে) সাপেক্ষে, সকল প্রকার লভ্যাংশ শেয়ার এর পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী ঘোষণা করা এবং প্রদান করা হইবে; কিন্তু যদি এবং যে পর্যন্ত কোম্পানীর কোন শেয়ারের বাবদই কোন অর্থ পরিশোধ করা না হইয়া থাকে, তবে শেয়ারের নামিক মূল্যের পরিমাণ অনুযায়ী লভ্যাংশ ঘোষণা এবং প্রদান করা যাইবে। তলব করার আগে কোন শেয়ারের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ যাহার সুদ দিতে হইবে, তাহা এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে শেয়ারের জন্য পরিশোধিত অর্থ হিসাবে গণ্য হইবে না।

১০০। কোন লভ্যাংশের সুপারিশ করার পূর্বে পরিচালকগণ যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ অর্থ পরিচালকগণের ইচ্ছানুযায়ী ভবিষ্যত ঘটনাসাপেক্ষ খরচ মিটানোর জন্য, অথবা লভ্যাংশের মধ্যে সমতা বিধানের জন্য, অথবা কোম্পানীর মুনাফা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় এইরূপ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক বা একাধিক রিজার্ভ হিসাবে পৃথক করিয়া রাখিতে পারেন, এবং এইরূপ প্রয়োগ স্থগিত রাখিয়া তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কোম্পানীর ব্যবসায়ে লাগাইতে অথবা পরিচালকগণ সময়ে সময়ে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারিবেন।

১০১। যদি কতিপয় ব্যক্তি কোন শেয়ারের যৌথ শেয়ারহোল্ডাররূপে নিবন্ধিকৃত হন, তাহা হইলে তাহাদের যে কোন একজন অনুরূপ কোন শেয়ারের উপর প্রদেয় লভ্যাংশ-প্রাপ্তির ব্যাপারে কার্যকর প্রাপ্তি রশিদ দিতে পারিবেন।

১০২। ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ লভ্যাংশের জন্য নোটিশ অতঃপর উল্লিখিত পন্থায়, নোটিশে উল্লিখিত শেয়ারের অধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

১০৩। কোন লভ্যাংশের উপর কোম্পানী কর্তৃক সুদ প্রদেয় হইবে না।

হিসাব পত্র

১০৪। পরিচালকগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে যথাযথ হিসাব-বহি রক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন, যথা:-

(ক) কোম্পানী কর্তৃক প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত সকল অর্থ এবং যে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে অর্থ প্রাপ্তি এবং অর্থ ব্যয় ঘটে;

(খ) কোম্পানী কর্তৃক সকল পণ্যের ক্রয় এবং বিক্রয়;

(গ) কোম্পানীর পরিসম্পদ ও দায়-দেনাসমূহ;

(ঘ) অধিক ব্যয়-হিসাব (cost-accounts) যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১০৫। হিসাব-বহিসমূহ কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে অথবা পরিচালকগণের মতে উপযুক্ত অন্য কোন স্থানে রাখিতে হইবে এবং ঐগুলি অফিস চলাকালীন সময়ে পরিচালকগণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

১০৬। পরিচালক নহেন এইরূপ কোন সদস্যের পরিদর্শনের জন্য কোম্পানীর হিসাবপত্র এবং বহিসমূহ অথবা উহাদের যে কোনটি উন্মুক্ত রাখা হইবে কিনা এবং উহাদের কতটুকু অংশ কোন কোন সময়ে এবং স্থানে এবং কোন কোন শর্ত অথবা বিধান সাপেক্ষে ঐগুলি উন্মুক্ত রাখা হইবে তাহা পরিচালকগণ সময়ে সময়ে স্থির করিবেন; এবং পরিচালক ব্যতীত অন্য কোন সদস্য কোম্পানীর কোন হিসাব বা বহি বা দলিল, আইন অথবা পরিচালকগণ বা কোম্পানীর সাধারণ সভা কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে ব্যতীত, পরিদর্শন করার অধিকারী হইবেন না।

১০৭। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১৮৩ এবং ১৮৪ ধারার বিধান মোতাবেক পরিচালকগণ সাধারণ সভায় উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে উক্ত ধারাসমূহে উল্লিখিত কোম্পানীর লাভ ও ক্ষতির হিসাব অথবা আয়-ব্যয়ের হিসাব, ব্যালেন্স শীট এবং প্রতিবেদন তৈরী করার ব্যবস্থা করিবেন।

১০৮। (১) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১৮৫ ধারার (২) উপ-ধারায় উল্লিখিত বিষয়াবলী ছাড়াও লাভ এবং ক্ষতির হিসাবে সর্বাধিক সুবিধাজনক শিরোনামের অধীনে, সর্বমোট আয়ের পরিমাণ, এবং ব্যাংক কোম্পানীর ক্ষেত্রে, নিরীক্ষকগণের সন্তুষ্টিমতে অনাদায়যোগ্য (bad debts) এবং সন্দেহপূর্ণ ঋণ এর জন্য ব্যবস্থিত অর্থ বাদ দিয়া উক্ত আয় যে কতিপয় উৎস হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে উহার পৃথক পৃথক বর্ণনা দিয়া, এবং সংস্থাপন (establishment) বেতন ও অন্যান্য অনুরূপ বিষয়াবলী সংক্রান্ত খরচ স্বতন্ত্রভাবে সুবিন্যস্ত করিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) বৎসরে আয়ের উপর সঠিকভাবে খরচ ধরা যায় এইরূপ খরচের প্রত্যেক পদ উক্ত হিসাবে প্রদর্শন করিতে হইবে, যাহাতে লাভ ও ক্ষতির একটি সঠিক অবস্থা সাধারন সভায় উপস্থাপন করা যায়; এবং যে ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ বৎসরে কোন পদের অধীনে কত খরচ ন্যায়সংগতভাবে কয়েকটি বৎসরের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় সেইক্ষেত্রে ঐরূপ পদের অধীনে প্রদর্শিত সম্পূর্ণ অর্থ উল্লেখ করিতে হইবে এবং কেন এইরূপ খরচের কেবলমাত্র একটি অংশ উক্ত বৎসরের বিপরীতে খরচ ধরা হইয়াছে তাহার কারণও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১০৯। প্রত্যেক বৎসর একটি ব্যালান্স শীট প্রণয়ন করিতে হইবে এবং উহা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে। ব্যালান্স শীট এমন একটি তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রণীত যেন উক্ত তারিখ সাধারণ সভার তারিখের পূর্ববর্তী নয় মাসের মধ্যে পড়ে। কোম্পানীর বিষয়াদির অবস্থা এবং যে পরিমাণ অর্থ পরিচালকগণ লভ্যাংশ হিসাবে সুপারিশ করিতে চাহেন তাহা এবং যে পরিমাণ অর্থ (যদি থাকে) সংরক্ষিত তহবিলে (রিজার্ভ ফান্ড) রাখিয়া দিতে চাহেন তৎসম্পর্কে তাহারা একটি প্রতিবেদন ব্যালেন্সশীটের সহিত সংযোজিত করিবে।

১১০। উক্ত ব্যালেন্সশীট এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি সাধারণ সভার নোটিশ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট সাধারণ সভায় নোটিশ যে পদ্ধতিতে প্রেরণ করিতে হয়, সেই পদ্ধতিতে, উক্ত সভার একুশ দিন পূর্বে প্রেরণ করিতে হইবে।

১১১। পরিচালকগণ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১৮১ হইতে ১৯১ পর্যন্ত ধারাসমূহের বিধানাবলী মানিয়া চলিবেন।

নিরীক্ষা

১১২। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ২১২ এবং ২১৩ ধারা অনুসারে নিরীক্ষকগণকে নিয়োগ করিতে হইবে এবং তদনুসারে তাহাদের কর্তব্য নিয়ন্ত্রিত হইবে।

নোটিশ

১১৩। কোন সদস্যকে কোম্পানী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার নিবন্ধিকৃত ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে অথবা বাংলাদেশে তাহার কোন নিবন্ধিকৃত ঠিকানা না থাকিলে নোটিশ প্রেরণের জন্য কোম্পানীর নিকট তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত তাহার বাংলাদেশের ঠিকানায় নোটিশ প্রেরণ করা যাইতে পারে।

১১৪। যদি কোন সদস্যের বাংলাদেশে কোন নিবন্ধিকৃত ঠিকানা না থাকে এবং তাহার নিকট নোটিশ প্রেরণের জন্য তিনি কোম্পানীকে বাংলাদেশের ভিতরে তাহার কোন ঠিকানা সরবরাহ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার সর্বশেষ জানা ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিয়া একটি নোটিশ এবং কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচারিত কোন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে; উক্ত বিজ্ঞাপন যে তারিখে প্রকাশিত হয় সেই তারিখে তাহার নিকট উক্ত নোটিশ যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, বলিয়া গণ্য হইবে।

১১৫। কোন শেয়ারের যৌথ ধারকের ক্ষেত্রে সদস্য তালিকায় যাহার নাম প্রথমে লিখিত থাকে তাহার নিকট নোটিশ প্রদান করিয়া যৌথ ধারকগণের নিকট নোটিশ প্রদান করা যাইবে।

১১৬। কোন সদস্যের মৃত্যু হওয়া বা দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার ফলে তাহার শেয়ারের স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট তাহাদের নামে অথবা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী স্বত্বনিয়োগী (assignee) বা প্রতিনিধিগণের নিকট অথবা দেউলিয়ার স্বত্বনিয়োগীর নিকট অথবা অনুরূপ পরিচয়ের কোন লোকের নিকট অথবা অনুরূপ দাবীদার ব্যক্তি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত বাংলাদেশের কোন ঠিকানায় (যদি থাকে) মাশুল পরিশোধিত ডাকযোগে নোটিশ দেওয়া যাইতে পারে; তবে এইরূপ কোন ঠিকানা সরবরাহ করা না হইলে উক্ত নোটিশ যদি উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু না ঘটিত বা তিনি দেউলিয়া ঘোষিত না হইতেন তাহা হইলে যেরূপ পদ্ধতিতে দেওয়া যাইত সেইরূপ কোন পদ্ধতিতে নোটিশ দেওয়া যাইবে।

১১৭। প্রত্যেক সাধারণ সভার নোটিশ এতদপূর্বে অনুমোদিত কোন পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রদান করিতে হইবে:

(ক) কোম্পানীর শেয়ার ওয়ারেন্টের ধারকগণসহ উহার প্রত্যেক সদস্য, তবে যে সকল সদস্যের বাংলাদেশে নিবন্ধিকৃত ঠিকানা নাই এবং তাহাদের নিকট নোটিশ প্রদানের জন্য কোম্পানীর নিকট উহা সরবরাহ করা হয় নাই সেই সকল সদস্য ব্যতীত এবং

(খ) মৃত্যু না ঘটিলে বা দেউলিয়া ঘোষিত না হইলে সভার নোটিশ পাওয়ার অধিকারী হইতেন এইরূপ সদস্যের মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের কারণে তাহার শেয়ারের অধিকারী হইয়াছেন বা নিয়ন্ত্রণ লাভ করিয়াছেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি।

তফসিল-২

(ধারা ৩৪৮ এবং ৩৬৩ দ্রষ্টব্য)

রেজিষ্ট্রারকে প্রদেয় ফিসের তালিকা

		ফিসের পরিমাণ
১।	শেয়ার-মূলধন সম্পন্ন কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় ফিস :-	
	(১) কোম্পানীর নামিক শেয়ার-মূলধন অনধিক বিশ হাজার টাকা হইলে উহা নিবন্ধনের জন্য	টাকা ১২০.০০
	(২) কোম্পানীর নামিক শেয়ার-মূলধন বিশ হাজার টাকার অধিক হইলে উহা নিবন্ধনের জন্য উপরিউক্ত ১২০.০০ টাকা ফিস ছাড়াও নামিক মূলধনের পরিমাণ অনযায়ী নিম্নবির্ণত হারে অতিরিক্ত ফিস দিতে হইবে:-	
	(ক) প্রথম বিশ হাজার টাকার উর্দ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রতি দশ হাজার টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ফিস .	৬০.০০
	(খ) প্রথম পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্দ্ধে দশলক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতি দশ হাজার টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ফিস	১৫.০০
	(গ) প্রথম দশ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতি দশ হাজার টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ফিস	৮.০০
	(ঘ) প্রথম পঞ্চশ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে যে কোন পরিমাণ টাকা পর্যন্ত প্রতি এক লক্ষ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ফিস . .	১৫.০০
	(৩) কোম্পানীর নিবন্ধনের পর বর্ধিত শেয়ার-মূলধন নিবন্ধনের জন্য একই হারে ফিস প্রদেয় হইবে যেন কোম্পানী নিবন্ধনের সময়ই বর্ধিত শেয়ার মূলধন মূল শেয়ার মূলধনের অংশ ছিল।	
	(৪) নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই আইনে যে সকল কোম্পানীকে ফিস প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে সেই সকল কোম্পানী ব্যতীত, যে কোন বিদ্যমান কোম্পানী নিবন্ধনের জন্য সেই পরিমাণ ফিস প্রদেয় হইবে, যাহা একটি নতুন কোম্পানী নিবন্ধনের জন্য প্রদেয় হয়।	

(৫) রিসিভার কর্তৃক রেজিষ্ট্রারের নিকট যে সংঘ-স্মারক বা যে সারাংশ কিংবা কোম্পানী অবলুপ্তির ক্ষেত্রে লিকুইডেটর কর্তৃক রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রয়োজনীয় যে বিবৃতি দাখিল করিতে হয় তাহা ব্যতীত, এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত যে কোন দলিল দাখিলের জন্য ফিস . . ২০.০০

(৬) এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত কোন কিছু রেজিষ্ট্রার কর্তৃক লিপিবদ্ধ করানোর জন্য ফিস . . ২০.০০

(৭) বন্ধক, ডিবেঞ্চার ও চার্জ নিবন্ধনের জন্য ফিস-

(ক) বন্ধক বা ডিবেঞ্চার কিংবা চার্জের দ্বারা নিশ্চয়তা বিধানকৃত (secured) অর্থের মোট পরিমাণ অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা হওয়ার ক্ষেত্রে ফিস ৫০.০০

(খ) প্রথম পাঁচ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ফিস .. ৪০.০০

(গ) প্রথম পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে যে কোন পরিমাণ টাকা পর্যন্ত, প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ফিস .. ২০.০০

(ঘ) বন্ধক ও চার্জের নিবন্ধন বহি পরিদর্শনের ফিস .. ১০.০০

(ঙ) রিসিভার নিয়োগ নিবন্ধনের ফিস ২০.০০

(৮) বন্ধক বা ডিবেঞ্চার কিংবা চার্জ প্রথমবার নিবন্ধনের পর নিশ্চয়তা বিধানকৃত অর্থ বর্ধিত হইলে বর্ধিত যে কোন অর্থ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য একই হারে ফিস প্রদেয় হইবে; যেন বর্ধিত অর্থ মূল অর্থের অংশ ছিল।

২। শেয়ার-মূলধনবিহীন কোন কোম্পানী এবং ধারা ২৮ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের ভিত্তিতে নিবন্ধিকৃত কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় ফিস:-

(১) সংঘবিধি অনুসারে কোন কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা

অনধিক ২০ সদস্য হইলে, উক্ত কোম্পানী ২০০.০০
নিবন্ধনের ফিস .. ..

(২) সংঘবিধি অনুসারে কোন কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা ২০ এর অধিক কিন্তু ১০০ এর অনধিক না হইলে, উক্ত কোম্পানী নিবন্ধনের ফিস .. ৫০০.০০

(৩) সংঘবিধি অনুসারে কোন কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা ১০০ এর অধিক কিন্তু অসীমিত বলিয়া উহাতে উল্লিখিত না থাকিলে, উক্ত কোম্পানী নিবন্ধনের জন্য উপরোক্ত ৫০০.০০ টাকা ফিস এবং তৎসহ প্রথম ১০০ জন সদস্যের পর হইতে প্রতি ১০০ কিংবা ১০০ এর কম সংখ্যক সদস্যের জন্য ফিস ৫০.০০

(৪) সংঘবিধিতে কোন কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা অসীমিত বলিয়া উল্লেখ থাকিলে উক্ত কোম্পানীর নিবন্ধনের জন্য ফিস ১৫০০.০০

(৫) কোম্পানী নিবন্ধিকরণের পর উহার সদস্য বর্ধিত হইলে, উক্ত বৃদ্ধি নিবন্ধনের জন্য উপরের ক্রমিক নং (১), (২), (৩) ও (৪) এ নির্ধারিত হারে ফিস প্রদেয় হইবে, যেন কোম্পানী নিবন্ধনের সময় বর্ধিত সংখ্যা সংঘবিধিতে উল্লিখিত ছিল:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কোম্পানীকে উহার সদস্য সংখ্যার ব্যাপারে কোম্পানী প্রথম নিবন্ধনের সময় প্রদত্ত ফিস হিসাবে ধরিয়া সর্বসাকুল্যে ১৫০০.০০ টাকার অধিক ফিস প্রদান করিতে হইবে না।

(৬) নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে যে সকল কোম্পানীকে ফিস প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে সেই সকল কোম্পানী ব্যতীত যে কোন বিদ্যমান কোম্পানী নিবন্ধনের জন্য সেই পরিমাণ ফিস প্রদেয় হইবে, যাহা একটি নতূন কোম্পানী নিবন্ধনের জন্য প্রদেয় হয়।

(৭) রিসিভার কর্তৃক রেজিষ্ট্রারের নিকট যে সংঘ-স্মারক বা যে সারাংশ কিংবা কোম্পানী অবলুপ্তির ক্ষেত্রে লিকুইডেটর কর্তৃক রেজিস্ট্রারের নিকট প্রয়োজনীয় যে বিবৃতি দাখিল করিতে হয় তাহা ব্যতীত, এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত যে কোন দলিল দাখিলের জন্য ফিস

(ক) সংঘ-স্মারকের জন্য ১০০.০০

	(খ) অন্যান্য দলিলের জন্য	১০.০০
	(৮) এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত কোন বিষয় রেজিষ্ট্রার কর্তৃক লিপিবদ্ধকরণের জন্য ফিস:-	২০.০০
	(৯) বন্ধক, ডিবেঞ্চার ও চার্জ নিবন্ধনের জন্য:-	
	(ক) বন্ধক বা ডিবেঞ্চার বা চার্জের দ্বারা নিশ্চয়তা বিধানকৃত অর্থের মোট পরিমাণ অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা হওয়ার ক্ষেত্রে ফিস ..	৫০.০০
	(খ) প্রথম পাঁচ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা বা উহার অংশবিশেষের জন্য ফিস ..	৪০.০০
	(গ) প্রথম পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে যে কোন পরিমাণ টাকা পর্যন্ত, প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা বা উহার অংশবিশেষের জন্য ফিস ..	২০.০০
	(ঘ) বন্ধক ও চার্জের নিবন্ধন বহি পরিদর্শনের ফিস	১০.০০
	(ঙ) রিসিভার নিয়োগ নিবন্ধনের ফিস	২০.০০
	(১০) বন্ধক বা ডিবেঞ্চার বা চার্জ প্রথমবার নিবন্ধনের পর নিশ্চয়তা বিধান কৃত (secured) অর্থ বর্ধিত হইলে বর্ধিত যে কোন অর্থ নিবন্ধনের জন্য প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা বা উহার অংশবিশেষের জন্য একই হারে ফিস প্রদেয় হইবে; যেন বর্ধিত অর্থ মূল অর্থের অংশ ছিল।	
৩।	বাংলাদেশের বাহিরে গঠিত যে কোম্পানীর ব্যবসার স্থল বাংলাদেশে আছে সেই কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় ফিস:-	
	(১) রিসিভার কর্তৃক রেজিষ্ট্রারের নিকট যে সংঘ-স্মারক, সংঘবিধি বা সারাংশ অথবা কোম্পানী অবলুপ্তির ক্ষেত্রে লিকুইডেটর কর্তৃক রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রয়োজনীয় বা বিবৃতি দাখিল করিতে হয় তাহা ব্যতীত, এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত যে কোন দলিল দাখিলের ফিস	

নিম্নরূপ:-

(ক) সংঘ-স্মারক ও সংঘবিধি দাখিলের জন্য ফিস ১০০.০০

(খ) অন্যান্য দলিল দাখিলের জন্য ফিস ১০.০০

(২) বন্ধক, ডিবেঞ্চার ও চার্জ নিবন্ধনের জন্য-

(ক) বন্ধক, ডিবেঞ্চার বা চার্জের দ্বারা নিশ্চয়তা বিধানকৃত (Secured) অর্থের মোট পরিমাণ অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা হওয়ার ক্ষেত্রে ফিস . . ৫০.০০

(খ) প্রথম পাঁচ লক্ষ টাকার পর হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ফিস . . . ৪০.০০

(গ) প্রথম পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হইতে যে কোন পরিমাণ টাকা পর্যন্ত, প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ফিস . . . ১০.০০

(ঘ) বন্ধক, চার্জ ও নিবন্ধন বহি পরিদর্শনের ফিস . . ২০.০০

(ঙ) রিসিভার নিয়োগ নিবন্ধনের ফিস ২০.০০

(৩) বন্ধক, ডিবেঞ্চার বা চার্জ প্রথমবার নিবন্ধনের পর নিশ্চয়তা বিধানকৃত (Secured) অর্থ বর্ধিত হইলে, বর্ধিত যে কোন অর্থ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে:

প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা বা উহার অংশ বিশেষ বিক্রয়ের জন্য একই হারে ফিস প্রদেয় হইবে, যেন বর্ধিত অর্থ মূল অর্থের অংশ ছিল।

৪। সাধারণ:-

(১) নথিপত্র পরিদর্শন সত্যায়িত অনুলিপি ইস্যুকরণ ইত্যাদির জন্য প্রদেয় ফিস:-

(ক) নথিপত্র পরিদর্শনের ফিস ১০.০০

(খ) নিগমিতকরণ প্রত্যায়নপত্রের অনুলিপির জন্য ফিস .. ১৫.০০

(গ) কোম্পানীর কার্যাবলী আরম্ভের সনদের অনুলিপির জন্য ফিস . ১৫.০০

(ঘ) সর্বনিম্ন ফিস দশ টাকা প্রদান সাপেক্ষে, দলিলের নকল গ্রহণের জন্য প্রতি একশত শব্দ বা উহার অংশ বিশেষের জন্য এক টাকা করিয়া ফিস

দিতে হইবে।

(ঙ) প্রত্যেক দলিলের জন্য সর্বনিম্ন পাঁচ টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে, যে কোন দলিলের নকল মূল দলিলের সহিত মিলাইয়া দেখার জন্য প্রতি একশত শব্দ বা উহার অংশ বিশেষের জন্য পঞ্চাশ পয়সা করিয়া ফিস দিতে হইবে।	
(২) কোম্পানীর নাম কিংবা নিবন্ধিকৃত কোম্পানীর নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব নিবন্ধন করার জন্য কোন প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে কি না সেই তথ্য রেজিস্ট্রারের নিকট হইতে জানিবার জন্য প্রতি দরখাস্তের জন্য ফিস . .	৫.০০
(৩) এই আইনের অধীনে যাহার দাখিলকরণ বা নিবন্ধন প্রয়োজন হয় বা তদধীনে যাহার দাখিলকরণ বা নিবন্ধন অনুমোদিত এইরূপ কোন দলিল বা বিবরণী বা অন্য কোন বিষয় নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল বা নিবন্ধনের জন্য ফিস।	সর্বোচ্চ পাঁচ শত টাকা সাপেক্ষে, প্রত্যেক দিনের বিলম্বের জন্য এক টাকা করিয়া বিলম্ব ফিস দিতে হইবে।

তফসিল-৩
(ধারা ১৩৫ দ্রষ্টব্য**)**

প্রসপেক্টাসে উল্লেখিত বিষয়াবলী এবং উহাতে সন্নিবেশিতব্য প্রতিবেদনসমূহ

প্রথম খন্ড
প্রসপেক্টাসে উল্লেখনীয় বিষয়াবলী

১। প্রবিধান ২৭-এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী-

(ক) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণের নাম, ঠিকানা, পরিচয় ও পেশা এবং চাঁদাদানকৃত শেয়ারের সংখ্যা;

(খ) শেয়ারের সংখ্যা ও শ্রেণী, (যদি থাকে) এবং কোম্পানীর সম্পত্তি ও মুনাফার শেয়ার হোল্ডারগণের স্বার্থের ধরন ও পরিধি;

(গ) যে সকল পুনরুদ্ধারযোগ্য (redeemable) অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করা হইবে উহার সংখ্যা এবং পুনরুদ্ধারের তারিখ অথবা যেক্ষেত্রে কোন তারিখ নির্ধারিত হয় নাই সেক্ষেত্রে শেয়ার পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রয়োজনীয় নোটিশের সময় পুনরুদ্ধারের প্রস্তাবিত পদ্ধতি।

২। (১) সংঘবিধি দ্বারা পরিচালকের যোগ্যতা হিসাবে কোন শেয়ার সংখ্যা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে সেই শেয়ার-সংখ্যা।

(২) পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য কোন ক্ষমতায় কোম্পানীকে সেবা (services) প্রদানের জন্য সংঘবিধিতে কোন পারিশ্রমিকের বিধান করা হইলে তাহা।

৩। (১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম, ঠিকানা, পরিচয় ও পেশা, যথা-

(ক) পরিচালকগণ বা প্রস্তাবিত পরিচালকগণ;

(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রস্তাবিত পরিচালক, (যদি কেহ থাকেন);

(গ) ম্যানেজিং এজেন্ট বা প্রস্তাবিত ম্যানেজিং এজেন্ট, (যদি কেহ থাকেন);

(ঘ) ম্যানেজার বা প্রস্তাবিত ম্যানেজার, (যদি কেহ থাকেন):

তবে শর্ত থাকে যে-

(অ) যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন ব্যক্তি পূর্ব হইতেই অন্য কোন কোম্পানীতে পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ম্যানেজার থাকেন, অথবা

(আ) যেক্ষেত্রে কোন ফার্ম অথবা নিগমিত সংস্থাসহ অনুরূপ কোন ব্যক্তি পূর্বে হইতেই অন্য কোন কোম্পানীতে ম্যানেজিং এজেন্ট থাকেন,

সেক্ষেত্রে এই দফার অধীন উল্লেখ্য বিষয়সমূহের মধ্যে ঐ সকল কোম্পানীর নামও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহাতে উক্ত ব্যক্তি কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা ম্যানেজিং এজেন্ট বা ম্যানেজার আছেন; এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ কোন ব্যক্তি একটি ফার্ম বা নিগমিত সংস্থা (body corporate) সেইক্ষেত্রে উক্ত ফার্মের প্রত্যেক অংশীদারের সম্পর্কে অথবা ক্ষেত্রমতে নিগমিত সংস্থার প্রত্যেক পরিচালক সম্পর্কে তথ্যাবলী প্রদান করিতে হইবে;

(২) কোন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা ম্যানেজারের নিয়োগের ব্যাপারে তাহাকে বা তাঁহাদিগকে প্রদেয় পারিশ্রমিক এবং উক্ত পদ হারানোর কারণে তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে প্রদেয় কোন ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সংঘবিধিতে অথবা সম্পাদিত কোন চুক্তিতে কোন বিধান করা হইয়া থাকিলে তাহা।

৪। কোন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কোন ম্যানেজিং এজেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত হইলে এবং উক্ত ম্যানেজিং এজেন্ট একটি নিগমিত সংস্থা হইলে উক্ত সংস্থার প্রতিশ্রুত মূলধন (subscribed Capital)।

৫। যেক্ষেত্রে শেয়ারে চাঁদাদানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানানো হয় সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী যথা-

(ক) পরিচালকগণ বা সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারীগণের মতে, নিম্নোক্ত উপ-দফাসমূহে বর্ণিত খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম যে পরিমাণ অর্থ উক্ত শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে সংস্থান করিতে হইবে উহার মোট পরিমাণ এবং নিম্নোক্ত খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (স্বতন্ত্রভাবে):

(অ) কোন ক্রয়কৃত বা ক্রয়যোগ্য সম্পত্তির ক্রয়মূল্য যাহা সম্পূর্ণ বা আংশিক ইস্যুকৃত শেয়ারের অর্থ হইতে পরিশোধ করিতে হইবে;

(আ) কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় যে কোন প্রারম্ভিক ব্যয় এবং শেয়ারে চাঁদাদান করিতে সম্মত হওয়ার জন্য কিংবা চাঁদা সংগ্রহের জন্য বা সংগ্রহ করিতে সম্মত হওয়ার জন্য পণস্বরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রদেয় কমিশন;

(ই) উপ-দফা (অ) বা (আ)'তে উল্লেখিত কার্যাদির জন্য কোম্পানী কর্তৃক ঋণ করা অর্থের পরিশোধ;

(ঈ) কার্যোপযোগী মূলধন (Working Capital),

(উ) ব্যয়ের ধরন ও উদ্দেশ্য বর্ণনাপূর্বক অন্য যে কোন ব্যয় এবং উহার প্রত্যেকটির প্রাক্কলিত ব্যয়;

(খ) দফা (ক)'তে উল্লেখিত ন্যূনতম অর্থের কোন অংশ যদি উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয়িত হয় তাহা হইলে সেই অর্থের পরিমাণ ও খাতের নাম এবং উক্ত ন্যূনতম অর্থের বাকী অর্থের পরিমাণ।

(গ) দফা (ক) ও (খ)'তে উল্লিখিত খাতসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অর্থ যদি শেয়ার ইস্যু ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে ব্যবস্থা করিতে হয় তবে সেই উৎস এবং উহা হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ।

৬। চাঁদাদাতার তালিকাসমূহ খুলিবার জন্য নির্ধারিত সময়।

৭। প্রত্যেক শেয়ারের জন্য আবেদনের সময় এবং বরাদ্দের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হইবে তাহা এবং দ্বিতীয় বা পরিবর্তী শেয়ার ইস্যুর প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক বরাদ্দকরণের সময় যে অর্থ চাঁদা হিসাবে সংগ্রহের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা এবং যে শেয়ার প্রকৃতপক্ষে

বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং বরাদ্দকৃত শেয়ারের জন্য যে অর্থ পরিশোধিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ।

৮। কোম্পানীর শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার চাঁদা দানের জন্য কোন চুক্তি বা সমঝোতা (arrangement) অথবা কোন প্রস্তাবিত চুক্তি বা সমঝোতার অধীনে কোন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার বা ইচ্ছামূলক (optional) অধিকার প্রদান করা হইলে বা প্রদানের প্রস্তাব করা হইলে সেক্ষেত্রে অনুরূপ শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের সংখ্যা বিবরণ এবং পরিমাণ (মূল্যের) এবং তৎসহ উক্ত অগ্রাধিকার বা ইচ্ছামূলক অধিকারের নিম্নলিখিত বিবরণ।

(ক) যে সময়ের মধ্যে উক্ত অগ্রাধিকার বা ইচ্ছামূলক অধিকার প্রয়োগযোগ্য হইবে;

(খ) উক্ত অগ্রাধিকার বা ইচ্ছামূলক অধিকারের অধীনে শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের জন্য চাঁদা হিসাবে প্রদেয় মূল্য;

(গ) উক্ত অগ্রাধিকার বা ইচ্ছামূলক অধিকারের পণস্বরূপ কোন অর্থ প্রদান করা হইয়া থাকিলে বা প্রদেয় হইলে তাহা;

(ঘ) উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে যে ব্যক্তিবর্গকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে বা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাদের নাম, ঠিকানা, পরিচয় এবং পেশা এবং যদি বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডার বা ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণকে উক্ত অগ্রাধিকার বা ইচ্ছামূলক অধিকার বা সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত হোল্ডারগণের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের সংখ্যা;

(ঙ) উক্ত অগ্রাধিকার বা ইচ্ছামূলক অধিকার প্রদানের সংগে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন মৌলিক বিষয় বা পরিস্থিতির বিবরণ।

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তিকে কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বরাদ্দ করা হইয়াছে অথবা বরাদ্দ করিতে কোম্পানী সম্মত হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে উক্ত শেয়ার অর্জনের প্রস্তাব পাওয়ার ক্ষেত্রে উক্তরূপ অর্জনের এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের জন্য চাঁদাদান বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। নগদে ব্যতীত অন্যভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধিতরূপে যে শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার পূর্ববর্তী দুই বৎসরে ইস্যু করা হইয়াছে বা ইস্যু করিতে সম্মতিদান করা হইয়াছে সেই শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের সংখ্যা বিবরণ এবং আংশিক পরিশোধিত শেয়ারের ক্ষেত্রে উক্ত পরিশোধের পরিমাণ, এবং সম্পূর্ণ পরিশোধিত বা আংশিক পরিশোধিত উভয় ক্ষেত্রেই পরিশোধিত মূল্যের পরিমাণ উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চার যে পণ্যের বিনিময়ে ইস্যু করা হইয়াছে বা ইস্যু করিতে সম্মতিদান করা হইয়াছে উহার বিবরণ।

১০। ইস্যুর তারিখসমূহ বা প্রস্তাবিত তারিখসমূহ উল্লেখপূর্বক প্রসপেক্টাস ইস্যুর পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে ইস্যুকৃত প্রতি শেয়ারের উপর প্রিমিয়ার (যদি থাকে) হিসাবে পরিশোধিত বা পরিশোধিতব্য অর্থের পরিমাণ, এবং যে ক্ষেত্রে কিছু শেয়ার কোন নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামে ইস্যু করা হইয়াছে বা ইস্যু করা হইবে এবং একই শ্রেণীর অপর কিছু শেয়ার কম প্রিমিয়ামে অথবা সমমানে অথবা বাটায় ইস্যু করা হইয়াছে বা ইস্যু করিতে হইবে সেক্ষেত্রে তারতম্যের কারণ এবং কিভাবে কোন প্রিমিয়াম গৃহীত হইয়াছে এবং নিষ্পত্তি করিতে হইবে তাহার কারণ।

১১। যে ক্ষেত্রে কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের ইস্যু অবলিখিত (Underwritten) হয় সেক্ষেত্রে অবলিখনকারীগণের নাম এবং তাঁহাদের দায়-দায়িত্ব নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তাহাদের যে সম্পদ রহিয়াছে উহার পরিমান পর্যাপ্ত বলিয়া পরিচালকগণের মতামত।

১২। (১) উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে যে সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই প্রবিধান প্রযোজ্য হয় তৎসম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ-

(ক) বিক্রেতাগণের নাম, ঠিকানা, পরিচয় এবং পেশা;

(খ) বিক্রেতাগণকে যে পরিমাণ অর্থ নগদে, শেয়ারে বা ডিবেঞ্চারে প্রদান করিতে হইবে তাহা এবং যেক্ষেত্রে একাধিক বিক্রেতা রহিয়াছেন অথবা যেক্ষেত্রে কোম্পানী একজন উপক্রেতা (Sub-purchaser) সেক্ষেত্রে প্রত্যেক বিক্রেতাকে অনুরূপ প্রদেয় অর্থ এবং সুনাম (যদি থাকে) এর জন্য প্রদত্ত বা প্রদেয় অর্থের পৃথক পৃথক উল্লেখ;

(গ) কোম্পানী কর্তৃক অর্জিত বা অর্জিতব্য হইলে উক্ত সম্পত্তির উপর কোম্পানীর স্বত্ব বা স্বার্থের ধরণ;

(ঘ) পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত ঐসব লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যেগুলিতে কোম্পানীর নিকট বিক্রেতা হিসাবে বা অন্য কোনভাবে কোম্পানীর কোন উদোক্তা অথবা পরিচালক অথবা প্রস্তাবিত পরিচালক জড়িত আছেন বা উক্ত লেনদেনের সময় জড়িত ছিলেন, এবং লেনদেনে তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন স্বার্থ থাকিলে, লেনদেনের তারিখ এবং অনুরূপ উদ্যোক্তা, পরিচালক বা প্রস্তাবিত পরিচালকের নাম উল্লেখপূর্বক উক্ত বিক্রেতা, উদ্যোক্তা, পরিচালক বা প্রস্তাবিত পরিচালক কর্তৃক বা তাহাদের নিকট উক্ত লেনদেনের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ।

(২) যেসব সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই প্রবিধান প্রযোজ্য হইবে সেইগুলি হইতেছে এমন সম্পত্তি যেগুলি কোম্পানী ক্রয় বা অন্যভাবে অর্জন করিয়াছে অথবা উহা ক্রয় বা অর্জনের প্রস্তাব করিয়াছে এবং উক্ত সম্পত্তির মূল্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রসপেক্টাস দ্বারা প্রস্তাবিত শেয়ার ইস্যু বাবদ প্রাপ্ত চাঁদার অর্থ হইতে পরিশোধ করা হইবে অথবা এমন সম্পত্তি যেগুলির ক্রয় বা অর্জন প্রসপেক্টাস ইস্যুর তারিখে সম্পন্ন হয় নাই, এবং উক্ত উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবরণ উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে প্রদান করিতে হইবে, তবে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির ব্যাপারে এই প্রবিধান প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) কোম্পানীর সাধারণ ব্যবসা পরিচালনাকালে কোন সম্পত্তি ক্রয় বা অর্জনের জন্য উক্ত কোম্পানী কোন চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকিলে বা উক্ত চুক্তি শেয়ার ইস্যুর উদ্দেশ্যে না হইলে বা শেয়ার ইস্যু উক্ত চুক্তির ফলস্বরূপ না হইলে; এবং

(খ) যেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের অর্থের পরিমাণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৩। কোম্পানীর কোন উদ্যোক্তা বা কর্মকর্তা কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে কোন ব্যক্তি কর্তৃক করা বা চাঁদাদান করিতে সম্মত হওয়া অথবা চাঁদা সংগ্রহ করার জন্য অথবা চাঁদা সংগ্রহ করিতে সম্মত হওয়ার জন্য উপ-অবলিখনকারী (sub-underwriter) হিসাবে উক্ত ব্যক্তিকে কমিশনসহ পূর্ববর্তী দুই বৎসরে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইয়াছে বা প্রদেয় হইয়াছে তাহাসহ নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রদান করিতে হইবে; যথা-

(ক) প্রত্যেক ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পরিচয় এবং পেশা;

(খ) উপরিউক্তভাবে প্রত্যেক অবলিখন বা উপ-অবলিখন সংক্রান্ত অর্থের বিবরণ;

(গ) উক্ত অবলিখন বা উপ-অবলিখনের জন্য প্রত্যেককে প্রদেয় কমিশনের হার;

(ঘ) উক্ত ব্যক্তির সহিত অবলিখন বা উপ-অবলিখন সংক্রান্ত চুক্তির অন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী; এবং

(ঙ) যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কোন কোম্পানী বা ফার্ম হয় সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানীতে বা ফার্মে প্রসপেক্টাস ইস্যুকারী কোম্পানীর উদ্যোক্তা অথবা কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থের ধরন।

১৪। প্রারম্ভিক ব্যয়ের পরিমান বা প্রাক্কলিত পরিমাণ এবং যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক ঐ সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হইয়াছে বা নির্বাহ করিতে হইবে এবং ইসু সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ বা প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ এবং যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক ঐ সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হইয়াছে বা নির্বাহ করিতে হইবে তাহাদের নাম।

১৫। কোন উদ্যোক্তাকে পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে যে অর্থ বা সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে কিংবা করিতে হইবে তাহা এবং উক্ত ফিসের ফলস্বরূপ যে অর্থ বা সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে বা হইবে।

১৬। (১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা ম্যানেজারের পারিশ্রমিক নির্ধারণ, বা স্থির করিয়া যে চুক্তি করা হয় সেইরূপ প্রত্যেক চুক্তি, তাহা যখনই করা হইয়া থাকুক, অর্থাৎ প্রসপেক্টাস ইস্যুর পূর্বের দুই বৎসরের মধ্যেই হোক বা দুই বৎসরের বেশী সময়ের পূর্বে হোক, উক্ত চুক্তির তারিখ, পক্ষসমূহ এবং সাধারণ ধরন।

(২) কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিতব্য বলিয়া অভিপ্রেত ব্যবসার সাধারন গতিতে যে চুক্তি করা হইয়াছে তাহা এবং, যে চুক্তি প্রসপেক্টাস ইস্যুর তারিখের দুই বৎসর পূর্বে সম্পাদিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত, অন্যান্য প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির তারিখ, পক্ষসমূহ এবং সাধারণ ধরন।

(৩) অনুরূপ কোন চুক্তি অথবা উহার অনুলিপি পরিদর্শনের যুক্তিসংগত সময় এবং স্থান।

১৭। কোম্পানীর নিরীক্ষক থাকিলে তাহাদের নাম ও ঠিকানা।

১৮। (১) কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণে অথবা প্রসপেক্টাস ইস্যুর তারিখ হইতে পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক কোন সম্পত্তি অর্জিত হইয়া থাকিলে বা অর্জনের প্রস্তাব করা হইয়া থাকিলে, উক্ত সম্পত্তিতে প্রত্যেক পরিচালক এবং উদ্যোক্তার স্বার্থের ধরন এবং পরিধির পূর্ণ বিবরণ।

(২) যেক্ষেত্রে কোম্পানীর কোন পরিচালক বা উদ্যোক্তা কোন ফার্ম বা অন্য কোন কোম্পানীর সদস্য হওয়ার কারণে তাহার উক্ত স্বার্থ থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত ফার্ম বা অন্য কোম্পানীর স্বার্থের ধরন এবং পরিধি এবং কোম্পানীর পরিচালক হইতে বা পরিচালকের যোগ্যতা অর্জন করিতে বা পরিচালক হওয়ার জন্য তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে অথবা কোন সেবা প্রদানের জন্য অথবা কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ বা গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাকে বা উক্ত ফার্ম অথবা অন্য কোম্পানীকে, নগদে বা শেয়ারে বা অন্যভাবে, পরিশোধিত অথবা পরিশোধিতব্য বলিয়া স্বীকৃত সকল অর্থের একটি বিবরণ।

১৯। কোম্পানীর শেয়ার মূলধন বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারে বিভক্ত করা হইলে, কোম্পানীর সভায় ভোট দানের এবং মূলধন ও লভ্যাংশের উপর উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণের অধিকার এর বিবরণ।

২০। যেক্ষেত্রে কোম্পানীর সভায় যোগদান করা বা বক্তব্য পেশ করা বা ভোট দান অথবা শেয়ার হস্তান্তর করার ব্যাপারে সদস্যগণের উপর অথবা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের ক্ষমতা ব্যবহার করার উপর সংঘবিধি দ্বারা কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত বাধা নিষেধের ধরন এবং পরিধি।

২১। (১) কোম্পানীর ব্যবসা চালু থাকিলে যতদিন ধরিয়া উক্ত ব্যবসা চালু রহিয়াছে উহার বিবরণ।

(২) তিন বৎসরের কম সময় ধরিয়া পরিচালিত হইতেছে এইরূপ কোন ব্যবসা কোম্পানী কর্তৃক অর্জনের প্রস্তাব করা হইলে ঠিক যতদিন ধরিয়া উক্ত ব্যবসা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে উহার পরিমাণ।

২২। (১) কোম্পানীর বা উহার কোন অধীনস্থ কোম্পানীর কোন সংরক্ষিত তহবিল বা মুনাফা মূলধনে রূপান্তরিত করা হইলে উক্ত রূপান্তরের বিবরণ।

(২) প্রসপেক্টাস ইস্যুর তারিখের পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর বা উহার কোন অধীনস্থ কোম্পানীর পরিসম্পদের পুনমূল্যায়নের ফলে কোন উদ্বৃত্ত অর্থের উদ্ভব হইলে উহার বিবরণ এবং যে পদ্ধতিতে উক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে উহার বিবরণ।

২৩। যে সময়ে এবং স্থানে কোম্পানীর নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন, ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব-এইসবের অনুলিপি পরিদর্শন করা যাইবে সেই সময় ও স্থানের বিবরণ।

ব্যাখ্যা: এই প্রবিধানে প্রতিবেদন বলিতে সেই প্রতিবেদনকে বুঝানো হইতেছে যাহা এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের বিধান অনুসারে প্রণীত হয় এবং যাহার ভিত্তিতে ব্যালান্স শীট ও লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রণীত হয়।

তফসিল-৩
এর
দ্বিতীয় খন্ড

সন্নিবেশিতব্য প্রতিবেদনসমূহ

২৪। (১) কোম্পানীর নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রদান করিতে হইবে, যথা-

(ক) উপ-প্রবিধান (২) অথবা ক্ষেত্রমত (৩) এর বিধান মোতাবেক লাভ ও ক্ষতির এবং পরিসম্পদ ও দায়-দেনা; এবং

(খ) প্রসপেক্টাস ইস্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচটি অর্থ বৎসরের কোন বৎসরে লভ্যাংশ প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, ঐরূপ প্রতিটি বৎসরে যে শ্রেণীর শেয়ার বাবদ লভ্যাংশ প্রদত্ত হইয়াছে উহার হার, এবং কোন শ্রেণীর শেয়ার বাবদ কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে লভ্যাংশ প্রদত্ত না হইয়া থাকিলে উক্ত শ্রেণী বা ক্ষেত্র সম্পর্কিত তথ্য;

(গ) যেক্ষেত্রে প্রসপেক্টাস ইস্যু-তারিখের অব্যবহিত তিন মাস পূর্বে সমাপ্ত কোন অর্থ বৎসর বা অর্থ বৎসরের অংশ বিশেষ (অতঃপর উক্ত মেয়াদ বলিয়া উল্লেখিত) এর হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত না হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে-

(অ) উক্ত হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত না হওয়া সম্পর্কে একটি বিবৃতি;

(আ) উক্ত মেয়াদসহ প্রসপেক্টাস ইস্যু তারিখের পূর্ববর্তী একশত আশি দিনের বেশী নয় এমন একটি তারিখ পর্যন্ত যে লাভ বা ক্ষতি হইয়াছে তাহার হিসাব; এবং তৎসহ উক্ত মেয়াদের শেষ তারিখে কোম্পানীর পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের পরিমাণ;

(ই) দফা (আ) তে উল্লিখিত হিসাবে এইরূপ ইঙ্গিত থাকিতে পারে যে কোন সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে বা হইবে কি না এবং উক্ত সমন্বয়ের প্রকৃতি কিরূপ;

(ঈ) উক্ত লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং দায়-দেনা ও পরিসম্পদের পরিমাণ কোম্পানীর নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়াছে এবং সঠিক পাওয়া গিয়াছে মর্মে তাহাদের একটি প্রত্যয়ন।

(২) কোন কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানী না থাকিলে প্রতিবেদনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা-

(ক) উক্ত কোম্পানীর লাভ-ক্ষতি সম্পর্কিত বিষয়ে প্রসপেক্টাস ইস্যু করার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচটি অর্থ বৎসরের লাভ ও ক্ষতির অনাবর্তক ধরনের দফাগুলি পৃথক করিয়া দেখাইতে হইবে; এবং

(খ) উক্ত কোম্পানীর পরিসম্পদ ও দায়-দেনার ব্যাপারে কোম্পানীর হিসাবপত্র প্রণীত হওয়ার সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত দায়-দেনার বিষয় উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) কোন কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানী থাকিলে প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকিতে হইবে; যথা-

(ক) কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতি উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে এবং অধিকন্তু নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ দেখাইতে হইবে; যথা-

(অ) কোন কোম্পানীর সদস্যগণ উহার সকল অধীনস্থ কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতিতে যতটুকু সংশ্লিষ্ট উহার সামগ্রিক বিবরণ, অথবা

(আ) আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি অধীনস্থ কোম্পানীর লাভ ক্ষতিতে কোম্পানীর সদস্যগণ যতটুকু সংশ্লিষ্ট উহার সামগ্রিক বিবরণ, অথবা

(ই) কোম্পানীর লাভ ক্ষতি পৃথকভাবে না দেখাইয়া উহার সদস্যগণ উহার অধীনস্থ সকল কোম্পানীর লাভ ক্ষতিতে যতটুকু সংশ্লিষ্ট ততটুকুসহ সামগ্রিকভাবে উহার লাভ-ক্ষতির বিবরণ;

(খ) কোম্পানীর পরিসম্পদ এবং, দায়-দেনা উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে এবং অধিকন্তু নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা-

(অ) কোম্পানীর পরিসম্পদ এবং দায়-দেনাসহ বা কোম্পানীর পরিসম্পদ এবং দায়-দেনা ব্যতিরেকে, উহার সকল অধীনস্থ কোম্পানীর সম্মিলিত পরিসম্পদ এবং দায়-দেনা; অথবা

(আ) প্রত্যেক অধীনস্থ কোম্পানীর পরিসম্পদ এবং দায়-দেনার পৃথক পৃথক বিবরণ;

(গ) অধীনস্থ কোম্পানীর পরিসম্পদ এবং দায়-দেনার বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর সদস্য ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিকে প্রদেয় সুবিধার (allowance) বিবরণ।

২৫। শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ইস্যুলব্ধ অর্থ বা উহার কোন অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেক্ষেত্রে-

(ক) কোন ব্যবসা ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা হয় বা হইবে; অথবা

(খ) কোন ব্যবসায়ে নিহিত এমন কোন স্বার্থ ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা হয় বা হইবে, যাহা ক্রয় করার কারণে অথবা উহার ফলশ্রুতিতে অথবা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করণীয় কোন কিছুর সূত্রে কোম্পানী উক্ত ব্যবসায়ের মূলধন বা উহার লাভ-ক্ষতির শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী স্বার্থের অধিকারী হইবে, সেক্ষেত্রে প্রসপেক্টাসে হিসাবরক্ষণের নাম উল্লেখ করিয়া তৎকর্তৃক প্রসপেক্টাস ইস্যুর অব্যবহিত পূর্বের পাঁচ বৎসরের প্রত্যেক অর্থ-বৎসরের লাভ অথবা ক্ষতি এবং ব্যবসার হিসাবপত্র প্রণয়নের শেষ তারিখ পর্যন্ত উহার পরিসম্পদ ও দায়-দেনা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রদান করিতে হইবে।

২৬। (১) যেক্ষেত্রে-

(ক) কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ইস্যুলব্ধ অর্থ বা উহার কোন অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন নিগমিত সংস্থায় কোম্পানী কর্তৃক শেয়ার অর্জনে ব্যয় হয় বা ব্যয় হইবে; এবং

(খ) উক্ত শেয়ার অর্জনের কারণে অথবা উহার ফলশ্রুতিতে অথবা তৎসম্পর্কিত কোন ব্যাপারে করণীয় কোন কিছুর সূত্রে উক্ত সংস্থাটি কোম্পানীর অধীনস্থ হইবে,

সেক্ষেত্রে প্রসপেক্টাসে হিসাবরক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়া তৎকর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে, প্রসপেক্টাস ইস্যুর অব্যবহিত পূর্বের পাঁচ বৎসরের প্রত্যেক অর্থ-বৎসরের জন্য উক্ত নিগমিত সংস্থার হিসাবপত্র প্রণয়নের শেষ তারিখ পর্যন্ত, উহার পরিসম্পদ ও দায়-দেনা সংক্রান্ত একটি বিবরণও প্রদান করিতে হইবে।

(২) উক্ত প্রতিবেদনে-

(ক) কোম্পানী কর্তৃক অর্জিতব্য শেয়ারসমূহ যদি উহা সকল সময়ে ধারণ করিত তাহা হইলে কোম্পানীর সদস্যদের উপর উক্ত শেয়ারগুলির ব্যাপারে, উক্ত অন্য সংস্থার লাভ-ক্ষতির প্রভাব কিরূপ হইত এবং সংস্থাটির হিসাব প্রণীত পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে, উহার অন্যান্য শেয়ারের হোল্ডারগণকে কি পরিমাণ সুবিধা প্রদেয় হইত তাহা উল্লেখ করিতে হইবে; এবং

(খ) যে ক্ষেত্রে অন্য নিগমিত সংস্থাটির অধীনস্থ কোম্পানী থাকে, সেক্ষেত্রে কোম্পানীর নিজস্ব অধীনস্থ কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতি এবং কোম্পানীর পরিসম্পদ ও দায়দেনা বিষয়ে এই তফসিলের প্রবিধান ২৪(৩) অনুসারে বিবরণ থাকিতে হইবে।

তফসিল-৩
এর
তৃতীয় খন্ড

তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলী

২৭। কোম্পানী যে তারিখে ব্যবসা বা কার্যাবলী আরম্ভ করার অধিকারী হয় উক্ত তারিখ হইতে দুই বৎসর পরে ইস্যুকৃত প্রসপেক্টাসের ক্ষেত্রে সংঘস্মারকে স্বাক্ষরদাতাগণের বিস্তারিত বিবরণ এবং তাহাদের চাঁদা দানকৃত শেয়ার সম্পর্কিত বিষয়ে প্রবিধান (১) এর যতটুকু সংশ্লিষ্ট ততটুকু এবং কোম্পানীর প্রারম্ভিক ব্যয়ের ব্যাপারে প্রবিধান ১৪-এর যতটুকু সংশ্লিষ্ট হয় ততটুকু প্রযোজ্য হইবে না।

২৮। এই তফসিলের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি বিক্রেতা বলিয়া গণ্য হইবেন, যিনি কোম্পানী কর্তৃক অর্জিতব্য কোন সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় এর জন্য বা ক্রয়ের অধিকার লাভের (option of purchase) জন্য এইরূপ চুক্তিতে, শর্তহীনভাবেই হউক বা শর্তযুক্তভাবেই হউক, আবদ্ধ হইয়াছেন যে-

(ক) প্রসপেক্টাস ইস্যুর তারিখে সম্পত্তির ক্রয়মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধিত হয় নাই বা হইবে না;

(খ) উক্ত ক্রয়মূল্য প্রসপেক্টাস দ্বারা চাঁদা আহবানকৃত শেয়ার ইস্যু বাবদ প্রাপ্ত চাঁদার অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধ করিতে হয় বা মেটাইতে হয়;

(গ) উক্ত চুক্তির বৈধতা বা বাস্তবায়ন উক্ত শেয়ার ইস্যুর ফলাফলের উপর নির্ভর করে।

২৯। কোন সম্পত্তি ইজারার মাধ্যমে কোম্পানী কর্তৃক অর্জনের ক্ষেত্রে এই তফসিল এইরূপে কার্যকরী হইবে যেন 'বিক্রেতা' শব্দটিতে ইজারাদাতা এবং 'ক্রয়মূল্য' শব্দটিতে উক্ত ইজারার জন্য প্রদত্ত বা প্রদেয় পণ এবং 'উপ-ক্রেতা' শব্দটিতে উপ-ইজারা গ্রহীতা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৩০। পাঁচটি অর্থ বৎসরের কম সময়ব্যাপী উহার ব্যবসা বা কার্যাবলী পরিচালনা করিতেছে এইরূপ কোম্পানীর ক্ষেত্রে অথবা পাঁচটি অর্থ বৎসরের কম সময়ব্যাপী পরিচালিত হইতেছে এইরূপ কার্যাবলী বা ব্যবসার ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানী বা কার্যাবলী বা ব্যবসার হিসাবপত্র যদি তদানুসারে পাঁচ অর্থ বৎসর অপেক্ষা কম যে কোন সংখ্যক বা সময় (যেমন চার/তিন/দুই/এক) এর জন্য প্রণীত হইয়া থাকে, তবে উক্ত কমসংখ্যক বৎসর বা সময়ের ক্ষেত্রেও এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের যাহাতে পাঁচ অর্থ বৎসরের উল্লেখ রহিয়াছে উহার বিধান কার্যকর হইবে, যেন উক্ত কম বৎসর বা সময় পাঁচ অর্থ বৎসরের ন্যায় একই মেয়াদ।

৩১। এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডে বা এই খন্ডে প্রসপেক্টাস ইস্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ অর্থ বৎসরের মেয়াদের যে উল্লেখ আছে, সেইরূপ মেয়াদ যদি কোন ক্ষেত্রে তদপেক্ষা কম হয় তবে উভয় খন্ডের সংশ্লিষ্ট বিধান সেইক্ষেত্রে এইরূপ কার্যকর হইবে যেন উহাতে উক্ত ''পাঁচ অর্থ বৎসর'' এর পরিবর্তে উক্ত কম মেয়াদ উল্লেখিত হইয়াছে।

৩২। এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের বিধান অনুসারে আবশ্যকীয় যে কোন প্রতিবেদনে-

(ক) উল্লেখিত লাভ-ক্ষতি, পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের পরিমাণ সম্পর্কিত যে কোন সমন্বয় সাধনের ইঙ্গিত টীকার আকারে উল্লেখ করিতে হইবে, যদি উক্ত ইঙ্গিত প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিবেদনকারী ব্যক্তি মনে করেন; অথবা

(খ) দফা (ক) তে উল্লেখিত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উহাদের ইঙ্গিতও থাকিতে হইবে।

৩৩। এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের বিধান অনুসারে হিসাবরক্ষকগণের যে কোন প্রতিবেদন-

(ক) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে কোম্পানী নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগযোগ্য হিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রণীত হইবে; এবং

(খ) এমন কোন হিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রণীত হইবে না যিনি কোম্পানীতে অথবা উহার নিয়ন্ত্রণাকারী কোম্পানীর অন্য কোন অধীনস্থ কোম্পানীতে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী (servent) হিসাবে কর্মরত আছেন বা যিনি উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অধীনে কর্মরত আছেন বা যিনি উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর একজন অংশীদার।

ব্যাখ্যা-এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'কর্মকর্তা' বলিতে একজন প্রস্তাবিত পরিচালকও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, তবে কোন নিরীক্ষক অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

তফসিল-৪
(ধারা ১৪১ দ্রষ্টব্য)

কোন প্রসপেক্টাস ইস্যু করে না অথবা ইস্যুকৃত প্রসপেক্টাসের ভিত্তিতে শেয়ার বরাদ্দ করে না এইরূপ কোম্পানী কর্তৃক রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরিতব্য প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণীর ছক এবং উহাতে সন্নিবেশিতব্য প্রতিবেদনসমূহ।

প্রথম খন্ড

প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণীর ছক এবং উহাতে বিবৃতব্য বিবরণসমূহ

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১৪১ অনুসারে প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণী নিবন্ধকের জন্য . . . . . কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক দাখিল করা হইল-

যে সকল বিষয়ে তথ্য দিতে হইবে	তথ্যাদি
১। (ক) কোম্পানীর নামিক শেয়ার মূলধনের পরিমাণ	১। (ক) . . . . . টাকা
(খ) প্রতিটি শেয়ারের নামিক মূল্য	(খ) . . . . .
(গ) মোট শেয়ার সংখ্যা	(গ) . . . . .
. . . . . শ্রেণীর শেয়ার সংখ্যা	. . . . .
. . . . . শ্রেণীর শেয়ার সংখ্যা	. . . . .
২। (ক) উপরি-উক্ত মূলধনের কোন অংশ পুনরুদ্ধারযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার হইলে উহার পরিমাণ।	২। মোট পরিমাণ . . . . টাকা শেয়ার সংখ্যা . . . . . প্রতিটি শেয়ারের নামিক মূল্য . . . . . টাকা
(খ) কোম্পানী সর্বপ্রথমে যে তারিখে এই সকল শেয়ার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে-	(খ) তারিখ . . . . .
৩। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের নাম, ঠিকানা, পরিচয় এবং পেশা-	৩।
(ক) পরিচালক বা প্রস্তাবিত পরিচালকগণ	(ক) . . . . .
(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক	(খ) . . . . .
(গ) ম্যানেজিং এজেন্ট বা প্রস্তাবিত ম্যানেজিং এজেন্ট (যদি থাকে)	(গ) . . . . .

১	২
(ঘ) ম্যানেজার বা প্রস্তাবিত ম্যানেজার।	(ঘ) . . . . .
৪। কোম্পানীর সংঘবিধি অনুসারে অথবা কোন চুক্তি সম্পাদনের সময় নির্বিশেষে উক্ত চুক্তি অনুসারে ক্রমিক নং ৩ এর (ক), (খ), (গ) ও (ঘ)-তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নিয়োগ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান, যদি থাকে ও তাহাদিগকে প্রদেয় পারিশ্রমিক।	৪। (ক) বিশেষ বিধান . . . . (খ) পরিশ্রমিক . . . . .
৫। কোম্পানীর শেয়ার-মূলধন বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারে বিভক্ত হইলে-	৫।
(ক) কোম্পানীর সভায় উক্ত শ্রেণীর শেয়ার হোল্ডারগণকে ভোট দানের ব্যাপারে প্রদত্ত অধিকার।	(ক) . . . . .
(খ) মূলধন ও লভ্যাংশের ব্যাপারে তাহাদিগকে প্রদত্ত অধিকার।	(খ) . . . . .
৬। নগদে ব্যতীত অন্যভাবে যে সকল শেয়ার ও ডিবেঞ্চার সম্পর্ণ কিংবা আংশিক পরিশোধিত ও শেয়ার ও ডিবেঞ্চার হিসাবে ইস্যু করা হইয়াছে বা হইবে বলিয়া সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে উহাদের সংখ্যা অর্থের পরিমাণ।	৬। (ক) সম্পূর্ণ পরিশোধিত শেয়ার . . . . (১) প্রতিটি নামিক মূল্য . . . . . টাকা (২) মোট শেয়ার সংখ্যা . . . . (৩) মোট পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ . . . . . (খ) আংশিক পরিশোধিত শেয়ার- (১) প্রতিটির নামিক মূল্য . . . (২) মোট শেয়ার সংখ্যা . . . . (৩) আংশিক পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ . . . . . টাকা (৪) বকেয়া অর্থের পরিমাণ . . . . . টাকা

১	২
	(৪) বকেয়া অর্থের পরিমাণ . . . . . টাকা (গ) সম্পূর্ণ পরিশোধিত ডিবেঞ্চার- (১) প্রতিটির নামিক মূল্য . . . . . টাকা (২) মোট ডিবেঞ্চার সংখ্যা . . . . . (৩) মোট অর্থের পরিমাণ . . . . . টাকা (ঘ) আংশিক পরিশোধিত ডিবেঞ্চার- (১) প্রতিটির নামিক মূল্য . . . . . টাকা (২) মোট ডিবেঞ্চার সংখ্যা (৩) আংশিক পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ . . . . . টাকা (৪) বকেয়া অর্থের পরিমাণ . . . . . টাকা
৭। উল্লিখিত শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ইস্যুর পূর্বে তজ্জন্য প্রদত্ত পণ (Consideration)	৭। (ক) শেয়ারের জন্য . . . . . টাকা (খ) ডিবেঞ্চারের জন্য . . . . . টাকা
৮। (ক) সেই সকল শেয়ার/ডিবেঞ্চারের সংখ্যা, বর্ণনা ও টাকার অংকে পরিমাণ, যেগুলি কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হইয়াছে/বরাদ্দের সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহার নিকট হইতে বিক্রির প্রস্তাব লাভের উদ্দেশ্যে ঐগুলিতে চাঁদা প্রদানের জন্য বা ঐগুলি অর্জনের জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অধিকার (Option) দেওয়া হইয়াছে-	৮। (ক) শেয়ার . . . . . প্রতিটির নামিক মূল্য . . . . . টাকা শেয়ারের সংখ্যা . . . . . মোট মূল্যমান . . . . . টাকা বর্ণনা . . . . . ডিবেঞ্চার . . . . . প্রতিটির নামিক মূল্য . . . . . টাকা শেয়ারের সংখ্যা . . . . . মোট মূল্যমান . . . . . টাকা বর্ণনা . . . . .

১	২
(খ) যে সময় পর্যন্ত উক্ত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা গ্রহণযোগ্য।	(খ) . . . . . পর্যন্ত
(গ) যে সকল শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের ব্যাপারে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য সেই সকল শেয়ার/ডিবেঞ্চারের জন্য প্রদেয় মূল্য।	(গ) . . . . . টাকা
(ঘ) স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা উহার অধিকার লাভের পর।	(ঘ) পণের বর্ণনা . . . . .
(ঙ) যে ব্যক্তিগণকে স্বেচ্ছাধীন অধিকার বা উহা লাভের অধিকার দেওয়া হইয়াছে অথবা বিদ্যমান শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের হোল্ডারকে প্রদত্ত হইয়া থাকিলে উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের বর্ণনা।	(ঙ) (১) শেয়ার ডিবেঞ্চারের (২) নাম ও ঠিকানা . . . . .
৯। (ক) যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর সাধারণ কার্যাবলী পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি ক্রয় বা অর্জনের চুক্তি কোম্পানী কর্তৃক সম্পাদন করা হইয়াছে অথবা যে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করা হয় নাই সে ক্ষেত্র ব্যতীত, কোম্পানী যে সকল ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সম্পত্তি অর্জন/ক্রয় করিয়াছে বা অর্জন/ক্রয় এর প্রস্তাব দিয়াছে তাহাদের নাম, পেশা ও ঠিকানা।	৯। (ক) বিক্রেতা বা হস্তান্তরকারীর নাম ঠিকানা ও পেশা এবং তাহাকে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ . . . . . (১) নগদে . . . . . (২) শেয়ারে . . . . . (৩) ডিবেঞ্চারে . . . . .
(খ) ব্যবসায়ের সুনামসহ (goodwill) যদি থাকে, উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন অর্থ প্রদত্ত বা প্রদেয় হইয়া থাকিলে নগদ, শেয়ার বা ডিবেঞ্চার-এর প্রদত্ত বা প্রদেয় অর্থের মোট পরিমাণ।	(খ) (১) মোট অর্থ . . . . . টাকা নগদে . . . . . টাকা শেয়ারে . . . . . ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে . . . . . (২) সুনামের জন্য . . . . .

১	২
১০। ক্রমিক নং ৯ এ উল্লিখিত সম্পত্তি সম্পর্কিত লেনদেন, যাহা বিবরণীর তারিখের পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে এবং যাহারা উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা/প্রস্তাবকারী অথবা যাহারা ঐ সময়ে কোম্পানীর উদ্যোক্তা, পরিচালক অথবা প্রস্তাবিত পরিচালক ছিলেন তাহাদের উক্ত লেনদেনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন স্বার্থ থাকিলে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	১০। (ক) লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (খ) উক্ত লেনদেনে পরিচালক ইত্যাদিগণের স্বার্থের বিবরণ . . . . .
১১। (ক) কোম্পানীর কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চার চাঁদা দানের জন্য অথবা চাঁদাদানে সম্মতি দেওয়ার জন্য অথবা চাঁদাদাতা সংগ্রহে সম্মতির জন্য কমিশন হিসাবে কোন অর্থ প্রদত্ত বা প্রদেয় থাকিলে তাহার পরিমাণ।	১১। (ক) কমিশন হিসাবে প্রদত্ত অর্থ . . . . . টাকা প্রদেয় অর্থ . . . . . টাকা
(খ) কমিশনের শতকরা হার।	(খ) কমিশনের শতকরা হার
(গ) কমিশনের বিনিময়ে কোন শেয়ারে কোন ব্যক্তি চাঁদাদান করিতে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকিলে উহার সংখ্যা।	(গ) শেয়ার সংখ্যা
১২। কোন ব্যবসা বা কর্মকান্ড অর্জনের প্রস্তাব থাকিলে, তৎসম্পর্কিত একটি বিবৃতি আলাদা কাগজে দাখিল করিতে হইবে, এবং উক্ত বিবৃতির তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচটি অর্থ বৎসরে উক্ত ব্যবসা বা কর্মকান্ড হইতে প্রতি বৎসর অর্জিত মুনাফার পরিমাণ এবং সেই বিষয়ে হিসাব নিরীক্ষকগণের একটি প্রত্যয়ন পত্র থাকিতে হইবে:	১২
তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যবসা বা কর্মকান্ড পাঁচ বৎসরের কম যে কোন সংখ্যক অর্থ বৎসরের (যথা, চার/তিন/দুই/এক) জন্য পরিচালিত কিন্তু উহার হিসাব প্রণীত হইয়া থাকিলে এই ক্রমিকের উপরোক্ত বিধান উক্ত কম সময়ের জন্য ও একইরূপে কার্যকর হইবে এবং এইরূপ যে কোন ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবসা বা কর্মকান্ড কতদিন যাবৎ চলিতেছে তাহাও উক্ত বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।	

১	২
১৩। (ক) প্রারম্ভিক ব্যয়ের প্রাক্কলিত পরিমাণ	১৩। (ক) . . .. টাকা
(খ) যে উদ্যোক্তা/ব্যক্তি উক্ত ব্যয় পরিশোধ করিয়াছেন বা করিবেন, তাহার নাম ও পরিচয়।	(খ) নাম ও পরিচয়
(গ) কোন উদ্যোক্তাকে কোন অর্থ পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে বা অভিপ্রায় থাকিলে উক্ত উদ্যোক্তার নাম, অর্থের পরিমাণ এবং উহা পরিশোধের কারণ/পণ।	(গ) উদ্যোক্তর নাম . . . . . অর্থের পরিমাণ . . . . . কারণ/পণ . . . . .
(ঘ) কোন উদ্যোক্তাকে অন্য কোন সুবিধা প্রদানের অভিপ্রায় থাকিলে উহার ধরন ও পরিমাণ এবং সুবিধা প্রদানের কারণ/পণ।	(ঘ) (১) উদ্যোক্তার নাম (২) সুবিধার ধরণ ও পরিমাণ (টাকায়)
১৪। নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির তারিখ, পক্ষ ও সাধারণ প্রকৃতি-	১৪।
(ক) পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট, সচিব ও ম্যানেজারের নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণকারী চুক্তি এবং	(ক) চুক্তির প্রকৃতি . . . . . তারিখ . . . . . পারিশ্রমিক পক্ষসমূহ . . . . .
(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি ব্যতীত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি-	(খ) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি . . . . .
(অ) কোম্পানীর সাধারণ কর্মকান্ড বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য সম্পাদিত চুক্তিসমূহ;	(অ)
(আ) এই বিবরণী দাখিলের দুই বৎসর পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি।	(আ)
১৫। যে সময় ও স্থানে নিম্নবর্ণিত চুক্তি/অনুলিপি/দলিল পরিদর্শন করা যায় তাহার বিবরণ-	১৫।
(ক) লিখিত মূল চুক্তি বা উহার অনুলিপি	(ক) সময় . . . . . স্থান . . . . .

১	২
(খ) চুক্তিটি অলিখিত হইলে উহার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত একটি স্মারক।	(খ) সময় . . . . . স্থান . . . . .
(গ) চুক্তিটির সম্পূর্ণ বা আংশিক ইংরেজী ব্যতীত অন্য কোন বিদেশী ভাষায় প্রণীত থাকিলে, চুক্তিটির ইংরেজী অনুবাদ বা ক্ষেত্রমত অন্য বিদেশী ভাষায় প্রণীত অংশের ইংরেজী অনুবাদ। এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত অনুবাদ সঠিক এই মর্মে একটি প্রত্যয়ণপত্র সংযুক্ত থাকিবে।	(গ) সময় . . . . . স্থান . . . . .
১৬। কোম্পানীর কোন নিরীক্ষক থাকিলে তাহাদের নাম ও ঠিকানা।	
১৭। (ক) কোম্পানী কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তিতে বা ক্ষেত্রমত কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণে প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট বা ম্যানেজারের কোন স্বার্থ থাকিলে উহার প্রকৃতি ও পরিধির বিবরণ-	১৭। (ক)
(খ) যে সম্পত্তি অর্জনের প্রস্তাব কোম্পানীর বিবেচনাধীন আছে সে সম্পত্তিতে উপরোক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থের বিবরণ-	(খ)
(গ) যে ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত কোন পরিচালকের স্বার্থ এই কারণে বিদ্যমান থাকে যে তিনি কোন ফার্মের অংশীদার সেক্ষেত্রে	(গ)
উক্ত ফার্মের স্বার্থের প্রকৃতি ও পরিধির বিবরণ-	
(ঘ) ক্রমিক (গ) এর ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি-	(ঘ)

(অ) কোম্পানীর পরিচালক হওয়ার জন্য তাহাকে বা উক্ত ফার্মকে উদ্বুদ্ধ করিতে বা যোগ্যতা সম্পন্ন করিতে তাহাকে বা উক্ত ফার্মকে নগদ অর্থ বা শেয়ার বা অন্য কিছু প্রদান করা হইয়া থাকিলে উক্ত অর্থ শেয়ার বা অন্য কিছুর পরিমাণ ও বিবরণ;

(আ) উক্ত কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণে বা গঠনে তৎকর্তৃক বা উক্ত ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে তাহাকে বা ফার্মকে প্রদত্ত অর্থ, শেয়ার বা অন্য কিছুর বিবরণ-

---

পরিচালক, প্রস্তাবিত পরিচালক, অথবা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত . . . . . .
তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর। . . . . . .

তারিখ: . . . . . .

তফসিল-৪
এর

দ্বিতীয় খন্ড
সন্নিবেশিতব্য প্রতিবেদনসমূহ

১। কোন ব্যবসা অর্জনের প্রস্তাব থাকিলে হিসাব রক্ষকগণের নামসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উপর তাহাদের একটি প্রতিবেদন থাকিতে হইবে, যথা:-

(ক) রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচটি অর্থ বৎসরের উক্ত ব্যবসার লাভ ও ক্ষতি, প্রতি বৎসর ভিত্তিতে; এবং

(খ) সর্বশেষ যে তারিখ পর্যন্ত হিসাব প্রণয়ন করা হইয়াছে সেই তারিখে উক্ত ব্যবসায়ের পরিসম্পদ ও দায় দায়িত্ব।

২। (১) যে ক্ষেত্রে অন্য কোন নিগমিত সংস্থার শেয়ার কোম্পানী কর্তৃক অর্জনের জন্য এমন প্রস্তাব করা হয় যে, উক্ত অর্জন দ্বারা বা উহার ফলশ্রুতিতে বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট কিছু করার সূত্রে সংস্থাটি উক্ত কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানীতে পরিণত হইবে, সে ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষকগণ এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (২) এবং (৩) এর বিধান অনুসারে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন, যাহাতে তাহাদের নামসহ উক্ত সংস্থার লাভ, ক্ষতি, পরিসম্পদ এবং দায়-দায়িত্বের বিবরণ উল্লেখ থাকিবে, এবং উহাতে আরো উল্লেখ করিতে হইবে যে অর্জিতব্য শেয়ারসমূহ যদি সংস্থার প্রারম্ভ হইতেই কোম্পানীর শেয়ার হইত তবে কোম্পানীর সদস্যদের উপর উক্ত শেয়ারসমূহের ব্যাপারে উক্ত সংস্থার পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে সংস্থার অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারগণকে কি সুবিধা প্রদেয় হইত।

(২) উক্ত অন্য নিগমিত সংস্থার কোন অধীনস্থ কোম্পানী না থাকিলে, অনুচ্ছেদ (১)-এ উল্লেখিত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিধৃত থাকবে, যথা:-

(ক) রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচটি অর্থ বৎসর পর্যন্ত সময়ের লাভ-ক্ষতির বর্ণনা প্রতি অর্থ বৎসর ভিত্তিতে, এবং

(খ) সর্বশেষ যে তারিখ পর্যন্ত উক্ত সংস্থার পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের হিসাব প্রণীত হইয়াছে সেই তারিখে উহার পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের বর্ণনা।

(৩) উক্ত অন্য নিগমবদ্ধ সংস্থার এক বা একাধিক অধীনস্থ কোম্পানী থাকিলে, উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর উল্লেখিত প্রতিবেদনটিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিধৃত থাকিবে, যথা:-

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত সংস্থার লাভ ও ক্ষতি পৃথকভাবে উল্লেখ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি, যথা:

(অ) উক্ত সংস্থার সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এইরূপ সামগ্রিক লাভ-ক্ষতি, যাহাতে উক্ত সকল অধীনস্থ কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, অথবা

(আ) পৃথক-পৃথকভাবে প্রত্যেক অধীনস্থ কোম্পানীর এমন লাভ বা ক্ষতি, যাহাতে উক্ত সংস্থার সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে;

(খ) দফা (ক) অনুসারে উক্ত সংস্থার লাভ-ক্ষতির পৃথক বর্ণনার পরিবর্তে উহার অধীনস্থ বা কোম্পানীসমূহের সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির যে অংশে উক্ত সংস্থার সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেই অংশসহ উক্ত সংস্থার সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির বর্ণনা;

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে উক্ত সংস্থার পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের পৃথক বিবরণ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিবরণ-

(অ) উক্ত সংস্থার অধীনস্থ সকল কোম্পানীর সামগ্রিক পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্ব।

(আ) পৃথক-পৃথকভাবে প্রতিটি অধীনস্থ কোম্পানীর পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্ব।

(ঘ) কোম্পানীর সদস্যগণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে সুবিধাদির বিবরণ।

তফসিল-৪
এর

তৃতীয় খন্ড

তফসিল-৪ এর প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলী

১। এই তফসিলে 'বিক্রেতা' শব্দটিতে তফসিল-২ এর তৃতীয় খন্ডে সংজ্ঞায়িত 'বিক্রেতা' শব্দটির অর্থও অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং 'অর্থ-বৎসর' শব্দটি উক্ত তফসিলের উক্ত খন্ডে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ বহন করিবে।

২। পাঁচটি অর্থ-বৎসরের কম সময়ব্যাপী পরিচালিত কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে, অথবা পাঁচটি অর্থ-বৎসরের কম সময়ব্যাপী ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে এইরূপ নিগমিত সংস্থার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবসা বা সংস্থার হিসাবপত্র যদি পাঁচটি অর্থ-বৎসর অপেক্ষা কম যে কোন সংখ্যক অর্থ-বৎসর (যথা চার/তিন/দুই/এক) বা সময় এর জন্য প্রণীত হইয়া থাকে, তবে উক্ত কম সময়ের হিসাবের ক্ষেত্রেও এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের বিধানাবলী যাহাতে পাঁচ বৎসরের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা কার্যকর হইবে যেন উক্ত কম বৎসর বা সময় পাঁচ অর্থ-বৎসরের ন্যায় একই মেয়াদ।

৩। এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের বিধান অনুসারে আবশ্যকীয় যে কোন প্রতিবেদনে-

(ক) উল্লেখিত লাভ-ক্ষতি, পরিসম্পদ ও দায় দায়িত্বের পরিমাণ সম্পর্কিত যে কোন সমন্বয় সাধনের ইঙ্গিত টীকার মাধ্যমে প্রতিবেদনকারী উল্লেখ করিবেন, যদি উক্ত ইঙ্গিত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহাদের নিকট প্রতীয়মান হয়; অথবা

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উহাদের ইঙ্গিতও থাকিতে হইবে।

৪। এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের বিধান অনুসারে হিসাবরক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হওয়া আবশ্যক হয় এইরূপ সফল প্রতিবেদন-

(ক) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুসারে কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগযোগ্য হিসাবরক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হইবে; এবং

(খ) এমন কোন হিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রণীত হইবে না, যিনি উক্ত কোম্পানীতে বা উহার অধীনস্থ বা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীতে কিংবা উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অপর কোন অধীনস্থ কোম্পানীতে কর্মকর্তা বা কর্মচারী (Servant) হিসাবে কর্মরত আছেন বা যিনি উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অধীনে কর্মরত আছেন বা যিনি উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর একজন অংশীদার।

ব্যাখ্যা : এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্মকর্তা বলিতে কোম্পানীর একজন প্রস্তাবিত পরিচালকও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, তবে কোন নিরীক্ষক অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

তফসিল-৫

(ধারা ২৩১ দ্রষ্টব্য)

কোন প্রাইভেট কোম্পানী পাবলিক কোম্পানীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর রেজিষ্ট্রারের নিকট যে প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণী দাখিল করিতে হইবে উহার ছক এবং উহাতে সন্নিবেশিতব্য প্রতিবেদনসমূহ।

প্রথম খন্ড

প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণীর ছক এবং উহাতে বিধৃতব্য বিবরণসমূহ

কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ধারা ২৩১ অনুসারে প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণী নিবন্ধের জন্য . . . . . কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক দাখিল করা হইল-

	যে সকল বিষয়ে তথ্য দিতে হইবে	তথ্যাদি
১।	(ক) কোম্পানীর নামিক শেয়ার-মূলধনের মোট পরিমাণ।	১। (ক) . . . . . টাকা
	(খ) প্রতিটি শেয়ারের নামিক মূল্য	(খ) . . . . . টাকা
	(গ) মোট শেয়ার সংখ্যা	(গ) . . . . .
	. . . . . শ্রেণীর শেয়ারের সংখ্যা	. . . . .
	. . . . . শ্রেণীর শেয়ারের সংখ্যা	. . . . .
২।	(ক) উপরি-উক্ত মূলধনের কোন অংশ পুনরুদ্ধারযোগ্য অগ্রাধিকারের শেয়ার হইলে উহার পরিমাণ।	২। (ক) মোট পরিমাণ . . . . . টাকা শেয়ারের সংখ্যা . . . . . . প্রতিটি শেয়ারের নামিক মূল্য . . . .

	১	২
	(খ) কোম্পানী সর্বপ্রথম যে তারিখে উক্ত শেয়ারসমূহ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে।	(খ) তারিখ . . . . .
৩।	নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের নাম, ঠিকানা এবং পেশা-	৩।
	(ক) পরিচালক বা প্রস্তাবিত পরিচালক	(ক)
	(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক	(খ)
	(গ) ম্যানেজিং এজেন্ট বা প্রস্তাবিত ম্যানেজিং এজেন্ট (যদি থাকে)।	(গ)
	(ঘ) ম্যানেজার বা প্রস্তাবিত ম্যানেজার।	(ঘ)
৪।	কোম্পানীর সংঘবিধি অনুসারে অথবা কোন চুক্তি সম্পাদনের সময় নির্বিশেষে উক্ত চুক্তি অনুসারে ক্রমিক নং-৩ এর (ক), (খ), (গ) ও (ঘ)-তে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের নিয়োগ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান, যদি থাকে, এবং তাহাদিগকে প্রদেয় পারিশ্রমিক।	৪। (ক) বিশেষ বিধান . . . . . (খ) পারিশ্রমিক . . . . .
৫।	(ক) ইস্যুকৃত শেয়ার-মূলধনের পরিমাণ	৫। (ক) . . . . . টাকা
	(খ) ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা	(খ) . . . . . টাকা
	(গ) উক্ত শেয়ারসমূহের উপর প্রদত্ত কমিশনের পরিমাণ।	(গ) . . . . . টাকা
৬।	(ক) কোন শেয়ার ইস্যুর উপর বাটা প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহার পরিমাণ, অথবা	৬। (ক) . . . . . টাকা
	(খ) বিবরণীর তারিখে উহার যতটুকু অবলিখিত (written off) করা হয় নাই ততটুকু।	(খ) . . . . . টাকা

	১	২
৭।	যে তারিখে কোম্পানী কার্যাবলী/ব্যবসা আরম্ভ করার অধিকারী হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে দুই বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত না হইয়া থাকিলে-	৭।
	(ক) প্রারম্ভিক ব্যয়ের প্রাক্কলিত পরিমাণ	(ক) . . . . . টাকা
	(খ) যে উদ্যোক্তা/ব্যক্তি উক্ত ব্যয় করিয়াছেন বা করিবেন তাহার নাম ও পরিচয়	(খ) নাম ও পরিচয় . . . . .
	(গ) কোন উদ্যোক্তাকে উক্ত প্রারম্ভিক ব্যয়ের আংশিক হিসাবে কোন অর্থ পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে বা উহা প্রদানের অভিপ্রায় থাকিলে তাহার নাম, অর্থের পরিমাণ এবং উহা পরিশোধের কারণ/পণ।	(গ) উদ্যোক্তার নাম . . . . . অর্থের পরিমান . . . . . কারণ/পণ . . . . .
	(ঘ) কোন উদ্যোক্তাকে অন্য কোন সুবিধা প্রদানের অভিপ্রায় থাকিলে উক্ত সুবিধার বিবরণ ও পরিমাণ এবং সুবিধা প্রদানের কারণ/পণ	(ঘ) উদ্যোক্তার নাম . . . . . সুবিধার ধরন ও টাকার পরিমাণ . . . . . কারণ/পণ . . . . .
৮।	কোম্পানীর শেয়ার-মূলধন বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারে বিভক্ত হইলে, কোম্পানীর সভায় উক্ত শ্রেণীর শেয়ার হোল্ডারগণকে ভোটদানের ব্যাপারে এবং মূলধন ও লভ্যাংশের ব্যাপারে প্রদত্ত অধিকার।	৮।
৯।	এই বিবরণীর তারিখের পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে নগদে ব্যতীত অন্যভাবে যে সকল শেয়ার ও ডিবেঞ্চার সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক পরিশোধিত শেয়ার ও ডিবেঞ্চার হিসাবে ইস্যু করা হইয়াছে বা হইবে বলিয়া সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে উহাদের সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ।	৯।(ক) সম্পূর্ণ পরিশোধিত/পরিশোধিতব্য শেয়ার (১) প্রতিটির মূল্যমান . . . . . টাকা (২) মোট শেয়ারের সংখ্যা . . . . . (৩) মোট পরিশোধিত/ পরিশোধিতব্য অর্থের পরিমাণ . . . . .

১	২
	(খ) আংশিক পরিশোধিত/ পরিশোধিতব্য শেয়ার-
	(১) প্রতিটির নামিক মূল্যমান . . . . . টাকা
	(২) মোট শেয়ারের সংখ্যা . . . . .
	(৩) আংশিক পরিশোধিত/ পরিশোধিতব্য অর্থের পরিমাণ . . . . .
	(৪) বকেয়া অর্থের পরিমাণ . . .
	(গ) সম্পূর্ণ পরিশোধিত/ পরিশোধিতব্য ডিবেঞ্চার-
	(১) প্রতিটির মূল্যমান . . . . . টাকা
	(২) মোট ডিবেঞ্চার সংখ্যা . . .
	(৩) মোট পরিশোধিত/ পরিশোধিতব্য অর্থের পরিমাণ . . . .
	(ঘ) আংশিক পরিশোধিত/ পরিশোধিতব্য ডিবেঞ্চার-
	(১) প্রতিটির মূল্যমান . . . . . টাকা
	(২) মোট ডিবেঞ্চার সংখ্যা . . .
	(৩) আংশিক পরিশোধিত/ পরিশোধিতব্য অর্থের পরিমাণ . . . . .

	১	২
		(৪) বকেয়া অর্থের পরিমাণ . . . .
১০।	ক্রমিক নং ৯-এ উল্লেখিত শেয়ার ডিবেঞ্চার ইস্যুর জন্য প্রদত্ত বা প্রদেয় পণ।	১০। (ক) শেয়ারের জন্য . . . . . টাকা
		(খ) ডিবেঞ্চারের জন্য . . . . . টাকা
১১।	(ক) সেই সকল শেয়ার/ডিবেঞ্চারের সংখ্যা বর্ণনা, ও টাকার অংকে উহাদের পরিমাণ, যেগুলিকে কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হইয়াছে বা বরাদ্দের সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে, এবং তাহার নিকট হইতে বিক্রির প্রস্তাব লাভের উদ্দেশ্যে ঐগুলিতে চাঁদা প্রদানের জন্য বা ঐগুলি অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাধীন অধিকার (option) দেওয়া হইয়াছে।	১১। (ক) শেয়ার- প্রতিটির নামিক মূল্যমান . . . . . টাকা শেয়ারের সংখ্যা . . . . . . মোট মূল্য . . . . . টাকা বর্ণনা . . . . . . ডিবেঞ্চার- প্রতিটির নামিক মূল্যমান . . . . . টাকা শেয়ারের সংখ্যা . . . . . . মোট মূল্য . . . . . .টাকা বর্ণনা . . . . .
	(খ) যে সময় পর্যন্ত উক্ত স্বেচ্ছাধীন অধিকার প্রয়োগযোগ্য।	(খ) . . . . . তাং পর্যন্ত শেয়ারের জন্য . . . . . তাং পর্যন্ত ডিবেঞ্চারের জন্য
	(গ) যে সকল শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের স্বেচ্ছাধীন অধিকার প্রয়োগযোগ্য সেই সকল শেয়ার/ডিবেঞ্চারের জন্য প্রদেয় মূল্য।	(গ) শেয়ারের জন্য . . . . . টাকা ডিবেঞ্চারের জন্য . . . . . টাকা
	(ঘ) স্বেচ্ছাধীন অধিকার বা উহার অধিকার লাভের পণ	(ঘ) পণের বর্ণনা . . . . .

	১	২
	(ঙ) যে ব্যক্তিগণকে স্বেচ্ছাধীন অধিকার বা উহা লাভের অধিকার দেওয়া হইয়াছে অথবা বিদ্যমান শেয়ার হোল্ডার বা ডিবেঞ্চার- হোল্ডারকে প্রদত্ত হইয়া থাকিলে উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের বর্ণনা।	(ঙ) ব্যক্তি/ শেয়ারহোল্ডার/ ডিবেঞ্চার- হোল্ডার এর নাম ও ঠিকানা।
১২।	(ক) যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর সাধারণ কার্যাবলী/ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই বিবরণের তারিখের পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে কোম্পানী যে সকল ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি ক্রয় বা অর্জনের চুক্তি সম্পাদন করার সম্মতি প্রদান বা প্রস্তাব করিয়াছে, সেই সকল বিক্রেতা/ব্যক্তি তাহাদের নাম, ঠিকানা ও পেশা, তবে যে ক্ষেত্রে কোম্পানী সাধারণ কার্যাবলী পরিচালনার জন্য, উক্ত চুক্তি সম্পাদন বা প্রস্তাব বা সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে অথচ উক্ত চুক্তি ইত্যাদির সহিত প্রাক্তন প্রাইভেট কোম্পানীর কোন সম্পর্ক নাই অথচ যে ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যের অর্থ গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেক্ষেত্রে তাহাদের নাম ইত্যাদির প্রয়োজন নাই।	১২। (ক) বিক্রেতা/ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও পেশা . . . . .
	(খ) প্রত্যেক বিক্রেতাকে পৃথক পৃথকভাবে প্রদত্ত/প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নগদে/শেয়ার/ডিবেঞ্চারে।	(খ) প্রত্যেক বিক্রেতাকে প্রদত্ত/প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নগদে/শেয়ারে/ডিবেঞ্চারে মোট অর্থ . . . . . টাকা
	(গ) ব্যবসায়ের সুনামসহ (goodwill) উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন অর্থ প্রদত্ত বা প্রদেয় হইয়া থাকিলে তাহা উল্লেখ করতঃ নগদ, শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের প্রদত্ত বা প্রদেয় অর্থের পরিমাণ।	(গ) নগদে . . .. .টাকা শেয়ারে . . . . . . ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে . . . . . সুনামের জন্য . . . . . টাকা

	১	২
১৩।	ক্রমিক নং ১২ তে উল্লিখিত সম্পত্তি সম্পর্কিত লেনদেন, যাহা বিবরণীর তারিখের পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে এবং যাহা উক্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পত্তি বিক্রেতা বা প্রস্তাবকারী ছিলেন, অথবা যাহারা ঐ সময়ে কোম্পানীর উদ্যোক্তা, পরিচালক অথবা প্রস্তাবিত পরিচালক ছিলেন তাহাদের উক্ত লেনদেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন স্বার্থ থাকিলে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	১৩।
১৪।	(ক) কোম্পানীর কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে চাঁদাদানের জন্য অথবা চাঁদাদানে সম্মতি দেওয়ার জন্য অথবা চাঁদাদাতা সংগ্রহের জন্য বা চাঁদাদাতা সংগ্রহ করিতে সম্মতির জন্য কমিশন হিসাবে কোন অর্থ প্রদত্ত বা প্রদেয় থাকিলে তাহার পরিমাণ।	১৪। (ক) কমিশন হিসাবে- প্রদত্ত অর্থ . . . . . টাকা প্রদেয় অর্থ . . . . . টাকা
	(খ) কমিশনের শতকরা হার।	(খ) শতকরা . . . . . হারে।
	(গ) কমিশনের বিনিময়ে কোন শেয়ারে কোন ব্যক্তি চাঁদাদান করিতে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকিলে উহার সংখ্যা।	(গ) শেয়ার সংখ্যা . . . . .
১৫।	কোন ব্যবসা বা কর্মকান্ড অর্জনের প্রস্তাব থাকিলে, তৎসম্পর্কিত একটি বিবৃতি আলাদা কাগজে দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত বিবৃতির তারিখর অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচটি অর্থ বৎসরে উক্ত ব্যবসা বা কর্মকান্ড হইতে প্রতি বৎসরে অর্জিত নীট মুনাফার পরিমাণ এবং সেই বিষয়ে হিসাব নিরীক্ষকগণের একটি প্রত্যয়নপত্র থাকিতে হইবে:	১৫।

১	২
তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যবসা বা কর্মকান্ড পাঁচ বৎসরের কম যে কোন সংখ্যক অর্থ বৎসর (যথা, চার/তিন/দুই/এক) এর জন্য পরিচালিত এবং উহার হিসাব প্রণীত হইয়া থাকিলে, এই ক্রমিক নম্বরের উপরোক্ত বিধান উক্ত কম সময়ের জন্যও একইরূপে কার্যকর হইবে এবং এইরূপ যে কোন ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবসা বা কর্মকান্ড কতদিন যাবত চলিতেছে তাহাও উক্ত বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।	
১৬। নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির তারিখ, পক্ষ ও সাধারণ প্রকৃতি	১৬।
(ক) পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার ও সচিবের নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণকারী চুক্তি; এবং	(ক) চুক্তি ও উহার প্রকৃতি . . . . . তারিখ . . . . . পারিশ্রমিক . . . . . পক্ষসমূহ . . . . .
(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ব্যতিরেকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি-	(খ) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি . . . . .
(অ) কোম্পানীর সাধারণ কর্মকান্ড বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য সম্পাদিত চুক্তিসমূহ;	(অ)
(আ) এই বিবরণী দাখিলের দুই বৎসর পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি।	(আ)
১৭। যে সময়ে ও স্থানে নিম্নবর্ণিত চুক্তি/অনুলিপি/দলিল পরিদর্শন করা যায় তাহার বিবরণ-	১৭।
(ক) লিখিত মূল চুক্তি বা উহার অনুলিপি-	(ক) সময় . . . . . স্থান . . . . .

	১	২
	(খ) চুক্তিটি অলিখিত হইলে, উহার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত একটি স্মারক।	(খ) সময় . . . . . স্থান . . . . .
	(গ) চুক্তিটির সম্পূর্ণ বা আংশিক ইংরেজী ব্যতীত অন্য কোন বিদেশী ভাষায় প্রণীত থাকিলে, সম্পূর্ণ চুক্তিটির ইংরেজী অনুবাদ বা ক্ষেত্রমত অন্য বিদেশী ভাষায় প্রণীত অংশের ইংরেজীর অনুবাদ। এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত অনুবাদ সঠিক এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত থাকিবে।	(গ) সময় . . . . . স্থান . . . . .
১৮।	কোম্পানীর কোন নিরীক্ষক থাকিলে তাহাদের নাম ও ঠিকানা।	১৮।
১৯।	(ক) কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণে বা কোম্পানী কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তিতে প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট বা ম্যানেজারের কোন স্বার্থ থাকিলে উহার প্রকৃতিও পরিধির বিবরণ-	১৯। (ক)
	(খ) যে সম্পত্তি অর্জনের প্রস্তাব কোম্পানীর বিবেচনাধীন আছে যে সম্পত্তিতে উপরোক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থের প্রকৃতি ও পরিধির বিবরণ-	(খ)
	(গ) যে ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত কোন পরিচালকের স্বার্থে এই কারণে বিদ্যমান থাকে যে তিনি কোন ফার্মের অংশীদার, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তিতে ফার্মের স্বার্থের প্রকৃতি ও পরিধির বিবরণ-	(গ)

১	২
(ঘ) ক্রমিক নং (গ) এর ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি-	(ঘ)
(অ) কোম্পানীর পরিচালক বা অন্য কোন পদধারী হওয়ার জন্য তাহাকে বা উক্ত ফার্মকে উদ্বুদ্ধ করিতে বা যোগ্যতা সম্পন্ন করিতে তাহাকে বা উক্ত ফার্মকে নগদ অর্থ বা শেয়ার বা অন্য কিছু প্রদান করা হইয়া থাকিলে উক্ত অর্থ শেয়ার বা অন্য কিছুর পরিমান ও বিবরণ-	(অ)
(আ) উক্ত কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহনে বা গঠনে তৎকর্তৃক বা উক্ত ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত দেবার বিনিময়ে তাহাকে বা ফার্মকে প্রদত্ত অর্থ, শেয়ার বা অন্য কিছুর বিবরণ-	(আ)
২০। (ক) এই বিবরণীর তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থ বৎসর অথবা কোম্পানী নিগমিত হওয়ার তারিখের বিবরণী দাখিলের তারিখ ও সময়-এই দুইয়ের স্বল্পতর মেয়াদের প্রতি অর্থ বৎসরে কোম্পানী বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার বাবদ লভ্যাংশ প্রদান করিয়া থাকিলে লভ্যাংশের হার।	২০। (ক)
(খ) উক্ত বৎসরসমূহের কোন বৎসরে কোন শ্রেণীর শেয়ার বাবদ কোন লভ্যাংশ প্রদান না করা হইয়া থাকিলে উক্ত বৎসর ও শ্রেণীর বিবরণ-	(খ)
উপরোক্ত পরিচালক বা প্রস্তাবিত পরিচালক অথবা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহাদের প্রতিনিধির স্বাক্ষর।	
তারিখ:	

তফসিল-৫
এর

দ্বিতীয় খন্ড

সন্নিবেশিতব্য প্রতিবেদনসমূহ

১। কোম্পানীর অইস্যুকৃত শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কোন ব্যবসা ক্রয়ের জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে, হিসাবরক্ষকগণের নামসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উপর তাহাদের একটি প্রতিবেদন থাকিতে হইবে-

(ক) রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচটি অর্থ বৎসরে উক্ত ব্যবসার লাভ ও ক্ষতির হিসাব প্রতি বৎসরের ভিত্তিতে এবং যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত হিসাব প্রণীত হয় সেই তারিখ পর্যন্ত উক্ত লাভ-ক্ষতির অবস্থা; এবং

(খ) সর্বশেষ যে তারিখ পর্যন্ত হিসাব প্রণয়ন করা হইয়াছে সেই তারিখে উক্ত ব্যবসায়ের পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্ব।

২। (১) যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর অইস্যুকৃত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়োগের মাধ্যমে অন্য কোন নিগমিত সংস্থার শেয়ার অর্জনের জন্য এমন প্রস্তাব করা হয় যে, উক্ত অর্জন দ্বারা বা উহার ফলশ্রুতিতে বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কিছু করার সূত্রে সংস্থাটি উক্ত কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানীতে পরিণত হইবে, সে ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষকগণ এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (২) এবং (৩) এর বিধান অনুসারে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন, যাহাতে তাহাদের নামসহ উক্ত সংস্থার লাভ-ক্ষতি, পরিসম্পদ এবং দায়-দায়িত্বের বিবরণ উল্লেখ থাকিবে; এবং উহাতে আরো উল্লেখ করিতে হইবে যে, অর্জিতব্য শেয়ারসমূহ যদি সংস্থার প্রারম্ভ হইতেই কোম্পানীর শেয়ার হইত তবে কোম্পানীর সদস্যের উপর উক্ত শেয়ারসমূহের ব্যাপারে উক্ত সংস্থার লাভ-ক্ষতির প্রভাব কিরূপ হইত এবং সংস্থাটির হিসাব প্রণীত উক্ত পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে উহার অন্যান্য শেয়ারের হোল্ডারগণকে কি সুবিধা প্রদেয় হইত।

(২) উক্ত অন্য নিগমিত সংস্থার কোন অধীনস্থ কোম্পানী না থাকিলে, অনুচ্ছেদ (১)-এ উল্লিখিত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিধৃত থাকিবে-

(ক) রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচটি অর্থ বৎসর পর্যন্ত সময়ের লাভ-ক্ষতির বর্ণনা, প্রতি অর্থ বৎসর ভিত্তিতে; এবং

(খ) সর্বশেষ যে তারিখ পর্যন্ত উক্ত সংস্থার পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের হিসাব প্রণীত হইয়াছে সেই তারিখে উহার পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের বর্ণনা।

(৩) উক্ত অন্য নিগমিত সংস্থার এক বা একাধিক অধীনস্থ কোম্পানী থাকিলে, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনটিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধৃত থাকিবে-

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত সংস্থার লাভ ও ক্ষতি পৃথকভাবে উল্লেখ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি-

(অ) উক্ত সংস্থার সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এইরূপ সামগ্রিক লাভ-ক্ষতি, যাহাতে উক্ত সকল অধীনস্থ কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, অথবা

(আ) পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক অধীনস্থ কোম্পানীর এমন লাভ বা ক্ষতি যাহাতে উক্ত সংস্থার সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে;

(খ) দফা (ক) অনুসারে উক্ত সংস্থার লাভ-ক্ষতির পৃথক বর্ণনার পরিবর্তে উহার অধীনস্থ কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহের সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির যে অংশে উক্ত সংস্থার সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেই অংশসহ উক্ত সংস্থার সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির বর্ণনা;

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে উক্ত সংস্থার পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের পৃথক বিবরণ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিবরণ-

(অ) উক্ত সংস্থার অধীনস্থ সকল কোম্পানীর সামগ্রিক পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্ব; অথবা

(আ) পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি অধীনস্থ কোম্পানীর পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্ব;

(ঘ) কোম্পানীর সদস্যগণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে, উক্ত অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে প্রদেয় সুবিধাদির বিবরণ।

তফসিল-৫
এর
৩য় খন্ড

পঞ্চম তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলী

১। এই তফসিলে 'বিক্রেতা' বলিতে তফসিল ২-এ তৃতীয় খন্ডে সংজ্ঞায়িত 'বিক্রেতা শব্দটির অর্থও অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং অর্থ বৎসর' শব্দটি উক্ত তফসিলের উক্ত খন্ডে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ বহন করিবে।

২। পাঁচটি অর্থ বৎসরের কম সময়ব্যাপী পরিচালিত কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে, অথবা পাঁচটি অর্থ বৎসরের কম সময়ব্যাপী ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে এইরূপ নিগমিত সংস্থার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবসা বা সংস্থার হিসাবপত্র যদি পাঁচটি অর্থ বৎসর অপেক্ষা কম যে কোন সংখ্যক অর্থ বৎসরের (যেমন: চার/তিন/দুই/এক) জন্য প্রণীত হইয়া থাকে তবে উক্ত কম সময়ের হিসাবের ক্ষেত্রেও এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের বিধানাবলী কার্যকর হইবে যেন উক্ত কম সময় পাঁচ অর্থ বৎসরের ন্যায় একই মেয়াদ।

৩। এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের বিধান অনুসারে আবশ্যকীয় যে কোন প্রতিবেদনে-

(ক) উল্লেখিত লাভ-ক্ষতি, পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত যে কোন সমন্বয় সাধনের ইঙ্গিত টীকার মাধ্যমে প্রতিবেদনকারী উল্লেখ করিবেন, যদি উক্ত ইঙ্গিত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহাদের নিকট প্রতীয়মান হয়; অথবা

(খ) দফা (ক) তে উল্লেখিত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উহাদের ইঙ্গিতও থাকিতে হইবে।

৪। এই তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের বিধান অনুসারে হিসাবরক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হওয়া আবশ্যক হয় এইরূপ সকল প্রতিবেদন-

(ক) এই আইন অনুসারে কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগযোগ্য হিসাবরক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হইবে; এবং

(খ) এমন কোন হিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রণীত হইবে না, যিনি উক্ত কোম্পানীতে বা উহার অধীনস্থ বা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীতে কিংবা উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অপর কোন অধীনস্থ কোম্পানীতে কর্মকর্তা বা অন্যবিদ কর্মচারী হিসাবে কর্মরত আছেন বা যিনি উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অধীনে কর্মরত আছেন বা যিনি উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর একজন অংশীদার।

ব্যাখ্যা-এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'কর্মকর্তা' বলিতে কোম্পানীর একজন প্রস্তাবিত পরিচালকও, অন্তর্ভুক্ত হইবেন, তবে কোন নিরীক্ষক অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

তফসিল-৬

(ধারা ৬ এবং ২২৬ দ্রষ্টব্য)

শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানীর সংঘস্মারক

১ম। কোম্পানীর নাম . . . . . লিমিটেড (যেমন- দি ইষ্টার্ণ ষ্টীম লিমিটেড)।

২য়। কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত থাকিবে।

৩য়। কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইতেছে, নিম্নরূপ:-

(যেমন-কোম্পানী কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত স্থানসমূহে জাহাজ কিংবা নৌকায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে কোম্পানী আনুষংগিক এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজও করিবে।)

৪র্থ। সদস্যগণের দায়-দায়িত্ব সীমিত।

৫ম। কোম্পানীর শেয়ার মূলধন . . . . . টাকা, যাহা প্রতিটি . . . . . টাকা মূল্যের . . . . . শেয়ারে বিভক্ত।

আমরা কতিপয় ব্যক্তি আমাদের নাম, ঠিকানা নিম্নে প্রদর্শনপূর্বক স্বাক্ষর দান করিলাম, এবং এই সংঘস্মারক অনুসারে একটি কোম্পানী গঠনে ইচ্ছুক হইয়া তদুদ্দেশ্যে আমরা আমাদের স্ব স্ব নামের বিপরীতে লিখিত সংখ্যক শেয়ার কোম্পানীর শেয়ার মূলধন হইতে গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

স্বাকরকারীগণের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা ও পরিচয়।	প্রত্যেক স্বাক্ষরকারীগণ কর্তৃক গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা। (অংকে ও কথায়)	স্বাক্ষর
১। ,,		,,
২। ,,		,,
৩। ,,		,,
৪। ,,		,,
৫। ,,		,,
৬। ,,		,,
৭। ,,		,,
	মোট গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা	

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ: উপরোক্ত স্বাক্ষরসমূহ সত্যায়নকারী সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর:

১।

২।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ।

তফসিল-৭
(ধারা ৭ এবং ২২৬ দ্রষ্টব্য)

গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় এবং শেয়ার মূলধনবিহীন কোম্পানীর সংঘ-স্মারক ও সংঘবিধি
সংঘ-স্মারক

১ম। কোম্পানীর নাম . . . . . লিমিটেড [(যেমন- দি মিউচুয়াল (ঢাকা) . . . . . কোম্পানী লিমিটেড]।

২য়। কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত থাকিবে।

৩য়। কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইতেছে, নিম্নরূপ :- (যেমন- কোম্পানীর সদস্যগণের মালিকানাধীন জাহাজসমূহের মিউচুয়াল বীমার ব্যবস্থা করা এবং এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আনুষংগিক এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ করা।)

৪র্থ। সদস্যগণের দায়-দায়িত্ব সীমিত।

৫ম। কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্য এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি সদস্য থাকাকালীন সময়ে অথবা তাহার সদস্যপদ সমাপ্তির পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে কোম্পানী অবলুপ্ত হইলে, ইহার অবলুপ্তির পুর্ব পর্যন্ত বা তাহার সদস্যপদ সমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানীর যে সকল ঋণ ও দায়-দায়িত্ব থাকিবে তাহা পরিশোধের জন্য এবং কোম্পানী অবলুপ্তির ব্যয় এবং এতদ্সংক্রান্ত চার্জ পরিশোধের জন্য এবং প্রদায়কগণের পারস্পরিক অধিকার সমন্বয় সাধনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে সেই অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে অনধিক . . . . . টাকা পরিমাণ অর্থ কোম্পানীর পরিসম্পদ প্রদান করিতে প্রত্যেক সদস্য বাধ্য থাকিবে।

আমরা কতিপয় ব্যক্তি আমাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদানপূর্বক এই সংঘ-স্মারক অনুসারে একটি কোম্পানী গঠনে ইচ্ছুক হইয়া স্বাক্ষর করিলাম-

স্বাক্ষরকারীগণের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা ও পরিচয়।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ।

উপরোক্ত স্বাক্ষরসমূহ সত্যায়নকারী সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর:

১।
২।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ।

সংঘবিধি

(যাহা পূর্ববর্তী সংঘ-স্মারকের সহিত সংযুক্ত হইবে)।

সদস্য-সংখ্যা

১। নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা ঘোষণা করা হইল যে, কোম্পানীতে . . . . . জন সদস্য থাকিবে।

২। পরবর্তীতে পরিচালকগণ কোম্পানীর কার্যাবলী অথবা কোম্পানীর প্রয়োজনে যে কোন সময় সদস্যগণের সংখ্যা বর্ধিত করিতে এবং তাহা নিবন্ধন করিতে পারিবেন।

সদস্যের সংজ্ঞা

৩। প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি অতঃপর বিধৃত প্রবিধান অনুসারে, ... করেন (যেমন- কোন জাহাজ অথবা উহার কোন শেয়ারের বীমা করেন) তিনি কোম্পানীর সদস্য হইতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

সাধারণ সভা

৪। কোম্পানীর প্রথম সাধারণ সভা কোম্পানী নিগমিত (incorporated) হওয়ার কমপক্ষে এক মাস পর তবে অনধিক তিন মাসের মধ্যে পরিচালকগণের নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

৫। কোম্পানীর সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ হইতে অনধিক পনের মাসের মধ্যে প্রতি বৎসর একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে, অথবা ইহাতে ব্যর্থ হইলে, পরবর্তী যে মাসে কোম্পানী নিগমিত হওয়ার বার্ষিকীর তারিখ পড়ে সেইমাসে পরিচালকগণ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। অনুরূপভাবেও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হইলে, কোম্পানীও অন্ততঃ দুইজন সদস্যের আহবানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং আহবানকারী সদস্যগণ যতদূর সম্ভব সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন যে পদ্ধতি এতদুদ্দেশ্যে পরিচালকগণ অনুসরণ করিয়া থাকেন।

৬। উপরি-উল্লিখিত সাধারণ সভাসমূহ সাধারণ সভা নামে অভিহিত হইবে এবং অন্যান্য সকল সাধারণ সভা বিশেষ সভা নামে অবহিত হইবে।

৭। পরিচালকগণ যখনই প্রয়োজন মনে করিবেন তখনই বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন; এবং কোম্পানীর এক-দশমাংশ বা ততোধিক সদস্যের নিকট হইতে রিকুইজিশন পাওয়া গেলে উক্ত সভা আহবান করিতে পরিচালকগণ বাধ্য থাকিবেন।

৮। সদস্যগণ তাহাদের রিকুইজিশন পত্রে প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য উল্লেখ করিবেন এবং অবশ্যই উক্ত রিকুইজিশন স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়ে জমা দিবেন।

৯। রিকুইজিশনপত্র প্রাপ্তির পর পরিচালকগণ অবিলম্বে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যাহাতে রিকুইজিশন জমা দেওয়ার তারিখ হইতে একুশ দিনের মধ্যে সভা অনুষ্ঠান করা যায়, অন্যথায় রিকুইজিশনকারীগণ নিজেরাই সভা আহবান করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভার কার্যধারা

১০। সভার স্থান, তারিখ, সময় এবং বিশেষ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে উহার সাধারণ প্রকৃতি নোটিশে উল্লেখপূর্বক সদস্যগণকে, অতঃপর উল্লিখিত পদ্ধতিতে অথবা কোম্পানীর সাধারণ সভার অনুরূপ অন্য কোন পদ্ধতি নির্ধারিত হইয়া থাকিলে সেই পদ্ধতিতে কমপক্ষে চৌদ্দ দিনের নোটিশ দিতে হইবে, তবে সাধারণ সভার কার্যধারা শুধুমাত্র এই কারণে অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না যে কোম্পানীর সদস্যগণের মধ্যে কেহ উক্ত নোটিশ পান নাই।

১১। বিশেষ সাধারণ সভায় সম্পাদিত সকল কার্যাবলী বিশেষ কার্যাবলী বলিয়া গণ্য হইবে এবং সাধারণ সভায় কোম্পানীর হিসাব, ব্যালান্স শীট, পরিচালক ও নিরীক্ষকগণের সাধারণ প্রতিবেদন, পর্যায়ক্রমে পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা অবসরগ্রহণ করিলে তাহাদের স্থলে নতুন পরিচালক ও কর্মকর্তা নির্বাচন এবং নিরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক নির্ধারণের বিষয় বিবেচনা ব্যতীত অন্য যে কোন কার্যাবলী সাধারণ কার্যাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। কোন সভার কার্য আরম্ভের সময় কোরাম না হইলে, লভ্যাংশ ঘোষণা ব্যতীত অন্য কোন কার্য উক্ত সভায় সম্পাদন করা যাইবে না। সভা অনুষ্ঠানের সময় কোম্পানীর মোট সদস্য সংখ্যা দশের অধিক না হইলে, পাঁচ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে এবং সদস্য-সংখ্যা দশের অধিক হইলে প্রতি পাঁচজন অতিরিক্ত সদস্যের জন্য উক্ত কোরাম সংখ্যার সহিত একজন সংযোজিত হইবে, তবে কোন অবস্থাতেই কোরাম সংখ্যা দশের অধিক হইবে না।

১৩। সদস্যগণের রিকুইজিশনজনিত সভার ক্ষেত্রে, সভার নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে কোরাম না হইলে উক্ত সভা ভংগ করিতে হইবে; অন্য যে কোন সভার ক্ষেত্রে, ইহা পরবর্তী সপ্তাহের একই দিন, একই সময় ও একই স্থানে অনুষ্ঠানের জন্য মূলতবী হইয়া যাইবে; এবং অনুরূপ মূলতবী সভায় কোরাম না হইলে উক্ত সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী থাকিবে।

১৪। পরিচালক পরিষদের চেয়ারম্যান কোম্পানীর প্রত্যেক সাধারন সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১৫। সভা অনুষ্ঠানের সময় চেয়ারম্যান উপস্থিত না থাকিলে, উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।

১৬। সভাপতি সভার সম্মতিক্রমে বিভিন্ন সময় ও স্থানে উক্ত সভা মূলতবী করিতে পারিবেন। তবে সভা যে পর্যায়ে মূলতবী হয় সেই পর্যায়ে অনিষ্পন্ন থাকা কার্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য মূলতবী সভায় সম্পাদন করা যাইবে না।

১৭। যে কোন সাধারণ সভায়, কোন বিষয়ে কমপক্ষে তিনজন সদস্য কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ভোট (poll) গ্রহণ দাবী না করা হইলে, উক্ত সভায় উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে মর্মে সভাপতির ঘোষণা এবং তদনুযায়ী কোম্পানীর কার্যধারা বহিতে উহা লিপিবদ্ধকরণ সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা বা অনুপাতের প্রথম ব্যতিরেকেই, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সত্যতার চূড়ান্ত সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। কোন সাধারণ সভায় কোন বিষয়ে অন্ততঃ তিনজন সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট গ্রহণ দাবী করিলে সভাপতির নির্দেশিত পদ্ধতিতে ভোট-পর্ব অনুষ্ঠিত হইবে এবং যে সভায় ভোট দাবী করা হইয়াছিল সেই সভার সিদ্ধান্ত ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

সদস্যগণের ভোট

১৯। প্রত্যেক সদস্যের একটি মাত্র ভোট থাকিবে, একাধিক নয়।

২০। কোন সদস্য উন্মাদ (Lunatic) কিংবা জড়বুদ্ধি (Idiot) হইলে তিনি এতদুদ্দেশ্যে তাহার জন্য নিযুক্ত কমিটি বা অন্যান্য আইনানুগ অভিভাবকের মাধ্যমে ভোট দিতে পারিবেন।

২১। কোন সদস্যের নিকট কোম্পানীর পাওনা সমুদয় অর্থ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর কোন সভায় ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন না।

২২। আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে, কোন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে কিংবা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দিতে পারিবেন:

তবে, শর্ত থাকে যে, প্রক্সি নিয়োগকারী নিজ স্বাক্ষরে অথবা নিয়োগকারী কোন নিগমিত সংস্থা হইলে, উহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাধারণ সীলমোহর অংকিত করিয়া লিখিতভাবে প্রক্সি নিয়োগ করিবেন:

আরো শর্ত থাকে যে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর ৮৬ ধারা অনুসারে উহার পরিচালকগণ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকা পর্যন্ত কোন সদস্য প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দিতে পারিবেন না।

২৩। (১) কোন ব্যক্তি কোন সভায় প্রক্সি হিসাবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত না হইলে তিনি প্রক্সি হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন না।

(২) যে সভায় প্রস্তাবিত ভোট দেওয়া হইবে সেই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্যূন ৪৮ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি নিয়োগ সংক্রান্ত দলিল কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

২৪। প্রক্সি নিয়োগের দলিল নিম্নরূপ ছকে প্রণীত হইবে-

. . . . . কোম্পানী, লিমিটেড . . . . . .

. . . . . আমি . . . . . ঠিকানা . . .

. . . . . .

. . . . . কোম্পানী, লিমিটেড-এর একজন

সদস্য হিসাবে . . . . . এতদ্বারা

জনাব . . . . . ঠিকানা . . . . . .

. . . . . কে ১৯ . . . . . সালের . . . . . .

মাসের . . . . তারিখে অনুষ্ঠিতব্য উক্ত কোম্পানীর সাধারণ/বিশেষ সভায় এবং উহার মূলতবী সভায় আমার পক্ষে এবং ক্ষেত্রমত আমার অনুকূলে ভোট প্রদানের জন্য প্রক্সি নিয়োগ করিলাম।

অদ্য ১৯ . . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখে স্বাক্ষর করিলাম।

পরিচালকগণ

২৫। কোম্পানীর পরিচালকগণের সংখ্যা এবং প্রথম পরিচালকগণের নাম কোম্পানীর সংঘ-স্মারকে স্বাক্ষরকারীগণ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২৬। পরিচালকগণের নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানীর সংঘ-স্মারকে স্বাক্ষরকারীগণ, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিচালক বলিয়া গণ্য হইবেন।

পরিচালকের ক্ষমতা

২৭। কোম্পানীর কার্যাবলী পরিচালকগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে, এবং তাহারা এমন সকল ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে পারিবেন যেগুলি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অথবা এই সংঘবিধির বিধান অনুসারে কোম্পানীর সাধারণ সভায় কোম্পানী কর্তৃক প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না; তবে কোম্পানীর সাধারণ সভায় প্রণীত কোন বিধান পরিচালক কর্তৃক তৎপূর্বে সম্পাদিত এমন কোন কাজকে অবৈধ প্রতিপন্ন করিবে না, যাহা উক্ত বিধান প্রণীত না হইলে বৈধ হইত।

পরিচালক নির্বাচন

২৮। পরিচালকগণ প্রতি বৎসর কোম্পানীর সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন।

কোম্পানীর কার্যাবলী

(যে পদ্ধতিতে কোম্পানীর বীমা সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালিত হইবে সেই পদ্ধতি নিম্নোক্ত বিধান এখানে সন্নিবেশিত করুন)।

২৯। নিরীক্ষকগণ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর ধারা ১০ এবং ২১৩ অনুসারে নিযুক্ত হইবেন; এবং এতদুদ্দেশ্যে ধারা দুইটি এইরূপে কার্যকরী হইবে যেন ধারা দুইটিতে 'শেয়ার হোল্ডার' শব্দটির পরিবর্তে 'সদস্য' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

নোটিশ

৩০। কোম্পানী উহার যে কোন সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার নিবন্ধিকৃত ঠিকানায় ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩১। যে ক্ষেত্রে ডাকযোগে নোটিশ প্রেরণ করা হয় সেক্ষেত্রে যথাযথভাবে ঠিকানা লিখিয়া, ডাকমাশুল পূর্বে, পরিশোধ করিয়া এবং নোটিশ সম্বলিত একখানা চিঠি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইলে নোটিশটি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ডাকের সাধারণ গতিতে যে সময়ে কোন চিঠি ইহার প্রাপকের নিকট পৌঁছায় সেই সময় উক্ত নোটিশটি উক্ত সদস্যের নিকট পৌঁছিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না ইহার বিপরীত কোন কিছু প্রমাণিত হয়।

স্বাক্ষরকারীগণের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা, পরিচয় এবং স্বাক্ষর

১।
২।
৩।
৪।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ।

উপরি-উক্ত স্বাক্ষর সত্যায়নকারী সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও পরিচয়।
১।
২।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ।

তফসিল-৮
(ধারা ৭ এবং ২২৬ দ্রষ্টব্য**)**

গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত দায় এবং শেয়ার-মূলধন সম্পন্ন কোম্পানীর সংঘ-স্মারক এবং সংঘবিধি।

সংঘ-স্মারক

১ম। এই কোম্পানীর নাম . . . . . কোম্পানী লিমিটেড, (যেমন- দি স্নোয়ী হোটেল কোম্পানী, লিমিটেড)।

২য়। কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত থাকিবে।

৩য়। কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইতেছে নিম্নরূপ : (পর্যটকদের জন্য হোটেল এবং সমুদ্র ও স্থল পথে পরিবহন এবং বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া স্নোয়ী রেঞ্জে ভ্রমণের সুব্যবস্থা করা এবং উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য আনুষঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা)।

৪র্থ। সদস্যগণের দায়-দায়িত্ব সীমিত।

৫ম। কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্য এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তাহার সদস্য থাকাকালীন সময়ে অথবা তাহার সদস্যপদ সমাপ্তির পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর অবলুপ্ত হইলে, কোম্পানীর অবলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বা তাহার সদস্যপদ সমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত টাকা কোম্পানীর যে সকল ঋণ ও দায়-দায়িত্ব থাকিবে তাহা পরিশোধের জন্য এবং কোম্পানী অবলুপ্তির ব্যয় এবং এতদসংক্রান্ত চার্জ পরিশোধের জন্য এবং প্রদায়কগণের পারস্পরিক অধিকার সমন্বয় সাদনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে সেই অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে অনধিক . . . . . টাকা কোম্পানীর পরিসম্পদে প্রদান করিতে প্রত্যেক সদস্য বাধ্য থাকিবেন।

৬ষ্ঠ। কোম্পানীর শেয়ার মূলধনের পরিমাণ . . . . . টাকা, যাহা প্রতিটি . . . . . টাকা মূল্যে . . . . শেয়ারে বিভক্ত।

আমরা কতিপয় ব্যক্তি আমাদের নাম, পরিচয়, ঠিকানা নিম্নে প্রদানপূর্বক স্বাক্ষর করিলাম এবং এই সংঘ-স্মারক অনুসারে একটি কোম্পানী গঠনে ইচ্ছুক হইয়া এতদুদ্দেশ্যে কোম্পানীর শেয়ার মূলধন হইতে আমাদের স্ব স্ব নামের বিপরীতে লিখিত সংখ্যক শেয়ার গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম-

স্বাক্ষরকারীগণের নাম, ঠিকানা ও জাতীয়তা এবং পরিচয়।	প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা। (অংকে ও কথায়)	স্বাক্ষর
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		
৭।		
	মোট গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা	

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ:

উপরি-উক্ত স্বাক্ষর সত্যায়নকারী সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর:

১।

২।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . .তারিখ।

সংঘবিধির ফরম, যাহা পূর্ববর্তী সংঘ-স্মারকের সহিত সংযুক্ত হইবে।

১। কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনের পরিমাণ . . . . . যাহা প্রতি . . . . . টাকা মূল্যের . . . . . শেয়ারে বিভক্ত।

২। পরিচালকগণ, কোম্পানীর সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে শেয়ারসমূহের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিবেন।

৩। পরিচালকগণ, কোম্পানীর সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে, কোম্পানীর যে কোন শেয়ার বাতিল করিতে পারিবেন।

৪। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ . . . . . এর তফসিল-১ এর প্রবিধানসমূহ এই সংঘবিধিতে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

স্বাক্ষরকারীগণের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা, পরিচয় এবং স্বাক্ষর-

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ।

উপরোক্ত স্বাক্ষরসমূহ সত্যায়নকারী সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর।

১।
২।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ।

তফসিল-৯

(ধারা ৮ এবং ২২৬ দ্রষ্টব্য**)**

শেয়ার মূলধন সম্পন্ন অসীমিত দায় কোম্পানীর সংঘ-স্মারক ও সংঘবিধি

সংঘ-স্মারক

১ম। কোম্পানীর নাম . . . . . কোম্পানী, (যেমন- দি পেটেন্ট ষ্টিরিও কোম্পানী)।

২য়। কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত থাকিবে।

৩য়। কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইতেছে নিম্নরূপ : (যেমন- ষ্টিরিও টাইপ প্লেটের ফাউন্ডিং ও কাষ্টিং-এর পেটেন্ট পদ্ধতি কার্যকর করা, যে পেটেন্ট পদ্ধতির একমাত্র কৃতি স্বত্বাধিকারী হইতেছেন ঢাকা নিবাসী-ক, খ)।

৪র্থ। কোম্পানীর শেয়ার-মূলধন . . . . . টাকা, যাহা প্রতিটি . . . . . টাকা মূল্যের . . . . . শেয়ারে বিভক্ত।

আমরা কতিপয় ব্যক্তি আমাদের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা ও পরিচয় নিম্নে প্রদানপূর্বক স্বাক্ষর করিলাম এবং এই সংঘ-স্মারক অনুসারে একটি কোম্পানী গঠনে ইচ্ছুক হইয়া এতদুদ্দেশ্যে কোম্পানীর শেয়ার-মূলধন হইতে আমাদের স্ব স্ব নামের বিপরীতে উল্লিখিত সংখ্যক শেয়ার গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রদান করিলাম:-

নামসমূহ	স্বাক্ষরকারীগণের ঠিকানা, জাতীয়তা	প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা	স্বাক্ষর
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			
৬।			
৭।			
		মোট গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা	

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ ।

উপরোক্ত স্বাক্ষরসমূহের সত্যায়নকারী সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর:

১।

২।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . .তারিখ।

সংঘবিধির ছক, যাহা পূর্ববর্তী সংঘ-স্মারকের সহিত সংযুক্ত হইবে

১। কোম্পানীর শেয়ার-মূলধন. . . . . টাকা, যাহা প্রতিটি . . . . . টাকা মূল্যের . . . . . শেয়ারে বিভক্ত।

২। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ . . . . . এর তফসিল-১ এই সংঘবিধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

স্বাক্ষরকারীগণের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা, পরিচয় ও স্বাক্ষর-

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ।

উপরোক্ত স্বাক্ষরসমূহ সত্যায়নকারী সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর:-
১।
২।

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ।

[1][**তপশিল - ৯ক**
(ধারা ৩৯২ক দ্রষ্টব্য)
ফরম-ক

শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় এক ব্যক্তি কোম্পানীর স্মারক

১ম। এক ব্যক্তি কোম্পানীর নাম:..... ।
২য়। এক ব্যক্তি কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় : ..... ।
৩য়। এক ব্যক্তি কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইতেছে নিম্নরূপ, যথা:-
(ক) .....
(খ) .....
(গ) .....
(ঘ) .....

[1] তপশিল ৯ক ও তপশিল ৯খ কোম্পানী (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৪ নং আইন) এর ১২ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

(ঙ) .....
(চ) .....
(ছ) .....
.....

৪র্থ। আমি এই স্মারক অনুসারে একটি এক ব্যক্তি কোম্পানী গঠন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইহার সকল শেয়ার মূলধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম এবং আমার নাম, ঠিকানা নিম্নে প্রদানপূর্বক স্বাক্ষর করিলাম, যথা:-

উদ্যোক্তার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ই-টিন নম্বর, ই-মেইল, জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর	গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা	উদ্যোক্তার ছবি	উদ্যোক্তার স্বাক্ষর

সাক্ষীর নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ই-টিন নম্বর, ই-মেইল, জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর	সাক্ষীর স্বাক্ষর

ফরম-খ

গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় এবং শেয়ার মূলধনবিহীন এক ব্যক্তি কোম্পানীর স্মারক

১ম। এক ব্যক্তি কোম্পানীর নাম:..... ।
২য়। এক ব্যক্তি কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় : ..... ।
৩য়। এক ব্যক্তি কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইতেছে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) .....
(খ) .....
(গ) .....
(ঘ) .....
(ঙ) .....
(চ) .....
(ছ) .....
.....

৪র্থ। আমি এই স্মারক অনুসারে একটি শেয়ার মূলধনবিহীন এক ব্যক্তি কোম্পানী গঠন করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমার নাম, ঠিকানা নিম্নে প্রদানপূর্বক স্বাক্ষর করিলাম, যথা:-

উদ্যোক্তার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ই-টিন নম্বর, ই-মেইল, জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর	উদ্যোক্তার ছবি	উদ্যোক্তার স্বাক্ষর

সাক্ষীর নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ই-টিন নম্বর, ই-মেইল, জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর	সাক্ষীর স্বাক্ষর

ফরম-গ

গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় এবং শেয়ার মূলধন সম্পন্ন এক ব্যক্তি কোম্পানীর স্মারক

১ম। এক ব্যক্তি কোম্পানীর নাম:..... ।
২য়। এক ব্যক্তি কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় : ..... ।
৩য়। এক ব্যক্তি কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইতেছে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) .....
(খ) .....
(গ) .....
(ঘ) .....
(ঙ) .....
(চ) .....
(ছ) .....
.....

৪র্থ। আমি এই স্মারক অনুসারে একটি এক ব্যক্তি কোম্পানী গঠন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইহার সকল শেয়ার মূলধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম এবং আমার নাম, ঠিকানা নিম্নে প্রদানপূর্বক স্বাক্ষর করিলাম, যথা:-

উদ্যোক্তার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ই-টিন নম্বর, ই-মেইল, জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর	গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা	উদ্যোক্তার ছবি	উদ্যোক্তার স্বাক্ষর

সাক্ষীর নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ই-টিন নম্বর, ই-মেইল, জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর	সাক্ষীর স্বাক্ষর

তপশিল - ৯খ
(ধারা ৩৯২ক এবং ৩৯২চ দ্রষ্টব্য)
শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানীর বিধি

১। এক ব্যক্তির কোম্পানীর শেয়ার ট্রান্সমিশন:

(ক) এক ব্যক্তির কোম্পানীর একমাত্র সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত সদস্য কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত সদস্যের সকল শেয়ারের স্বত্ববান ব্যক্তি বলিয়া কোম্পানী কর্তৃক স্বীকৃত হইবেন;

(খ) একমাত্র সদস্যের মৃত্যুর ফলে মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সদস্যের সকল শেয়ারের অধিকারী হইবার বিষয়টি কোম্পানী কর্তৃক রেজিস্ট্রারকে অবহিত করিতে হইবে;

(গ) মনোনীত ব্যক্তি মৃত একমাত্র সদস্যের ন্যায় একই লভ্যাংশ এবং অন্যান্য অধিকার লাভের অধিকারী হইবেন এবং একইভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন; এবং

(ঘ) মনোনীত ব্যক্তি, সদস্য হইবার পর, অন্য কোন ব্যক্তিকে, তাহার লিখিত পূর্ব সম্মতি গ্রহণপূর্বক, মনোনীত করিবেন, যিনি উক্ত সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে কোম্পানীর সদস্য হইবেন।

২। এক ব্যক্তি কোম্পানীর সভা:

(ক) কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের উপর একমাত্র সদস্য সম্মতি প্রদান করিলে এবং সংরক্ষিত কার্যবিবরণী বহিতে উক্ত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিলে উহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত কার্যবিবরণী বহিতে একমাত্র সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষর এবং তারিখ প্রদান করিতে হইবে; এবং

(গ) একমাত্র সদস্য কর্তৃক কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের তারিখ হইতে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হইবে।]

তফসিল-১০
(ধারা ৩৬ (১) দ্রষ্টব্য)

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর প্রথম খন্ড অনুযায়ী শেয়ার-মূলধন পরিস্থিতির সার-সংক্ষেপ এবং শেয়ারহোল্ডার/পরিচালকগণের তালিকা।

১৯ . . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ অর্থাৎ ১৯ . . . . . সালের ১ম সাধারণ সভার দিন পর্যন্ত . . . . . কোম্পানী লিমিটেড শেয়ার-মূলধন এবং শেয়ার পরিস্থিতির সার-সংক্ষেপ।

নামিক শেয়ার-মূলধন . . . . . টাকা, যাহা প্রতিটি . . . . . টাকা মূল্যের শেয়ার হিসাবে . . . . . টি শেয়ারে বিভক্ত।

১। ১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের তারিখ পর্যন্ত গৃহীত শেয়ারসমূহের মোট সংখ্যা . . . . . (যাহার সহিত তালিকায় প্রদর্শিক বিদ্যমান সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত শেয়ারের মোট সংখ্যার অবশ্যই মিল থাকিতে হইবে)।

২। সম্পূর্ণ নগদে পরিশোধিতব্য হিসাবে ইস্যুকৃত শেয়ারসমূহের সংখ্যা . . . .।

৩। নগদ ব্যতীত অন্যভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিতব্য হিসাবে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা . . . . . ।

৪। (ক) নগদ ব্যতীত অন্যভাবে আংশিক পরিশোধিতব্য শেয়ারের সংখ্যা . . . . . ।

(খ) এইরূপ প্রতিটি শেয়ারের যতটুকু নগদে ব্যতীত অন্যভাবে পরিশোধিতব্য . . . . . ।

৫। প্রতিটি . . . . . শ্রেণীর শেয়ারের উপর তলবীকৃত অর্থের পরিমাণ . . . . . টাকা।

৬। প্রতিটি . . . . . শ্রেণীর শেয়ারের উপর তলবীকৃত অর্থের পরিমাণ . . . . . টাকা।

৭। প্রতিটি . . . . . শ্রেণীর শেয়ারের উপর তলবীকৃত অর্থের পরিমাণ . . . . . টাকা।

৮। তলবের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অর্থের মোট পরিমাণ . . . . . ।

৯। (ক) শেয়ারের আবেদনের সহিত প্রাপ্ত অর্থের মোট পরিমাণ . . . . . টাকা।

(খ) আবেদনের ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত শেয়ারের সংখ্যা . . . . . ।

১০। নগদে ব্যতীত অন্যভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত বলিয়া বিবেচনা করিতে স্বীকৃত এইরূপ ইস্যুকৃত শেয়ার যদি থাকে, এর সংখ্যা . . . . . যাহাদের মূল্য . . . . . টাকা।

১১। নগদে ব্যতীত অন্যভাবে আংশিক পরিশোধিত বলিয়া বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হইলে প্রতিটি শেয়ারের যে পরিমাণ অনুরূপ স্বীকৃত তাহা . . . . . টাকা এবং উহার মোট পরিমাণ . . . . . টাকা।

১২। তলবীকৃত অর্থের যে পরিমাণ অপরিশোধিত . . . . . টাকা।

১৩। সর্বশেষ সার-সংক্ষেপের তারিখ হইতে শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ-

(ক) কমিশন হিসাবে মোট পরিমাণ . . . . . টাকা।

(খ) বাটা হিসাবে অর্থ . . . . . টাকা।

১৪। (ক) বাজেয়াপ্ত শেয়ারের সংখ্যা . . . . . টাকা . . . . . ।

(খ) উহার উপর প্রাপ্ত অর্থ যদি থাকে এর পরিমাণ . . . . . টাকা।

১৫। শেয়ার ওয়ারেন্ট বকেয়া আছে এইরূপ শেয়ার ও ষ্টকের মোট পরিমাণ-

(ক) শেয়ারের পরিমাণ . . . . . টাকা।

(খ) ষ্টকের পরিমাণ . . . . . টাকা।

১৬। সর্বশেষ সার-সংক্ষেপের তারিখ হইতে ইস্যুকৃত ও সমর্পিত শেয়ার ওয়ারেন্টের মোট পরিমাণ . . . . . টাকা।

১৭। প্রত্যেক শেয়ার ওয়ারেন্ট-এ শেয়ারের টাকা বা ষ্টকের পরিমাণ . . . . . টাকা।

১৮। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ মোতাবেক রেজিষ্ট্রার-এর নিকট নিবন্ধন আবশ্যকীয় এইরূপ বন্ধক ও শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানীর নিকট পাওনার মোট পরিমাণ . . . . . টাকা।

টীকা:

(ক) বিভিন্ন শ্রেণীর বা মূল্যমানের শেয়ার (যেমন ২০০ বা ১৮০ টাকার অগ্রাধিকার বা সাধারণ শেয়ার) থাকিলে পৃথক পৃথকভাবে সংখ্যা ও মূল্যমান উল্লেখ করুন।

(খ) বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ তলব করা হইলে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার থাকিলে পৃথক পৃথক ভাবে উহাদিগকে উল্লেখ করুন।

(গ) বাজেয়াপ্ত ও বিদ্যমান শেয়ারের উপর প্রাপ্ত অর্থ আলাদাভাবে উল্লেখ করুন।

(ঘ) বাজেয়াপ্ত মোট শেয়ারের সংখ্যা উল্লেখ করুন।

১৯। ১৯ . . . . . সালের. . . . . মাসের . . . . . তারিখে . . . . . কোম্পানী লিমিটেডের শেয়ার হোল্ডারগণের তালিকা এবং সর্বশেষ বিবরণী দাখিলের তারিখ হইতে যে কোন সময়ে যাহারা কোন শেয়ারের ধারক ছিলেন তাহাদের তালিকা ও শেয়ারের বিবরণ:-

বিবরণ সম্বলিত	নাম, ঠিকানা ও পেশা	
রেজিষ্ট্রার/লেজার ফলিও নং	পূর্ণ নাম, পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা, পেশা ও জাতীয়তা

শেয়ারের হিসাব

বিবরণী দাখিলের তারিখে বিদ্যমান সদস্যগণের শেয়ারের সংখ্যা।	সর্বশেষ বিবরণী দাখিলের তারিখের পর যাহারা এখনও সদস্য বিদ্যমান তাহাদের হস্তান্তরিত শেয়ারের বিবরণ।	সর্বশেষ বিবরণ দাখিলের পর যাহা আর সদস্য নহেন তাহাদের দ্বারা হস্তান্তরিত শেয়ারের বিবরণ।

. . . .

শেয়ারের সংখ্যা, হস্তান্তর নিবন্ধের তারিখ   তারিখ শেয়ারের সংখ্যা হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ

২০। ১৯. . . . . . সালের . . . . মাসের . . . . তারিখ . . . . কোম্পানী লিমিটেড-এর পরিচালকগণের নাম ও ঠিকানা-

নাম	ঠিকানা

২১। ১৯. . . . . সালের . . . . মাসের . . . . তারিখে . . . . কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্ট এবং নিরীক্ষকের নাম ও ঠিকানা-

নাম	ঠিকানা

প্রত্যায়নপত্র

২২। এতদ্বারা আমি . . . . প্রত্যয়ন করিতেছি যে,

(ক) ১৯ . . . . . . সালের . . . . মাসের . . . . তারিখে কোম্পানী যে অবস্থায় ছিল তাহা উপরে বর্ণিত তালিকা ও সার-সংক্ষেপে যথাযথভাবে এবং সঠিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে;

(খ) কোম্পানী নিয়মিত হওয়ার সর্বশেষ বিবরণী দাখিলের তারিখের পর হইতে জনসাধারণের নিকট উহার শেয়ার বা ডিবেঞ্চার চাঁদা প্রদানের জন্য কোন আহবান জানায় নাই (প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে);

(গ) তালিকার পঞ্চাশের অতিরিক্ত সংখ্যার যে সদস্য দেখানো হইয়াছে তাহারা কোম্পানীর চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন (প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে);

স্বাক্ষর:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ম্যানেজার/সচিব।

(অপ্রযোজ্য অংশসমূহ কাটিয়া দিন)

তফসিল-১১

(ধারা ১৮৫ দ্রষ্টব্য)

প্রথম খন্ড

ব্যালেন্স শীট

(কোম্পানীর ব্যালান্স শীট আনুভূমিক ছকে অথবা উলম্ব ছকে প্রণীত হইবে)

ক-আনুভূমিক ছক

১৯. . . . . সালের . . . . . মাসের . . . . . তারিখ পর্যন্ত প্রণীত . . . . . কোম্পানী-এর ব্যালান্স শীট

ক্রমিক নং	দায়-দেনা নিরূপণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশনা	দায়-দেনা		পরিসম্পদ		পরিসম্পদ নিরূপণের ক্ষেত্রে নির্দেশনা
		পূর্ববর্তী বৎসরের পরিমাণ	চলতি বৎসরের পরিমাণ	পূর্ববর্তী বৎসরের পরিমাণ	চলতি বৎসরের পরিমাণ	
১	২	৩		৪		৫
১	পুনরুদ্ধারযোগ্য সিকিউরিটি (re-deemable securities) থাকিলে উহা পুনরুদ্ধার বা রূপান্তরের শর্তাবলী এবং সর্বপ্রথম যে তারিখে উহা পুনরুদ্ধারযোগ্য হইবে বা ছিল।	শেয়ার-মূলধন-		স্থায়ী পরিসম্পদ		(ক) অগ্রিম ক্রয় পদ্ধতিতে অর্জিত পরিসম্পদ পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।
২	অইস্যুকৃত শেয়ার মূলধনের উপর কাহারও স্বেচ্ছাধিকার (option) থাকিলে উহার বিবরণ-	অনুমোদিত শেয়ার-মূলধন প্রতিটি শেয়ারের মূল্যমান- শেয়ারের সংখ্যা- ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা প্রতিটির মূল্যমান মোট মূল্য- বিভিন্ন শ্রেণী ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া এবং প্রত্যেক শ্রেণীর শেয়ারের ক্ষেত্রে এই কলামে বর্ধিত নিম্নরূপ বিবরণ				(খ) স্থায়ী পরিসম্পদের প্রত্যেক খাতের অধীন উহার মূল খরচ, উহার সহিত সংযুক্ত খরচ এবং উহা হইতে উক্ত বৎসরের কর্তন এবং বৎসরান্তে মূল্যহ্রাস (description) বাবদ অলিখিত মূল্য বা written off বাবদ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫
		উল্লেখ করুন।		
৩		(ক) ব্যবসায়ের সুনাম (খ) ভূমি (গ) দালান কোঠা (ঘ) ইজারাপ্রাপ্ত সম্পত্তি (ঙ) রেলপথ পার্শ্ববর্তী স্থান (চ) প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারী (ছ) আসবাবপত্র সরঞ্জামাদী (জ) সম্পত্তির উন্নয়ন (ঝ) পেটেন্টস, ট্রেডমার্ক এবং ডিজাইনস (ঞ) যানবাহন ইত্যাদি বাবদ ব্যয় যথাসম্ভব পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।		
৪	..	..	..	(গ) (১) যদি উপরোক্ত মূল খরচ এবং সংযুক্ত খরচ উহা হইতে কর্তন, এমন কোন স্থায়ী পরিসম্পদ সম্পর্কিত হয় যাহা বাংলাদেশের বাহিরের কোন দেশ হইতে অর্জিত হইয়াছে এবং অনুরূপ পরিসম্পদ অর্জনের পর কোন সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের ফলে কোম্পানীর দায়-দেনার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং উক্ত মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশী মুদ্রায় উক্ত

১	২	৩	৪	৫
				পরি সম্পদের ব্যয় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধের জন্য, বা বিশেষ করিয়া উক্ত পরিসম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন বৈদেশিক মুদ্রায় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত ঋণ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, পরিশোধের জন্য কোম্পানীর দায়-দেনার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে তবে উক্ত হ্রাস-বৃদ্ধি এবং এই উভয় ক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে বৈদেশিক বিনিময় হার কার্যকরী হয়ে সেই তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কোম্পানীর যে দায় দেনা ছিল তাহা এবং যে পরিমাণ দায় দেনা উক্ত বৎসরে এইরূপে বৃদ্ধি বা হ্রাস হইল তাহা পরিসম্পদের ক্রয় মূল্যের সহিত যোগ করিতে হইবে অথবা ক্ষেত্রমত উহা হইতে কর্তন করিতে হইবে; এবং এইরূপ সংযোজন বা কর্তনের পর যে অর্থ স্থিরীকৃত হইবে তাহা স্থায়ী পরিসম্পদের মূল্যের সহিত হিসাবে ধরিতে হইবে। (গ) (২) যে ক্ষেত্রে শেয়ার মূলধন

১	২	৩	৪	৫
				হ্রাস বা পরিসম্পদের পুনঃ মূল্যায়ন হেতু কোন পরিমাণ অর্থ অবলিখিত (written off) হইয়াছে, সেক্ষেত্রে হ্রাসকরণ বা পুনঃ মূল্যায়নের পরবর্তী প্রত্যেক ব্যালান্স শীটে (প্রথম ব্যালান্স শীটের পর), মূল খরচের স্থলে, হ্রাসকরণের তারিখসহ হ্রাসকৃত অর্থের পরিমাণ দেখাইতে হইবে। (গ) (৩) এই কলামে বর্ণিত উপরোক্ত হ্রাসকরণের তারিখে প্রথম পাঁচ বৎসরে যে পরিমাণ অর্থ কর্তন করা হইল তাহা প্রত্যেক ব্যালান্স শীটে দেখাইতে হইবে।
৫	বিভিন্ন শ্রেণীর অগ্রাধিকার শেয়ারের বিবরণ।	বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া এবং প্রত্যেক শ্রেণীর শেয়ারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিবরণ উল্লেখপূর্বক প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ:		
৬	উহার অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে	প্রতিটি শেয়ার মূল্য		

১	২	৩	৪	৫
	নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানী কর্তৃক এবং সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানী কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ারের সংখ্যাসহ উহাদের অধীনস্থ অন্যান্য কোম্পানী কর্তৃক ধারিত [illegible] করি[illegible]	মোট শেয়ারের সংখ্যা . . . . . . মোট . . . . টাকা উপরোক্ত শেয়ারগুলির মধ্য হইতে তলবকৃত শেয়ার সংখ্যা		
	কর্তৃক সত্যায়িত এহরূপ শেয়ারসমূহের শুদ্ধতা নিরীক্ষক কর্তৃক সত্যায়িত করার প্রয়োজন নাই।	. চুক্তর শতানুযায়া নগদে অথ প্রাপ্তি ব্যতিরেকেই পূর্ণ পরিশোধিত শেয়ার হিসাবে বরাদ্দকৃত শেয়ার সংখ্যা		
৭	মূলধনের রূপান্তর বা রিজার্ভ অথবা শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাব ইত্যাদি যে সব উৎস হইতে বোনাস শেয়ার ইস্যুকৃত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।	উপরোল্লিখিত শেয়ারগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধিত বোনাস শেয়ার হিসাবে বরাদ্দকৃত শেয়ার সংখ্যা		
৮	..	নিম্নবর্ণিতগুলি বিয়োগ করুন : যাহারা তলবী অর্থ পরিশোধ করেন নাই (অ) ম্যানেজিং এজেন্ট কর্তৃক ম্যানেজিং এজেন্ট একটি ফার্ম হইলে উহার অংশীদারগণ কর্তৃক-		

১	২	৩	৪	৫
		ম্যানেজিং এজেন্ট একটি প্রাইভেট কোম্পানী হইলে উহার পরিচালক বা সদস্যগণ কর্তৃক- (আ) কোম্পানীর পরিচালকগণ কর্তৃক- (ই) অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক-		
৯	বাজেয়াপ্ত শেয়ার ইস্যুকরণ দ্বারা অর্জিত মূলধন মুনাফা (Capital profit) সংরক্ষিত বা রিজার্ভ মূলধন	বাজেয়াপ্ত শেয়ারসমূহ বাবদ পরিশোধিত মূল অর্থ যোগকরণ।		(গ) (৪) অনুরূপভাবে, যেক্ষেত্রে পরিসম্পদের মূল্য বাড়াইয়া লেখার (Written up) ফলে কোন পরিমান অর্থ বর্ধিত করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে এইরূপ বর্ধিত লেখার পরে প্রত্যেক ব্যালান্স শীটে মূল ব্যয়ের অংকের স্থলে বর্ধিত অংক দেখাইতে হইবে। উক্তরূপ বাড়াইয়া লেখার তারিখের পর প্রথম পাঁচ বৎসর উক্ত বর্ধিত অংক প্রত্যেকটি ব্যালান্স শীটে দেখাইতে হইবে।
১০	সর্বশেষ ব্যালান্স শীটের পর হইতে সকল সংযোজন ও বিয়োজন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি খাতের অধীনে প্রদর্শন করিতে হইবে।	রিজার্ভ এবং উদ্বৃত্ত: (১) সংরক্ষিত বা রিজার্ভ মূলধন (২) পুনরুদ্ধারযোগ্য সিকিউরিটি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ জনিত রিজার্ভ মূলধন (Capital Redeemption)	বিনিয়োগ: বিনিয়োগের ধরন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি যেমন নিম্নোক্তগুলির খরচ বা বাজার মূল্য এবং ঐগুলির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখপূর্বক (১) সরকারী বা ট্রাষ্ট	(ঘ)(১) কোম্পানী কর্তৃক উল্লেখিত বিনিয়োগ মোট খাতাকলম মূল্য (Book value) এবং তৎসহ উহাদের বাজার মূল্য প্রদর্শন করতে হবে।

১	২	৩	৪	৫
		(৩) শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাব (৪) অন্যান্য রিজার্ভসহ প্রত্যেক রিজার্ভের ধরন এবং উহাতে সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করুন।	সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ	
	''ফান্ড বা তহবিল'' শব্দটি ''রিজার্ভ'' সম্পর্কে কেবলমাত্র এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে হইবে যে ক্ষেত্রে অনুরূপ ''রিজার্ভ'' কোন সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগরূপে প্রদর্শিত হয়।	বাদ- লাভ এবং ক্ষতির হিসাব উদ্বৃত্ত (ডেবিট ব্যালান্স) (৫) লাভ ও ক্ষতির হিসাবের উদ্বৃত্ত (প্রস্তাবিত) বরাদ্দসমূহের জন্য যথা লভ্যাংশ বোনাস এবং রিজার্ভ ব্যবস্থা রাখার পর	(২) শেয়ার ডিবেঞ্চার অথবা বন্ড একাউন্টে বিনিয়োগ যাহাতে পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধিত শেয়ার পৃথকভাবে দেখাইয়া এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের পার্থক্য দেখাইয়া এবং অনুরূপ বিস্তারিতভাবে দেখাইতে হইবে।	(ঘ)(২) কোম্পানী কর্তৃক উল্লেখিত হয় নাই এইরূপ বিনিয়োগের মোট খাতা কলমী মূল্য (Book value) প্রদর্শন করিতে হইবে। (ঘ)(৩) পূর্ববর্তী ব্যালান্স শীট প্রণয়নের তারিখের পর, বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক, সমস্ত বিনিয়োগসহ একই ব্যবস্থাধীনে ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগসমূহ, এইরূপ প্রত্যেক নিয়মিত সংস্থায় কৃত বিনিয়োগের ধরণ ও পরিধি অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি বিবরণ বা ব্যালান্স শীটের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে।
		(৬) রিজার্ভের সহিত প্রস্তাবিত সংযোজন। (৭) সিকিং ফান্ড।	(৩) স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ। (৪) অংশীদারী ফার্মের	তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিনিয়োগ কোম্পানীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে, কোম্পানীর ব্যবসা হইতেছে শেয়ার,

১	২	৩	৪	৫
			মূলধন বিনিয়োগ। চলতি পরিসম্পদ ঋণ এবং অগ্রিম চলতি পরিসম্পদ: (১) বিনিয়োগের উপর উপচিত সুদ। (২) খুচরা যন্ত্রপাতি (৩) মজুদ মালামাল, অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল, ব্যবসায়ের মজুদ (Stock in Trade) অগ্রসরমান কার্য ইত্যাদির তালিকা।	ষ্টক, ডিবেঞ্চার অথবা অন্য সিকিউরিটি অর্জন করা সেই ক্ষেত্রে যে তারিখে ব্যালান্স সীট প্রণয়ন করা হইয়াছে সেই তারিখে বিদ্যমান বিনিয়োগসমূহ প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে। অংশীদারী ফার্মসমূহের মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ফার্মের নাম এবং তৎসহ, সকল অংশীদারের নাম, মোট মূলধন এবং প্রত্যেকের অংশ প্রদর্শন করিতে হইবে।
১১	পরিচালক, ম্যানিজং এজেন্ট এবং ম্যানেজারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পৃথক পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে। ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চারের অর্থ পুনরুদ্ধার বা রূপান্তরের কোন শর্ত থাকিলে, উক্ত অর্থ পুনরুদ্ধার বা রূপান্তরের সর্বাধিক নিকটবর্তী তারিখসহ উক্ত শর্তাবলী উল্লেখ করিতে হইবে যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোন ডিবেঞ্চার কোম্পানীর মনোনীত ব্যক্তি অথবা	পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করতঃ (Secured) গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ: (১) ডিবেঞ্চার- (২) ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণ (৩) অধীনস্থ কোম্পানী হইতে		(ঙ) ফর্দভুক্ত বা তালিকাভুক্ত পরিসম্পদের মূল্যায়নের ধরন: (১) মোট তালিকাভুক্ত পরিসম্পদ বাস্তবকৃত খরচসমূহের (Historical cost) যেটি নিম্নতর উহার ভিত্তিতে মূল্য ধার্য্য করিতে হইবে- আদায়যোগ্য মূল্যের ভিত্তিতে নয়। তালিকাভুক্ত পরিসম্পদকে বর্তমান অবস্থানে এবং অবস্থায় আনয়নের জন্য যে ক্রয়-খরচ, রূপান্তর খরচ

১	২	৩	৪	৫
	ট্রাষ্টি কর্তৃক ধারিত হয় সে ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চারের নামিক পরিমাণ এবং যে মূল্যে ঐগুলি কোম্পানীর হিসাব-বহিতে লিপিবদ্ধ থাকে সেই মূল্য প্রদর্শন করিতে হইবে। পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট এবং ম্যানেজারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। যে ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের জন্য ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার বা পরিচালক, কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদান করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ ঋণের মোট পরিমাণ প্রতিটি খাতে উল্লেখ করিতে হইবে।	গৃহীত ঋণ (৪) অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় নাই (Unsecured) এইরূপ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণসমূহ: (১) নির্ধারিত মেয়াদী আমানত (২) অধীনস্থ কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত ঋণ এবং অগ্রিম (৩) অন্যান্য ঋণ এবং অগ্রিম (ক) ব্যাংক হইতে-		এবং অন্যান্য যে খরচ করা হইয়াছে একুনে তাহাই বাস্তব (Historical) খরচ। (২) নিম্নোক্তগুলি ক্রয় খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে : ব্যবসায়িক বাটা, রিবেট এবং ভর্তুকি বাদে, আমদানী শুল্ক ও অন্যান্য ক্রয়কর, পরিবহণ ও অন্যান্য খরচ, যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে ক্রয় খরচের সহিত প্রয়োগযোগ্য। রূপান্তরের খরচ হইতেছে সেই সকল খরচ যাহা তালিকাভুক্ত পরিসম্পদগুলিকে উহাদের বর্তমান অবস্থান এবং অবস্থায় আনয়নের জন্য ক্রয় খরচের অতিরিক্ত হিসাবে প্রদান করা হয়।
১২	(১) স্বল্প মেয়াদী ঋণ বলিতে ঐ সকল ঋণকে বুঝাইবে যাহা ব্যালান্স-শীটের তারিখে অনধিক এক বৎসর করিয়া বকেয়া আছে। স্বল্প মেয়াদী ঋণের জন্য কোন জামানত দেওয়া হইয়া থাকিলে জামানতের ধরন উল্লেখ করিতে হইবে।	(খ) অন্যান্য উৎস হইতে চলতি (current) দায় দেনা এবং তৎসম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা (provision) (ক) চলতি দায়-দেনা: (১) স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং অগ্রিমসমূহ (ব্যাংক ও অন্যান্য		(৩) তালিকাভুক্ত পরিসম্পদের বাস্তব খরচের মধ্যে সেইগুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা তালিকাভুক্ত পরিসম্পদকে বর্তমান অবস্থান এবং অবস্থায় রাখার জন্য ওভারহেড খরচে সুবিন্যস্তভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে।

১	২	৩	৪	৫
		উৎস হইতে)		রূপান্তর খরচের ক্ষেত্রে, ওভারহেড স্থায়ী উৎপাদন খরচের বরাদ্দকরণ প্রাপ্ত সুবিধাদির উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে। যদি তালিকাভুক্ত পরিসম্পদের মূল্য হইতে স্থায়ী উৎপাদনের ওভারহেড খরচ সম্পূর্ণভাবে অথবা উহার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই কারণে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে যে, উহা উক্ত পরিসম্পদকে বর্তমান অবস্থান বা অবস্থায় রাখার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয় তাহা হইলে উক্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে হইবে।
	উপরোক্ত ঋণের যে অংশের এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য তাহা উল্লেখ করুন।	(২) দীর্ঘমেয়াদী দায়-দেনা এর চলতি হিসাব (৩) বিবিধ পাওনাদার- (আ) মালামালের জন্য (আ) সেবার জন্য (৪) অধীনস্থ কোম্পানীসমূহ (৫) অগ্রিম পরিশোধ (৬) অদাবীকৃত লভ্যাংশ (৭) ঋণের সুদ (অ) উপচিত (accured) ও পাওনা হইয়াছে		
		(আ) উপচিত (accured) হইয়াছে কিন্তু পাওনা হয় নাই। (৮) অন্যান্য দায়-দেনা (যদি থাকে) (খ) গৃহীত বা গৃহীতব্য ব্যবস্থা (৯) করের জন্য রক্ষিত ব্যবস্থা		(৪) উৎপাদনের ওভারহেড ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য ওভারহেড তালিকাভুক্ত খরচের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, তবে ঐগুলি নির্দিষ্টভাবে বর্তমান অবস্থান এবং অবস্থায় রাখার জন্য যতটুকু দেখানো প্রয়োজন কেবল ততটুকু দেখাইতে হইবে। (৫) অপচয় হইয়াছে এইরূপ উৎপাদন ও শ্রমজনিত খরচ অথবা

৪	৫
	অন্য খরচের মধ্যস্থিত অসাধারণ খরচের অংক তালিকাভুক্ত খরচের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।
	(৬) নিম্নের ক্রমিক ৭-এ যাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে তালিকাভুক্ত পরিসম্পদে বাস্তব খরচ ফিফো (FIFO formula) অথবা নিয়ন্ত্রিত গড় খরচ পদ্ধতিতে (Weight Average Cost Forumla) হিসাব করিতে হইবে।
	(৭) ফর্দভুক্ত বস্তু যাহা সাধারণত একটির সহিত অন্যটি পরিবর্তনযোগ্য নয় অথবা কোন বিশেষ প্রকল্পের জন্য পৃথক করিয়া রাখা উৎপাদিত মালামাল এই সবের স্বতন্ত্র খরচের সুনির্দিষ্ট পরিচয়-চিহ্ন ব্যবহার করিয়া হিসাবে ধরিতে হইবে।
	(৮) লিফো (LIFO) অথবা মূল মজুত পদ্ধতি ব্যবহার করা যাইতে পারে, তবে, শর্ত এই যে, ব্যালান্সশীটে ফর্দভুক্ত পরিসম্পদের

১	২	৩	৪	৫
				যে মূল্য দেখানো হইয়াছে সেই মূল্যে এবং- যাহা নিম্নতর হয়, তাহা অথবা (আ) ব্যালান্স শীটের তারিখের চলতি খরচ ও নীট আদায়যোগ্য মূল্যের মধ্যে যাহা নিম্নতর তাহার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।
১২	(২) যে লভ্যাংশ আর্থিক বিবরণীর বৎসর সম্পর্কিত বলিয়া কথিত এবং যাহা ব্যালান্স শীটের তারিখের পর কিন্তু বার্ষিক বিবরণী অনুমোদনের পূর্ব প্রস্তাবিত বা ঘোষিত হইয়াছে তাহার সমন্বয় সাধন করিতে হইবে বা প্রকাশ করিতে হইবে।	(১০) প্রস্তাবিত লভ্যাংশ (১১) সম্ভাব্য ব্যয়ের জন্য (১২) ভবিষ্য তহবিল (১৩) বীমা, পেনশন এবং অনুরূপ ষ্টাফ সুবিধাদির স্কীম (১৪) অন্যান্য ব্যবস্থাদি নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি দেখানোর জন্য ব্যালান্স শীটে পাদটীকা যোগ করা যাইতে পারে:		(৯) প্রয়োগ কৌশলসমূহ যথা: উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যমান স্থির করার জন্য ষ্ট্যান্ডার্ড খরচ পদ্ধতিতে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, যদি ঐসব প্রয়োগ কৌশল ব্যবহার করিয়া নিম্নের ক্রমিক (১০) অনুযায়ী যে ফর্দ পাওয়া যাইত আনুমানিক ঐ একই ফল সর্বক্ষণ পাওয়া যাইতে পারে।
১৩	সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণকে লাভ-ক্ষতির			(১০) নীট আদায়যোগ্য মূল্য

১	২	৩	৪	৫
	হিসাবে চার্জরূপে গণ্য করিয়া হিসাব করা সঙ্গত হইবে যদি-			হইতেছে সেই মূল্য যাহা উৎপাদন খরচ এবং বিক্রয় কার্যকর করা জন্য প্রদেয় খরচ বাদে ব্যবসায় সাধারণ গতিতে বিক্রয় মূল্য হিসাবে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। (১১) ফার্মের বিক্রয়-চুক্তি পালনের জন্য তালিকাভুক্ত সামগ্রিক মোট পরিমাণের নীট আদায়যোগ্য মূল্য চুক্তি-মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া স্থির করা উচিত। যদি বিক্রয়-চুক্তির পরিমাণ তালিকাভুক্তি পরিমাণের কম হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত পরিমাণের দরুণ নীট আদায়যোগ্য মূল্য সাধারণ বাজার দরের ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে।
	হিসাবে অন্তভুক্ত করিয়া কোন পরিসম্পদের পরিমাণকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হইয়াছে অথবা ব্যালান্স শীটের তারিখে কোন দায়-দেনার উদ্ভব হইয়াছে; এবং (খ) উদ্ভূত ক্ষতির পরিমাণের একটি যুক্তিসংগত প্রাক্কলন করা যায়।	লওয়া হয় নাই। (২) আংশিক পরিশোধিত শেয়ারের উপর অতলবকৃত দায়দেনা। (৩) স্থায়ী ক্রমপুঞ্জিত (cumulative) লভ্যাংশের বকেয়া। (৪) মূলধন হিসাব খাতে সম্পাদিতব্য চুক্তির প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ যাহার জন্য ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা করা হয় নাই। (৫) অন্য অর্থ যদ্বরুন কোম্পানী দায়ী হইতে পারে		(১২) নীট আদায়যোগ্য মূল্যের প্রাক্কলন ক্রয়মূল্যের সাময়িক উঠানামার উপর ভিত্তি না করিয়া প্রাক্কলনের সময় সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্য প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ অনুসারে যে মূল্য আদায় করা যায়

১	২	৩	৪	৫
				উহার ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে।
১৪	যে মেয়াদের জন্য লভ্যাংশ বকেয়া পড়িয়াছে অথবা, যদি একাধিক শ্রেণীর শেয়ার থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর শেয়ারের উপর যে লভ্যাংশ বকেয়া পড়িয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। আয়কর কর্তনের পূর্বেই [illegible] কা [illegible] থা [illegible] দে [illegible] বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে।	চলতি পরিসম্পদ (৪) বিবিধ (Sundry) [illegible] অন্যান্য পাওনা ঋণ।		(১৩) পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য ধরিয়া রাখা মালামাল এবং অন্যান্য সরবরাহের স্বাভাবিক মূল্যের পরিমাণ বাস্তব খরচ হইতে কম করিয়া লেখা যাইবে না, যদি তৈরী পণ্য হইতে [illegible]
				(চ) বিবিধ দেনাদারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পৃথকভাবে প্রদান করিতে হইবে: (১) উত্তম বলিয়া বিবেচিত ঋণ (good debt) যাহার জন্য কোম্পানী সম্পূর্ণভাবে নিশ্চয়তা প্রদত্ত (Secured)। (২) উত্তম বলিয়া বিবেচিত ঋণ

১	২	৩	৪	৫
				যাহার জন্য কোম্পানী দেনাদারের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা (Personal Security) ব্যতীত অন্য কোন নিশ্চয়তা প্রাপ্ত নয়; এবং (৩) সন্দেহযুক্ত বা আদায়যোগ্য নহে বলিয়া বিবেচিত ঋণ (Bad debt); (৪) পরিচালকগণের বা অন্যান্য কর্মকর্তাগণের অথবা তাহাদের মধ্যে কাহারও নিকট হইতে পৃথকভাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে পাওনা অথবা এমন ফার্ম বা প্রাইভেট কোম্পানী যাহার মধ্যে কোম্পানীর পরিচালক যথাক্রমে একজন অংশীদার বা পরিচালক বা সদস্য তাহাদের বা উহাদের নিকট হইতে পাওনা পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; (৫) একই ব্যবস্থাধীনে আছে এইরূপ অন্য কোম্পানীর নিকট হইতে পাওনা থাকিলে তাহা উহাদের নামের পাশাপাশি উল্লেখ করিতে হইবে; (৬) বৎসরের যে কোন সময়ে কোম্পানীর কোন পরিচালক বা

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪

১	২	৩	৪	৫
				অন্যান্য কর্মকর্তা হইতে সর্বাধিক পরিমাণ পাওনা একটি টীকার মাধ্যমে প্রদর্শন করিতে হইবে। (ছ) এই খাতের অধীনে প্রদর্শনীয় অর্থের পরিমাণ সন্দেহযুক্ত বা অনাদায়যোগ্য বিবেচিত ঋণের অধিক হইবে না এবং উক্ত প্রদর্শনীয় পরিমাণের কোন অতিরিক্ত পরিমাণের অর্থ, যদি ইতিপূর্বেই প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা প্রত্যেক হিসাব সমাপনীয় সময় ''সন্দেহ যুক্ত বা অনাদায়যোগ্য ঋণের রিজার্ভ নামে একটি পৃথক উপ-খাতের অধীন এবং রিজার্ভ এবং উদ্ভূত'' খাতের অধীনে (দায়দেনা অংশে) দেখাইতে হইবে।
		চলতি পরিসম্পদ (৫) নগদ অর্থ: (ক) হাতে (খ) ব্যাংকে		(জ) যে নগদ অর্থ খরচ করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় না যেমন : বিনিময় সংক্রান্ত বাধা নিষেধের জন্য বিদেশী ব্যাংকে আটককৃত (Frozen) আছে তাহাও প্রকাশ করিতে হইবে। নিম্নবর্ণিত

১	২	৩	৪	৫
				তথ্যাবলী পৃথকভাবে প্রদান করিতে হইবে: (১) তফসিলী অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চলতি হিসাব, তলবী হিসাব এবং সঞ্চয় হিসাবে স্থিত জমা (ব্যালান্স) জমা আছে; (২) তফসিলী বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক ব্যাংকের নামসহ উহাদের প্রত্যেকের নিকট চলতি হিসাব, মূলতবী হিসাব এবং সঞ্চয় হিসাবে এবং বৎসরের যে কোন সময়ে উক্ত প্রত্যেক ব্যাংকারের নিকট সর্বাধিক পরিমাণ স্থিত জমা (ব্যালান্স)।
			চলতি পরিসম্পদ: (৬) প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম (ক) অধীনস্থ কোম্পানীকে প্রদত্ত ঋণ এবং অগ্রিম (খ) এমন সকল অংশীদারী ফার্মকে প্রদত্ত অগ্রিম এবং ঋণ যেই ফার্মে কোম্পানী অথবা উহার অধীনস্থ কোম্পানী একজন	(৩) উপরে (২) তে উল্লেখিত তফসিলী অথবা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক ব্যাংকের পরিচালক বা তাহার আত্মীয়ের কোন স্বার্থ থাকিলে উহার ধরন (ঝ) দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী অগ্রিমে যথাসম্ভব শ্রেণী বিন্যাস করিতে হইবে। (ঞ) বিবিধ দেনাদার সম্পর্কিত

৪	৫
অংশীদার;	নির্দেশাবলী ঋণ ও অগ্রিমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।
(৭) বিনিময় বিল-	
(৮) প্রতিনিধিদের নিকটস্থিত জমা ব্যালেন্স-	
(৯) নগদ অর্থ বা কোন জিনিসপত্র বা অন্য পণ্যের বিনিময় আদায়যোগ্য অগ্রিম যথা : রেট, কর, বীমা ইত্যাদি।	
(১০) শুল্ক বা বন্দর কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির নিকটস্থিত জমা যেগুলি চাহিবামাত্র প্রদেয়	
বিবিধ খরচাদি যতটুকু অবলিখিত বা সমন্বয়কৃত নয়:	(ট) বিবিধ খরচাদি শিরোনামে যে সকল ব্যয় মূলধনে রূপান্তরিত করা হয় নাই সেগুলি এমন কতিপয় বৎসরের উপর বা অন্য কোন যথাযথ সময়ের উপর বিভাজিত দেখাইতে হইবে যে সময়ে উক্ত ব্যয় হইতে সুবিধা বা উপকার আশা করা যায়। (ঠ) নিম্নবর্ণিত মানদন্ড অনুযায়ী, সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে,

১	২	৩	৪	৫
				প্রকল্পের উন্নয়ন খরচ ভবিষ্যতে সামগ্রী সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা যায় এবং উক্ত সামগ্রী বা প্রক্রিয়াজাতকরণের খরচ পৃথকভাবে চিহ্নিত করান যায়;
			(১) প্রারম্ভিক ব্যয়াদি	
			(২) শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে চাঁদাদান বা অবলিখন বাবদ কমিশনে এবং দালালীসহ ব্যয়াদি	
			(৩) শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ইস্যু বাবদ অনুমোদিত বাটা	
			(৪) নির্মাণ কাজ চলাকালে মূলধন হইতে প্রদত্ত সুদ (সুদের হারও উল্লেখ করিতে হইবে)-	
			(৫) অসমন্বয়কৃত উন্নয়ন ব্যয়-	
			(৬) অন্যান্য খাতে ব্যয়	

১	২	৩	৪	৫
			ধরণ ও পরিমাণ (উভয় উল্লেখ করুন)।	
				(২) উৎপাদিত দ্রব্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কারিগরী সম্ভাবনা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে;
				(৩) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উক্ত সামগ্রীর উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের ব্যাপারে অথবা উক্ত সামগ্রী প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে;
				(৪) উৎপাদিত দ্রব্যের বা প্রক্রিয়াধীন সামগ্রীর ভবিষ্যৎ বাজার রহিয়াছে বলিয়া স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় অথবা যদি ইহা বিক্রয়ের পরিবর্তে আভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের নিকট ইহার কি আবশ্যকতা আছে তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়;
				(৫) প্রকল্পটি সমাপ্ত করার মত পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে বা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়

১	২	৩	৪	৫
				অথবা প্রক্রিয়াধীন সামগ্রীর বাজারজাতকরণের পর্যাপ্ত সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশা করা যায়।
				(ড) উপরোক্ত মানদন্ড অনুযায়ী কোন প্রকল্পের মূলতবী উন্নয়ন খরচের পরিমাণ সেই খরচ পর্যন্ত মূলতবী বা সীমাবদ্ধ রাখা যাইবে যাহা পরবর্তী উন্নয়ন খরচ সংশ্লিষ্ট
				যোগ করিয়া সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যৎ আয় হইতে যুক্তিসংগতভাবে আদায়যোগ্য বলিয়া আশা করা যায়।
				(ঢ) যদি কোন প্রকল্পের উন্নয়নের খরচ সীমাবদ্ধ বা মূলতবী রাখা হয়, তাহা হইলে উহা ভবিষ্যৎ হিসাব মেয়াদের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্য বা প্রক্রিয়াধীন সামগ্রীর বিক্রয় বা ব্যবহারের উল্লেখক্রমে অথবা যে মেয়াদের মধ্যে উক্ত উৎপাদিত দ্রব্য

১	২	৩	৪	৫
				বা প্রক্রিয়াধীন সামগ্রী বিক্রীত বা ব্যবহৃত হওয়ার আশা করা যায় সেই মেয়াদের উল্লেখক্রমে নিয়মানুগ ভিত্তিতে বরাদ্দ করিতে হইবে।
				(ণ) যে ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত মানদন্ড, যাহা পূর্বে খরচের মূলতবীকরণ সঙ্গত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল তাহা, এখন আর অগ্রিম পরিশোধিত ব্যালান্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলে তাহা তাৎক্ষণিক ব্যয় হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।
			লাভ/ক্ষতির হিসাব	(ত) অপ্রতিশ্রুত (uncomitted) রিজার্ভ থাকিলে উহা বাদে লাভ ক্ষতির হিসাবে যে ডেবিট ব্যালান্সের জের টানা হইয়াছে সেই ব্যালান্স প্রদর্শন করুন।

টীকাসমূহ:

(ব্যালান্স শীট তৈরীর ক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশনা)

(ক) ব্যালান্স শীটকে স্পষ্ট এবং বোধগম্য করার জন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করিতে হইবে।

(খ) পরিসম্পদের স্বত্বের উপর কোনরূপ বাধা-নিষেধ থাকিলে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর ধরন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যালান্স শীটে থাকিতে হইবে।

(ঘ) চলতি ব্যবসার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য এবং উপচয়তা (Accured) হইতেছে হিসাবরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণা (Fundamental Accounting Assumption) যাহা ব্যালান্স শীট প্রণয়নে অনুসরণ করিতে হইবে। যদি হিসাবরক্ষণ সম্পর্কিত কোন একটি মৌলিক ধারণা অনুসরণ করা না হয় তবে, সেই কারণসহ উহা উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঙ) ব্যালান্স শীট প্রণয়নে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবরক্ষণ নীতি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টভাবে ও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে।

(চ) কোন হিসাবরক্ষণ নীতিতে যদি এমন কোন পরিবর্তন করা হয় যে, উহা চলতি মেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে অথবা পরবর্তী মেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখিতে পারে, তবে উক্ত পরিবর্তনের বিষয়টি কারণসহ উল্লেখ করিতে হইবে। পরিবর্তনের ফলাফল যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহার পরিমাণ সংখ্যায় প্রকাশ করিতে হইবে।

(ছ) আর্থিক বিবরণী অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সংক্রান্ত বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং যে মেয়াদের জন্য লাভ ও ক্ষতির হিসাব তৈরী করা হয় সেইরূপ প্রত্যেক মেয়াদের জন্য উক্ত পরিবর্তন উপস্থাপিত করিতে হইবে।

(জ) পরিসম্পদ ও দায়দেনার সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে, ঐ সকল ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে এবং উহাদের উল্লেখ করিতে হইবে, যে সকল ঘটনা ব্যালান্স শীটের তারিখের পরে সংঘটিত হইলে উক্ত তারিখে বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে; এবং এমন সকল ঘটনার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেগুলি এমন ইঙ্গিত দেয় যে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক বা আংশিক অবস্থা যথার্থ নহে। তবে ঐরূপ সমন্বয় সাধনে এমন সব ঘটনা বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না যে ঘটনা, ব্যালান্স শীটের তারিখের পর সংঘটিত হইলে, পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্বকে প্রভাবিত করিবে না, কিন্তু উহারা এমন গুরুত্ব বহন করে যে উহাদের উল্লেখ করা না হইলে আর্থিক বিবরণীটির ব্যবহারকারীগণ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠানের ঘটনা প্রবাহ অনুধাবনে এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হইবে না। এই সকল ঘটনা উল্লেখ করিতে হইবে, যদিও ব্যালান্স শীট তৈরীর ক্ষেত্রে পূর্বোক্তরূপে ঐগুলি বিবেচনার প্রয়োজন না থাকে।

(ঝ) ব্যালান্স শীটের তারিখের পর অধীনস্থ কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না, যদি না ঐগুলি এমন কোন মেয়াদ সংক্রান্ত হয় যে, মেয়াদটি উক্ত ব্যালান্স শীটের তারিখের বা তৎপূর্বে সমাপ্ত হইয়াছে।

(ঞ) কোন চুক্তির অসম্পাদিত কাজ হইতে প্রত্যাশিত কোন সুবিধাদি ব্যালান্স শীটে উল্লেখ করা যাইবে না তবে তাহা পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদনের উল্লেখ করতে হইবে।

(ট) পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট এবং ম্যানেজারের সহিত চলতি হিসাব ধনাত্মক (positive) বা ঋণাত্মক (negative) যে ধরনের ব্যালান্সই থাকুক তাহা পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।

(ঠ) এই ছকের মধ্যে কোন খাত-বা উপ-খাতের অধীনে প্রদেয় তথ্য যদি সুবিধাজনকভাবে ব্যালান্স শীটে অন্তর্ভুক্ত করা না যায়, তাহা হইলে উহা এক বা একাধিক পৃথক তফসিল আকারে পরিবেশন করিতে হইবে এবং এইরূপ তফসিল ব্যালান্স শীটের সহিত ইহার অংশ হিসাবে সংযোজিত থাকিবে। যেক্ষেত্রে খাতের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে সেক্ষেত্রে এই নির্দেশ পালন করার সুপারিশ করা হইল।

খ-উলম্ব ছক

(Vertical Form)

কোম্পানীর নাম ..... তারিখের অবস্থা নির্দেশক ব্যালান্স শীট।

ক্রমিক নং	বিষয়	ব্যালান্স শীটের তফসিল নং (যাহা এতদ্সংযুক্ত)	চলতি অর্থ বৎসরের শেষে হিসাবের অংক	পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের শেষে হিসাবের অংক
১	২	৩	৪	৫
	১। তহবিলের উৎস:			
	(ক) শেয়ার হোল্ডারদের তহবিল :			
	(অ) মূলধন			
	(আ) রিজার্ভ এবং উদ্বৃত্ত			
	(খ) ঋণ তহবিল:			
	(অ) নিশ্চয়তা প্রদত্ত (Secured) ঋণ			
	(আ) নিশ্চয়তা প্রদত্ত নহে এমন ঋণ			
	মোট			
	২। তহবিলের প্রয়োগ:			
	(ক) স্থায়ী পরিসম্পদ:			
	(অ) সর্বমোট সম্মিলিত			

১	২	৩	৪	৫
	পরিমাণ (Gross Block)			
	(আ) অবচয় (বিয়োগ করিতে হইবে)			
	(ই) নীট সম্মিলিত পরিমাণ			
	(খ) বিনিয়োগ:			
	(গ) চলতি পরিসম্পদ, ঋণ এবং অগ্রিম:			
	(অ) বর্ণনা সম্বলিত তালিকা (Inventories)			
	(আ) বিবিধ (Sundry) দেনাদার ও তাহাদের দেনা			
	(ই) ব্যাংকে নগদ			
	(ঈ) কোম্পানীর নিকট বিদ্যমান নগদ:			
	(উ) অন্যান্য চলতি পরিসম্পদ:			
	(ঊ) ঋণ ও অগ্রিম :			
	বাদ:			
	চলতি দায়-দেনা এবং তৎসম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা:			
	দায়-দেনা:			
	দায়-দেনা সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা :			
	নীট চলতি পরিসম্পদ			
	(ঘ) বিবিধ:			
	(অ) খরচের যতটুকু অংশ অবলিখিত বা সমন্বয় করা হয় নাই।			
	(আ) লাভ/ক্ষতির হিসাব			
	মোট			

টীকাসমূহ

(১) উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পৃথক তফসিলে প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ তফসিলে ''ক-আনুভূমিক ছক'' এবং তৎসহ ব্যালান্স শীট প্রণয়নের জন্য সাধারণ নির্দেশনায় বিধৃত টীকাসমূহ অনুসারে প্রদেয় প্রয়োজনীয় সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) উপরোল্লিখিত তফসিলসমূহ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা এবং উহাদের ব্যাখ্যামূলক টীকাসমূহ ব্যালান্স শীটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হইবে।

(৩) ব্যালান্স শীটে উল্লেখিত সকল অংক, যতদূর সম্ভব, সুবিধাজনকভাবে আনুমানিক ''*০০০*'' (হাজারে) ''*০০*'' (শতে) অথবা হাজারের দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

(৪) সম্ভাব্য দায়-দেনা পৃথকভাবে প্রদর্শন করার জন্য ব্যালান্স শীটের সহিত একটি পাদটীকা সংযোজন করা যাইতে পারে।

তফসিল-১১

এর

দ্বিতীয় খন্ড

লাভ/ক্ষতির হিসাবের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় বিষয়াবলী

১। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১৮৫(১) ধারায় উল্লিখিত আয়/ব্যয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে এই খন্ডের বিধানাবলী সেই একইভাবে প্রযোজ্য হইবে যেইভাবে ঐ সমস্ত বিধান লাভ/ক্ষতির হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তবে উক্ত উপ-ধারায় অন্যান্য বিধানের যে উল্লেখ আছে সে অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ এই অনুচ্ছেদের উল্লেখিত হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে।

২। (১) লাভ/ক্ষতির হিসাব এইরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে-

(ক) যে সময়কালের জন্য হিসাব করা হইয়াছে কোম্পানীর সেই সময়কালের কার্যাদি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়;

(খ) অনাবর্তক লেনদেন অথবা অসাধারণ প্রকৃতির লেনদেনের ক্ষেত্রে, ক্রেডিট অর্থাৎ আকলন/জমা এবং ডেবিট অর্থাৎ বিকলন/খরচসহ লাভ/ক্ষতির সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ পায়।

৩। লাভ/ক্ষতির হিসাবে কোম্পানীর আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বিভিন্ন খাতসমূহকে সর্বোত্তম সুবিধাজনক শিরোনামে সাজাইয়া প্রদর্শন করিতে হইবে এবং বিশেষ করিয়া হিসাবের সময়কাল সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত তথ্য তুলিয়া ধরিতে হইবে:-

(ক) কোম্পানীর ব্যবসা হইতে প্রত্যেক শ্রেণীর পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ এবং প্রত্যেক শ্রেণীর বিক্রিত পণ্যের পরিমাণ পৃথকভাবে এবং কোম্পানীর সামগ্রিক বিক্রয়ের পরিমাণ;

(খ) সেলস এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন;

(গ) মামুলী ব্যবসায়িক বাটা ব্যতীত বিক্রয়ের উপর প্রদত্ত দালালী ও বাটা।

(ঘ) উৎপাদনকারী কোম্পানীর ক্ষেত্রে-

(অ) ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্যের দফাওয়ারী বিভাজন এবং উহাদের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে, এই বিভাজনে, যতদূর সম্ভব, সকল গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল পৃথক পৃথক দফায় প্রদর্শন করিতে হইবে, অন্য কোন উৎপাদক হইতে সংগৃহীত মধ্যবর্তী উৎপাদিত সামগ্রী বা কাঁচামাল উক্তরূপ বিভাজনে অন্তর্ভুক্তির ফলে যদি তালিকা বা বিভাজন বৃহদাকার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐগুলি সুবিধাজনক শিরোনামে, উহাদের পরিমাণ উল্লেখ না করিয়া, গুচ্ছাকারে

প্রকাশ করিতে হইবে, তবে কাঁচামালের মধ্যে যে সমস্ত মধ্যবর্তী সামগ্রীর মূল্য এককভাবে ব্যবহৃত কোন কাঁচামালের মোট মূল্যের শতকরা একশত ভাগ (১০০%) বা উহার বেশী হয় তাহা হইলে, সেই সমস্ত সামগ্রীকে উহার পরিমাণসহ পৃথক এবং সুনির্দিষ্ট সামগ্রী হিসাবে উক্ত বিভাজনে প্রদর্শন করিতে হইবে;

(আ) প্রত্যেক শ্রেণীর উৎপাদিত পণ্যের বিভাজন ও উহার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক ও সমাপ্তিকালীন মজুত এবং মজুতের পরিমাণ;

(ঙ) বাণিজ্যিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে, কোম্পানী কর্তৃক কেনা-বেচাকৃত প্রত্যেক শ্রেণীর পণ্যের বিভাজন এবং উহাদের পরিমাণ উল্লেখ করতঃ ক্রীত পণ্যের পরিমাণ এবং উহার প্রারম্ভিক এবং সমাপ্তিকালীন মজুত;

(চ) সেবা প্রদানকারী বা সেবা সরবরাহকারী কোম্পানীর ক্ষেত্রে, প্রদত্ত বা সরবরাহকৃত সেবা হইতে লব্ধ সর্বমোট আয়;

(ছ) যে কোম্পানী উপরোল্লিখিত (ঘ) এবং (ঙ) শ্রেণীসমূহের একাধিক শ্রেণীর আওতায় পড়ে সেই কোম্পানীর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সময়ের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিকালে যে কাঁচামাল ছিল উহার পরিমাণসহ উক্ত দুই সময়ে মজুত পণ্য, ক্রয়, বিক্রয় এবং ব্যবহার, উহাদের মূল্য এবং পরিমাণের বিভাজন এবং প্রদত্ত সেবা হইতে লব্ধ মোট আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হইলে এই খন্ডের বিধান পালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে;

(জ) অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে প্রাপ্ত মোট আয়;

টীকাসমূহ :

টীকা (১) কাঁচামাল ক্রয়, মজুত এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ সেইরূপ পরিমাণবাচক এককে প্রকাশ করিতে হইবে যেরূপভাবে ঐগুলি সাধারণত বাজারে ক্রয় অথবা বিক্রয় করা হয়।

টীকা (২) দফা (ঘ), (ঙ) এবং (ছ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে সমস্ত সামগ্রীর জন্য কোম্পানীর পৃথক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল লাইসেন্স আছে, সেইগুলি পৃথক শ্রেণীর পণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, আবার যে ক্ষেত্রে একই রকম সামগ্রী বিভিন্ন স্থানে উৎপাদনের জন্য অথবা লাইসেন্সকৃত উৎপাদন বা ধারণ ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য কোন কোম্পানীর একাধিক লাইসেন্স থাকে, সেক্ষেত্রে অনুরূপ সকল লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত সামগ্রীসমূহ এক শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে। বাণিজ্যিক কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানী ও রপ্তানী কর্তৃক আমদানীর লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে গৃহীত শ্রেণী বিভাজন অনুযায়ী আমদানীকৃত সামগ্রীসমূহকে শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে।

টীকা (৩) ক্রয়, মজুত এবং মোট উৎপাদনের বিভাজন প্রদান করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ এবং সহায়ক সরঞ্জামাদির মোট সামগ্রীসমূহ যাহাদের তালিকা যদি এতই বৃহদাকার হয় যে, সেইগুলিকে উক্ত বিভাজনে অন্তর্ভুক্ত করা অসুবিধাজনক, তাহা হইলে সেইগুলির পরিমাণ উল্লেখ ব্যতিরেকে উপযুক্ত শিরোনামের অধীনে শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, তবে যে সমস্ত সামগ্রী মূল্যের হিসাবে এককভাবে মোট ক্রয় বা মজুতের মোট উৎপাদনের শতকরা দশ ভাগ বা আরো বেশী মূল্যমানের হয়, উহাদিগকে পৃথক এবং সুনির্দিষ্ট সামগ্রী হিসাবে উহাদের পরিমাণসহ বিভাজনে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(ঝ) যে সকল ক্ষেত্রে অগ্রসরমান কাজ রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে হিসাব সময়ের শুরুতে এবং শেষে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হইয়াছে সেই পরিমাণমূহ;

(ঞ) স্থায়ী পরিসম্পদের অবচয়, নবায়ন বা মূল্যহ্রাসের জন্য যে পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে সেই পরিমাণ যদি অবচয়জনিত খরচের মাধ্যমে এইরূপ ব্যবস্থা রাখা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ ব্যবস্থা রাখিতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে; তাহা;

যদি অবচয়ের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা না হয়, তাহা হইলে এইরূপ ব্যবস্থা না রাখার বিষয়টি বর্ণনা করিতে হইবে এবং আইন মোতাবেক বাকী অবচয়ের পরিমাণ হিসাব করতঃ একটি টীকার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইবে;

(ট) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট এবং ম্যানেজার, যদি থাকে-তাহাদিগকে প্রদত্ত বা প্রদেয় সুদের পরিমাণ, যদি থাকে, পৃথকভাবে, উল্লেখকরতঃ কোম্পানীর ডিবেঞ্চার এবং অন্যান্য স্থায়ী ঋণ অর্থাৎ যে সমস্ত ঋণ নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য সেই সমস্ত ঋণের উপর সুদের পরিমাণ;

(ঠ) কোন ক্ষেত্রে কর হইতে রেয়াত, যদি থাকে, এর কারণে আয়কর দিতে হইলে, সেই আয়করসহ (যদি সম্ভব হয়) মুনাফার উপর প্রদত্ত আয়কর এবং উহার জন্য প্রদত্ত চার্জ এবং সম্ভব হইলে আয়কর ও অন্যান্য করের পৃথক পৃথক পরিমাণ;

(ড) সেই পরিমাণ অর্থ, যাহা-

(অ) শেয়ার মূলধন পরিশোধের জন্য সংরক্ষিত; এবং

(আ) ঋণ পরিশোধের জন্য সংরক্ষিত;

(ঢ) (অ) কোন গুরুত্বপূর্ণ অংকের অর্থ রিজার্ভ হিসাবে পৃথক করিয়া রাখিবেন বা পৃথক করিয়া রাখার প্রস্তাব করা হইলে উহার সর্বমোট পরিমাণ; কিন্তু ব্যালান্স শীট প্রণয়নের তারিখে বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞাত কোন সুনির্দিষ্ট দায়-দেনা সম্ভাব্য ব্যয় অথবা প্রতিশ্রুত অর্থ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত অর্থ উক্ত মোট পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না;

(আ) উক্ত রিজার্ভ হইতে উত্তোলিত অর্থের সর্বমোট পরিমাণ যদি গুরুত্বপূর্ণ অংকের হয়;

(ণ) (অ) সুনির্দিষ্ট দায়-দেনা সম্ভাব্য ব্যয় অথবা প্রতিশ্রুতি পূরণের উদ্দেশ্যে পৃথক করিয়া রাখা অর্থের সর্বমোট পরিমাণ, যদি উহা গুরুত্বপূর্ণ অংকের হয়;

(আ) উক্ত পৃথক করিয়া রাখা অর্থ হইতে উত্তোলিত অর্থের সর্বমোট পরিমাণ, যাহা গুরুত্বপূর্ণ অংকের অথচ যাহার প্রয়োজন আর নাই;

(ত) নিম্নবর্ণিত প্রত্যেকটি খাতের অধীনে নির্বাহীত ব্যয়, পৃথকভাবে প্রত্যেকটি খাতের জন্য-

(১) মজুত দ্রব্যাদি এবং অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের ব্যবহার;

(২) শক্তি ও জ্বালানী;

(৩) ভাড়া;

(৪) দালান মেরামত;

(৫) যন্ত্রপাতি মেরামত;

(৬) (অ) বেতন, মজুরী ও বোনাস;

(আ) ভবিষ্য ও অন্যান্য তহবিলে অবদান;

(ই) কারিগর এবং কর্মচারী কল্যাণ সংক্রান্ত খরচাদি, যতদূর উহা পূর্ববর্তী কোন ব্যবস্থা বা সংরক্ষণ হইতে সমন্বয় সাধন করা হয় নাই।

টীকাসমূহ:

টীকা (৪) উপরি-উক্ত খাত সম্পর্কিত তথ্যসমূহ ব্যালান্স শীটে প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা বা রিজার্ভ সংক্রান্ত হিসাবের অধীনে প্রদান করিতে হইবে।

টীকা (৫) উপ-খাত (১) ও (২) এর ক্ষেত্রে, লাভ/ক্ষতির হিসাবেও নিম্নবর্ণিত যে সমস্ত কর্মচারীর জন্য খরচ করা হইয়াছে, তাহার বিভাজন একটি টীকার মাধ্যমে বিধৃত থাকিবে, যথা-

(অ) যিনি সারা অর্থ বৎসর ধরিয়া নিয়োজিত থাকিয়া উক্ত বৎসরের জন্য সর্বমোট অনূর্ধ্ব ৩৬০০০ টাকা পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়াছেন; অথবা

(আ) যিনি অর্থ বৎসরের কোন অংশের জন্য নিয়োজিত থাকিয়া উক্ত অংশের জন্য ন্যূনপক্ষে মাসিক ৩০০০ টাকা হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যত সংখ্যক কর্মচারী উপরোক্ত দুই শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীতে পড়ে, তাহাদের সংখ্যা উক্ত টীকায় উল্লেখ করিতে হইবে। পারিশ্রমিকের মধ্যে সম্মানী ও অন্তর্ভুক্ত হইবে। সুবিধাদির আর্থিক মূল্য (Monetary value of perquisites) Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধানাবলী অনুসারে হিসাব করিতে হইবে।

(থ) বীমা;

(দ) আয়ের উপর কর ব্যতীত রেইট এবং করসমূহ;

(ধ) বিবিধ ব্যয়সমূহ :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন খাতের খরচ যদি কোম্পানীর মোট রাজস্ব খরচের শতকরা একভাগের সমান বা ৫,০০০ টাকা, যাহাই বেশী হয়, অতিক্রম করে তাহা হইলে উক্ত খরচ একটির পৃথক বা সুনির্দিষ্ট খাত হিসাবে উপযুক্ত হিসাব খাতের বিপরীতে লাভ/ক্ষতির হিসাবে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং বিবিধ খরচাদির অধীনে অন্য কোন প্রদর্শিতব্য খাতের সহিত উহাকে সম্মিলিত করা যাইবে না।

(ন) (ক) বাণিজ্যিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনপূর্বক বিনিয়োগলব্ধ আয়ের পরিমাণ;

(খ) আয়ের ধরন উল্লেখপূর্বক সুদ বাবদ অন্য আয়;

(গ) উপরোক্ত (ক) ও (খ) উপ-অনুচ্ছেদের অধীনে মোট আয় উল্লেখ করা হইয়া থাকিলে; যে পরিমাণ আয়কর উহা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা।

(প) (ক) কোন অংশীদারী ফার্মের সদস্য হওয়ার কারণে মুনাফা অর্জন বা ক্ষতি স্বীকার করা হইলে উহার পরিমাণ পরিষ্কারভাবে প্রদর্শন করতঃ বিনিয়োগের উপর লাভ বা ক্ষতি, যতদূর উহা পূর্বের ব্যবহার বা সংরক্ষণ হইতে সমন্বয় সাধন করা হয় নাই;

টীকাসমূহ :

টীকা (৬) এই খাত সম্পর্কিত তথ্য ব্যালান্স শীটে প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা বা সংরক্ষণ হিসাবের অধীনেও প্রদান করিতে হইবে।

টীকা (৭) সাধারণতঃ কোম্পানী কর্তৃক করা হয় না অথবা অসাধারণ অথবা অনাবর্তক ধরনের পরিস্থিতিতে করা হইয়া থাকে, এমন কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে লাভ বা ক্ষতি যদি উহা পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ হয়;

টীকা (৮) বিবিধ আয়।

(ফ) (১) অধীনস্থ কোম্পানীসমূহ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ;

(২) অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের লোকসান মিটানোর ব্যবস্থাদি;

(ব) প্রদত্ত এবং প্রস্তাবিত লভ্যাংশের সর্বমোট পরিমাণ এবং উক্ত পরিমাণ আয়কর কর্তন সাপেক্ষ কি না তাহা উল্লেখ করিতে হইবে;

(ভ) হিসাবের ভিত্তির পরিবর্তন দ্বারা লাভ/ক্ষতির হিসাবে প্রদর্শিত কোন খাতে পরিবর্তন হইলে উহার পরিমাণ, যদি উহা গুরুত্বপূর্ণ হয়।

৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট বা ম্যানেজারসহ, যদি থাকে, পরিচালকগণকে কোম্পানী, উহার অধীনস্থ কোন কোম্পানী এবং অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক বৎসরে নিম্নবর্ণিত অর্থ প্রদান বা কৃত ব্যবস্থা পৃথকভাবে প্রদর্শন করতঃ লাভ/ক্ষতির হিসাবে একটি টীকার মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য বিধৃত থাকিবে বা প্রদান করিতে হইবে-

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট বা ম্যানেজার, যদি কেহ থাকেন তবে তাহাদেরকেসহ, পরিচালকগণকে আর্থিক বৎসরে প্রদত্ত বা প্রদেয় ব্যবস্থাপনা পারিশ্রমিক;

(খ) ম্যানেজিং এজেন্টকে যোগান (ৎবরসনঁৎংবফ) খরচাদি;

(গ) ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা তাহার সহযোগীকে পৃথকভাবে প্রদেয় কমিশন অথবা অন্য পারিশ্রমিক;

(ঘ) কোম্পানীর সহিত অন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চুক্তির ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা তাহার সহযোগী কর্তৃক বিক্রয় বা ক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য কমিশন;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে কোম্পানী কর্তৃক উহার ম্যানেজিং এজেন্ট বা তাহার সহযোগীর সহিত মালামাল ও উপকরণাদি বিক্রয় বা ক্রয় অথবা সেবা প্রদানের জন্য সম্পাদিত চুক্তির অর্থ মূল্য;

(চ) যেক্ষেত্রে সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে, টাকায় আনুমানিক মূল্যমান উল্লেখ করতঃ নগদে বা দ্রব্য সামগ্রী আকারে প্রদত্ত অন্য যে কোন সুবিধাদি;

(ছ) গ্যারান্টি কমিশনসহ অন্যান্য ভাতাদি এবং কমিশন (বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হইবে);

(জ) পেনশন, ইত্যাদি-

(অ) পেনশন;

(আ) আনুতোষিক (গ্রাচুইটি);

(ই) নিজস্ব চাঁদা এবং উহার উপর সুদের অতিরিক্ত হিসাবে ভবিষ্য তহবিল হইতে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ;

(ঈ) পদ হারানোর ক্ষতিপূরণ;

(উ) পদ হইতে অবসরগ্রহণ সম্পর্কিত পণ।

৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট বা ম্যানেজার, যদি কেহ থাকে তবে তাহাদিগকে সহ পরিচালকগণকে লাভের উপর শতকরা হারে যে কমিশন প্রদেয় হয়, উহার হিসাব পদ্ধতি ও প্রাসঙ্গিক বিস্তারিত বিষয়সমূহ এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১১৯ ধারা অনুসারে নীট মুনাফার হিসাব পদ্ধতি লাভ ও ক্ষতির হিসাবে প্রদর্শন করিতে হইবে বা ঐ সকল পদ্ধতি ও বিষয় টীকার মাধ্যমে বিধৃত করিতে হইবে।

৬। উপরোক্ত লাভ/ক্ষতির হিসাবে ফিস বা খরচ হিসাবেই হউক অথবা নিম্নোক্তভাবে সেবা প্রদানের নিমিত্ত অন্যভাবেই হউক, নিরীক্ষককে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য থাকিতে হইবে বা ঐগুলি একটি টীকার মাধ্যমে বিধৃত করিতে হইবে-

(ক) নিরীক্ষক হিসাবে;

(খ) উপদেষ্টা হিসাবে বা অন্য কোন ক্ষমতার-

(অ) করারোপণ সম্পর্কীয় বিষয়াদি;

(আ) কোম্পানী আইন সম্পর্কীয় বিষয়াদি;

(ই) ব্যবস্থাপনা সেবা; এবং

(গ) অন্য যে কোনভাবে।

৭। উৎপাদনকারী কোম্পানীর ক্ষেত্রে, লাভ/ক্ষতির হিসাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে উৎপাদিত প্রত্যেক শ্রেণীর পণ্যের জন্য টীকার মাধ্যমে বিস্তারিত সংখ্যাভিত্তিক তথ্যাদি বিধৃত থাকিবে, যথা-

(ক) লাইসেন্সকৃত উৎপাদন ক্ষমতা, যেক্ষেত্রে লাইসেন্স বলবৎ আছে;

(খ) স্থাপনকৃত উৎপাদন ক্ষমতা; এবং

(গ) প্রকৃত উৎপাদন।

টীকাসমূহ :

(১) লাভ ও ক্ষতি হিসাব যে বৎসর সম্পর্কিত সেই বৎসরের শেষ তারিখে কোম্পানীর লাইসেন্সকৃত উৎপাদন ক্ষমতা এবং স্থাপনকৃত উৎপাদন ক্ষমতা যাহা ছিল, তাহা যথাক্রমে (ক) ও (খ) দফার বিপরীতে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) দফা (গ) এর বিপরীতে বিক্রয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রক্রিয়াজাত উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎপাদনের উল্লেখ করিতে হইবে যেক্ষেত্রে অর্ধ-প্রক্রিয়াজাত পণ্য কোম্পানী কর্তৃক বিক্রয় করা হয়, সেক্ষেত্রে উহার বিস্তারিত বিবরণ পৃথকভাবে দিতে হইবে।

(৩) অত্র অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে সকল সামগ্রীর জন্য কোম্পানীর পৃথক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল লাইসেন্স রহিয়াছে, সেইগুলিকে এক শ্রেণীর পণ্য হিসাবে গণ্য করা হইবে, কিন্তু যেক্ষেত্রে কোন কোম্পানীর একই সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য অথবা লাইসেন্সকৃত উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য একাধিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স রহিয়াছে সেক্ষেত্রে অনুরূপ সকল লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত সামগ্রী একটি শ্রেণী হিসাবে উল্লিখিত হইবে।

৮। লাভ/ক্ষতির হিসাবে একটি টীকার মাধ্যমে নিম্নলিখিত তথ্যও বিধৃত থাকিবে, যথা-

(ক) নিম্নলিখিতগুলির ক্ষেত্রে কোম্পানী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে সিআইএফ ভিত্তিতে আমদানীর পরিমাণ-

(অ) মাল;

(আ) উৎপাদন ও অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ;

(ই) মূলধনী মালামাল।

(খ) সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে রয়্যালটি, প্রযুক্তি কৌশল, পেশাগত পরামর্শ ফি, সুদ এবং অন্যান্য বিষয় বাবদ বৈদেশিক মুদ্রায় খরচ;

(গ) সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে ব্যবহৃত সকল আমদানীকৃত কাঁচামাল, অতিরিক্ত (spare) যন্ত্রাংশ ও উপকরণের মূল্য, এবং অনুরূপ ব্যবহৃত দেশীয় কাঁচামাল, অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ, ও উপকরণের মূল্য এবং সর্বমোট ব্যবহৃত পরিমাণের সহিত প্রত্যেকটির শতকরা হার;

(ঘ) অনিবাসী (non-resident) শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা, তাহাদের ধৃত শেয়ারের সংখ্যা যাহার উপর লভ্যাংশ প্রাপ্য হয়, এবং যে বৎসরের সহিত উক্ত লভ্যাংশ সম্পর্কযুক্ত, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখকরতঃ সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে লভ্যাংশ বাবদ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রেরিত অর্থের পরিমাণ;

(ঙ) নিম্নলিখিত শিরোনামে শ্রেণী বিভাগ করিয়া অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ, যথা-

(অ) এফওবি ভিত্তিতে পণ্য রপ্তানী;

(আ) রয়্যালটি, প্রযুক্তি-কৌশল, পেশাগত এবং পরামর্শ ফি;

(ই) সুদ এবং লভ্যাংশ;

(ঈ) ধরন উল্লেখপূর্বক অন্যান্য আয়।

৯। যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে কোন তথ্য প্রকাশ করা উচিত হইবে না, এবং ইহা কোম্পানীর জন্য স্বার্থহানিকর হইবে, তাহা হইলে সরকার নির্দেশ দিতে পারিবে যে, কোন কোম্পানী পরিসম্পদের মূল্যের অবচয়, নবায়ন বা অবনতি ব্যতীত অন্য ব্যবস্থাদির জন্য পৃথক করিয়া রাখা অর্থের পরিমাণ প্রদর্শন করিতে উক্ত কোম্পানী বাধ্য থাকিবে না, কিন্তু এইরূপ নির্দেশ এই শর্তসাপেক্ষে হইবে যে অনুরূপভাবে পৃথক করিয়া রাখা অর্থের পরিমাণ হিসাবে ধরিয়া লওয়ার পর স্থিরীকৃত অর্থ, যে কোন শিরোনামেই হউক তাহা, উল্লেখ করতঃ উক্ত ব্যবস্থাদি এইরূপে চিহ্নিত করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত বিষয়ের সত্যতার নির্দেশ পাওয়া যায়।

১০। (১) কোম্পানী আইন ১৯৯৪ বলবৎ হওয়ার পর কোম্পানীর সমীপে উপস্থাপিত উহার প্রথম লাভ-ক্ষতির হিসাবে ক্ষেত্র ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লাভ-ক্ষতির হিসাবে প্রদর্শিত সকল খাতে খরচের পরিমাণের বিপরীতে অব্যবহিত পূর্বের বৎসরের লাভ-ক্ষতির হিসাবের অনুরূপ খাতে নির্বাহীত খরচের পরিমাণও প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) যে সমস্ত কোম্পানী সিকি বা অর্ধ বৎসরের জন্য লাভ ক্ষতির হিসাব তৈরী করে, সেই সমস্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রে (১) উপ-অনুচ্ছেদে আবশ্যকীয় বিষয়াবলী কোম্পানীর পূর্ববর্তী বৎসরের একই সময়ের লাভ-ক্ষতির হিসাবের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবে।

তফসিল-১১

এর

তৃতীয় খন্ড

ব্যাখ্যা

১১। (১) প্রসংগের প্রয়োজন ভিন্নরূপ না হইলে, এই তফসিলের প্রথম এবং দ্বিতীয় খন্ডের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) 'ব্যবস্থা' (provision) বলিতে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান সাপেক্ষে, এমন যে কোন পরিমাণ অর্থকে বুঝাইবে যাহা কোন পরিসম্পদের অবচয়, নবায়ন বা মূল্য হ্রাস সম্পর্কে ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে অবলিখিত করা (Written off) বা রাখিয়া দেওয়া হয় (Retained) অথবা এমন অর্থকে বুঝাইবে যাহা, সঠিকভাবে পরিমাণ নিরূপণ করা যায় না এইরূপ, জ্ঞাত দায়-দেনা মিটানোর উদ্দেশ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়;

(খ) 'রিজার্ভ' বলিতে, দফা (ক) এর বিধান সাপেক্ষে, এমন কোন পরিমাণ অর্থ অন্তর্ভু&ক্ত হইবে না যাহা কোন পরিসম্পদের অবচয়, নবায়ন অথবা মূল্য হ্রাস এর জন্য ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে অলিখিত বা রাখিয়া দেওয়া হয় অথবা কোন জ্ঞাত দায়-দেনা মিটানোর জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়;

(গ) 'রিজার্ভ মূলধন' (Capital Reserve) বলিতে এমন কোন অর্থ অন্তর্ভুক্ত হইবে না যাহা লাভ-ক্ষতির হিসাবের মাধ্যমে বিতরণযোগ্য; এবং

(ঘ) 'রিজার্ভ রাজস্ব' বলিতে রিজার্ভ মূলধন ব্যতীত অন্য যে কোন রিজার্ভকে বুঝাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-অনুচ্ছেদের 'দায়-দেনা' বলিতে চুক্তিকৃত খরচ সম্পর্কিত সকল দায়-দেনা এবং অন্যান্য বিতর্কিত বা ঘটনাপেক্ষ (contingent) দায়-দেনা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে-

(ক) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর প্রবর্তনের পূর্বে কোন স্থায়ী পরিসম্পদের বিপরীতে অবলিখিত নহে এইরূপ অর্থ ব্যতীত অন্য যে কোন অর্থ যাহা কোন পরিসম্পদের অবচয়, নবায়ন বা মূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা করার জন্য অবলিখিত বা রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহার পরিমাণ, অথবা

(খ) কোন জ্ঞাত দায়-দেনার ব্যবস্থা করার জন্য রাখিয়া দেওয়া অর্থের পরিমাণ;

পরিচালকগণের মতে, উক্ত উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ, অর্থ তফসিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'রিজার্ভ বা সংরক্ষিত অর্থ হিসাবে গণ্য হইবে 'ব্যবস্থা' হিসাবে নহে।

১২। অনুচ্ছেদ ১১-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'উদ্ধৃত বিনিয়োগ' (quoted investment) বলিতে এমন কোন বিনিয়োগকে বুঝাইবে যাহার সম্পর্কে কোন অনুমোদিত ষ্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লেন-দেন করার জন্য উদ্ধৃতি বা অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে এবং 'অনুদ্ধৃত (unquoted) বিনিয়োগ' শব্দগুলি সে অনুসারে ব্যাখ্যা করা হইবে'।

তফসিল-১২

(ধারা ১৯২ দ্রষ্টব্য)

ব্যাংক/বীমা কোম্পানী এবং ডিপোজিট/প্রভিডেন্ট/কল্যাণ সমিতিসমূহ কর্তৃক প্রকাশিতব্য বিবৃতি-

১। কোম্পানীর/সমিতির শেয়ার মূলধন ..... (টাকা) যাহা প্রতিটি ..... টাকা মূল্যের ..... টি শেয়ারে বিভক্ত।

২। ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা হইতেছে ..... যাহার প্রতিটি শেয়ারের উপর ..... টাকা তলব করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ..... টাকা পাওয়া গিয়াছে।

৩। ৩০শে জুন, ১৯..... অথবা ৩১শে ডিসেম্বর ১৯..... তারিখে কোম্পানী/সমিতির দায়-দায়িত্বের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

(ক) কোম্পানীর নিকট বিভিন্ন ব্যক্তির পাওনা -টাকা

(খ) আদালতের ডিক্রি বাবদ -টাকা

(গ) বন্ধক ও বন্ড বাবদ -টাকা

(ঘ) নোট, বিল এবং হুন্ডি বাবদ -টাকা

(ঙ) অন্যান্য চুক্তি বাবদ -টাকা

(চ) প্রাক্কলিত দায়-দেনা বাবদ -টাকা

৪। উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর পরিসম্পদ নিম্নরূপ ছিল-

(ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি (বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করুন) -টাকা

(খ) বিনিময় বিল, হুন্ডি এবং প্রমিসরি নোট -টাকা

(গ) ব্যাংকারের নিকট গচ্ছিত নগদ -টাকা

(ঘ) অন্যান্য সিকিউরিটি বাবদ -টাকা